কলিকাতা পরিচয়

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন
কলিকাতা

১৩৪১

মূল্য এক টাকা মাত্র

ধাই পাঁচ সিকা

কলিকাতা পরিচয়

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

কলিকাতা

১৩৪১

প্রকাশক
শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ
৩২।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত
১২০।২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

৩০৬৮

ভূমিকা

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এই পুস্তকখানি অল্প সময়ের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন এবং অনেকগুলি ছবির ব্লকও তিনি দিয়াছেন। ইহার জন্য সমিতি তাঁহার নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ। শেঠ-মহাশয়ের সম্মতিঅনুসারে তাঁহার পাণ্ডুলিপিটির স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ইহা করিয়া দিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষও কতকগুলি ব্লক দিয়াছেন। কলিকাতার মানচিত্রটি নিখিল ভারত মহিলা কন্‌ফারেন্সের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার ব্লকটি এই পুস্তকের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের সকলের নিকট অভ্যর্থনা-সমিতি কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তকখানি কলিকাতার এবং তাহার প্রসিদ্ধ নাগরিকগণের সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। যথেষ্ট সময় পাইলে এবং পুস্তক যথেষ্ট বৃহদায়তন করিতে পারিলে গ্রন্থকার ইহা পূর্ণতর করিতে পারিতেন। ইহাতে যে-সব অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি লক্ষিত হইবে, তাহার জন্য সময়ের অল্পতা ও পুস্তকের আয়তন বহু পরিমাণে দায়ী। পাঠকগণ দয়া করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি।
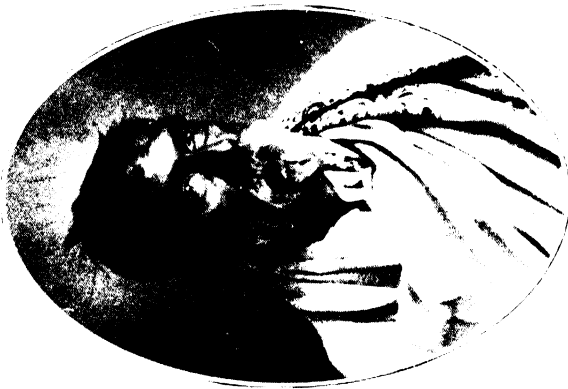
আচার্য্য স্যার পি, সি, রায
(প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবেন)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন

আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু
(বিজ্ঞানশাখা উদ্বোধন করিবেন)
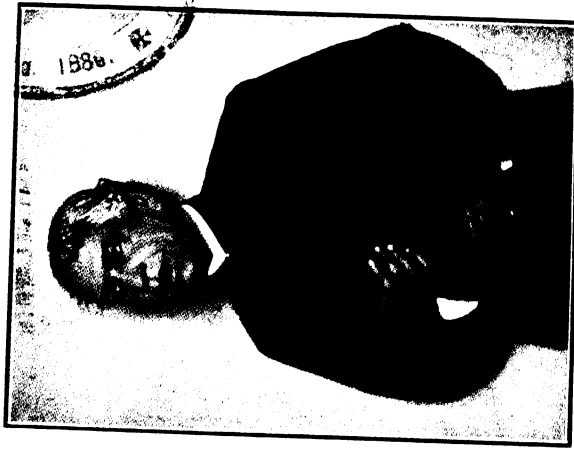
কলিকাতা পরিচয়

কলিকাতার কথা—

কোন্ যুগে কোন্ বাঙালী কোথায় কি কার্য্যের দ্বারা নিজেকে তথা বাঙালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, বা কোন্ স্থান তাঁহার গৌরবে গরীয়ান্ হইয়াছে, সে পরিচয় দিবার জন্য এ প্রচেষ্টা নহে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের লীলাভূমি, রামমোহন, কৃষ্ণদাস, সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র, বিবেকানন্দ, আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জনের জন্মস্থান, বৃটিশ অভ্যুদয়ের কেন্দ্র: ভারত তথা প্রাচ্যের অদ্বিতীয় নগরী কলিকাতা যে সকল কৃতী সন্তানের জ্ঞান-বিদ্যা-প্রতিভার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সেবার, শৌর্য্য-বীর্য্য-মহিমার গৌরবময় স্মৃতি বুকে করিয়া আছে; অথবা যাঁহারা অন্যত্র হইতে আসিয়া এই স্থানকে মহিমান্বিত করিয়াছেন তাঁহাদের কথা যাহা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্তাকারে লিখিয়া যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার ইহা সামান্য প্রয়াসমাত্র।

আজি যে মহাসমৃদ্ধিশালী, নানা জাতির সৌভাগ্য অর্জ্জনের ক্ষেত্র, বাংলার রাজধানী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কলিকাতা বৈভব ও আড়ম্বরে ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী তাহার সমৃদ্ধির মূল যে বাঙালী তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙালীকে অবলম্বন করিয়াই যেমন এই মহানগরী গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই জগৎ-সমীপে বাঙালী জাতির পরিচয় যাহাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, যে সব মনীষীর প্রতিভা বাঙালীর গৌরবের স্তম্ভ-স্বরূপ, কলিকাতা তাঁহাদের অনেকেরই উদ্ভবের অথবা কর্ম্মশক্তি-বিকাশের স্থান।

কলিকাতার প্রাচীন তথ্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। আইন-ই-আকবরীতে সম্রাট আকবরের সময় ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত রাজা টোডরমল্লের রাজস্ব-তালিকায় মহল কলিকাতা বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দ-রামের চণ্ডী, ১৪৯৫ সালে লিখিত বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের ভ্রমণ-তালিকায়ও এই নাম পাওয়া যায়। ক্ষেমানন্দের চণ্ডী কাব্যে কালীঘাটের কালীমন্দিরের কথা আছে। আনুমানিক ১৭৪০ সালে লিখিত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী কাব্যে কালীঘাট সম্বন্ধে লিখিত আছে। কালীঘাট ৫২ পীঠের অন্যতম। সতীর অঙ্গুলী এইস্থানে পতিত। কলিকাতা কালীঘাট হইতে হইয়াছে। সুতরাং তৎপূর্ব্বে এই নামে যে একটি স্থান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকেই বলিয়াছেন, কালী বা কালীক্ষেত্র হইতে কলিকাতা হইয়াছে। ইংরেজ-অধিকারের বহু পূর্ব্বে এখানে বহুসংখ্যক মড়ার মাথার খুলি দেখিয়া জনৈক ডাচ্ পরিব্রাজক এই স্থানকে "গলগথা" অর্থাৎ মাথার খুলি বা নরককুণ্ডের স্থান বলিয়া উল্লেখ করায়, তাহা হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে ইহাও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। কবিরামের গ্রন্থে "কিলকিলা" নামটি পাওয়া যায়। রাজা রাধাকান্ত দেব বলিয়াছেন, ইহা হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি। আবার খালকাটা হইতে বা প্রথমাগত ইংরেজের কোন ঘেসেড়াকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে ব্যক্তি কথা বুঝিতে না পারিয়া কবে ঘাস কাটা হইয়াছে, এই কথা মনে করিয়া উত্তর দেয় 'কাল-কাটা,' ইহা হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে, এ প্রবাদও প্রচলিত।

কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠ
আপজনকৃত মানচিত্র হইতে
১৭৯২ - ১৭৯৩
ডিহি চিৎপুর
ডিহি কলিকাতা
চৌরঙ্গী
ডিহি শ্রীরামপুর
ডিহি ভবানীপুর
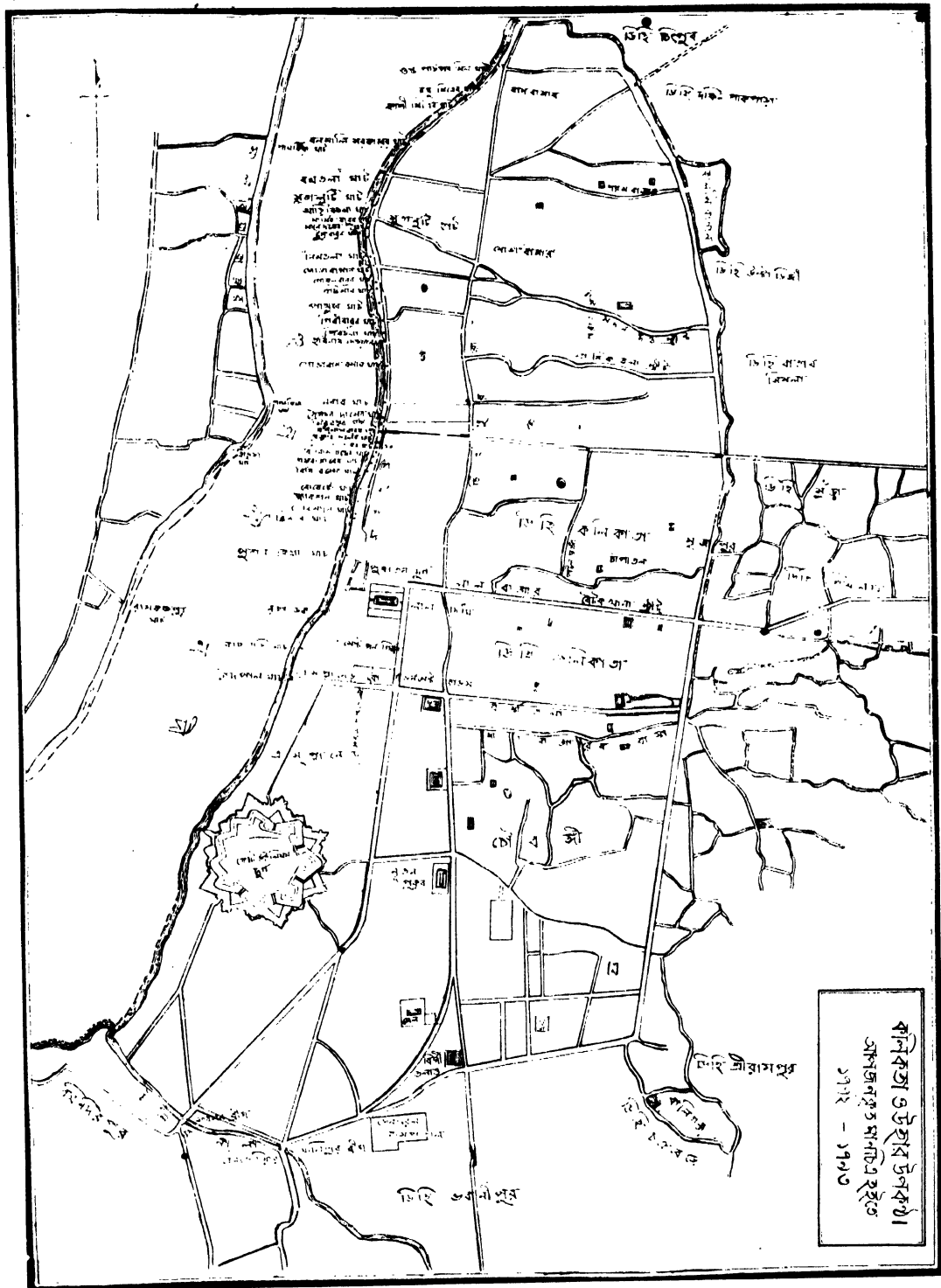
সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের সমষ্টিকে কলিকাতা বলিয়া থাকে। গোবিন্দ দত্ত নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কালীঘাটের নিকট ভূমি খনন করিয়া বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। তিনিই কালীমাতার পূজা ও হোম করিয়া একটি মহাগ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার নাম হইতে অথবা এই স্থানের প্রাচীন অধিবাসী শেঠেদের প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতে ইহার নাম গোবিন্দপুর হইয়াছে, এরূপ জনশ্রুতিও প্রচলিত।

আপজান্ কৃত ১৭৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার নক্সা (৩)

আর সুতানুটী নাম সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ ইংরেজদের আগমনের বহু পূর্ব্বে এই স্থানে পোর্ত্তুগীজরা আর্ম্মেণীয়দের অর্থসাহায্যে অন্যান্য ব্যবসায়ের সঙ্গে সুতা ও নটীর কাজ করিত। তাহা হইতে সুতানটী বা সুতানুটী নাম হইয়াছে। আবার, বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়-দিগের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামরায় ঠাকুরের প্রসাদ এক চন্দ্রাতপতলে বিতরিত হইত। চন্দ্রাতপের অপর নাম ছত্র, এই ছত্রতলে প্রসাদলুট অর্থাৎ বিতরণ হইত, উহা হইতে ছত্রলুট্ নাম হয় এবং তাহারই অপভ্রংশ সুতালুটী বা সুতানুটী, এরূপও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।
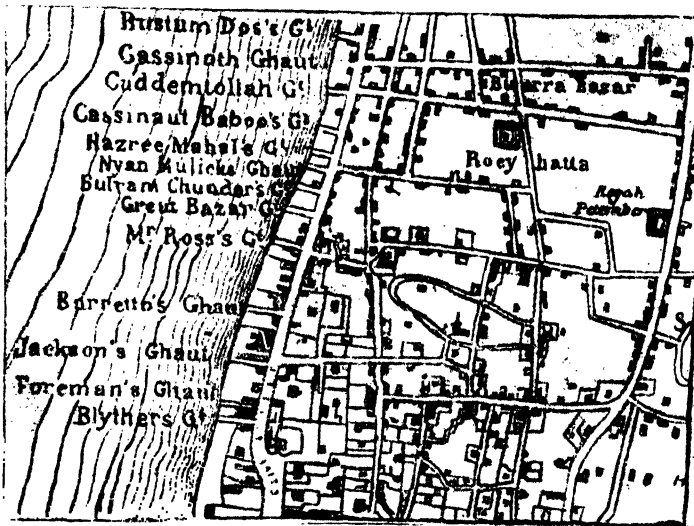
আপজান কৃত ১৭৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার নক্সা (২)

সুতানুটী ও গোবিন্দপুর ছাড়া তিনটি গ্রামের সমষ্টিকে শুধু কলিকাতা নামে অভিহিত কেন করা হয় সে সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের জামাতা চার্লস্ আয়েরের সময়ে ১৭০০ সালের এপ্রেল মাস হইতে কলিকাতা নাম ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপারে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত ছিল বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। পোর্ত্তুগীজরা কালীকটে ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য সুরু করিয়া ঐ স্থানের দ্রব্য ভারতীয় দ্রব্য বলিয়া বহু মূল্যে বিক্রয় করিত। ইহা

জানিয়া সূতানুটীর আর্ম্মেণী বণিকগণ কলিকাতার নাম কালিকটরূপে ব্যবহার করিয়া তাহাদের প্রেরিত মালপত্র চালান দিয়া বিশেষ লাভবান হইত। ইংরেজ-কোম্পানী ইহা জানিতে পারিয়া এই উদ্দেশ্যেই তাহাদের সেরেস্তায় কলিকাতার নাম পত্তন করেন।
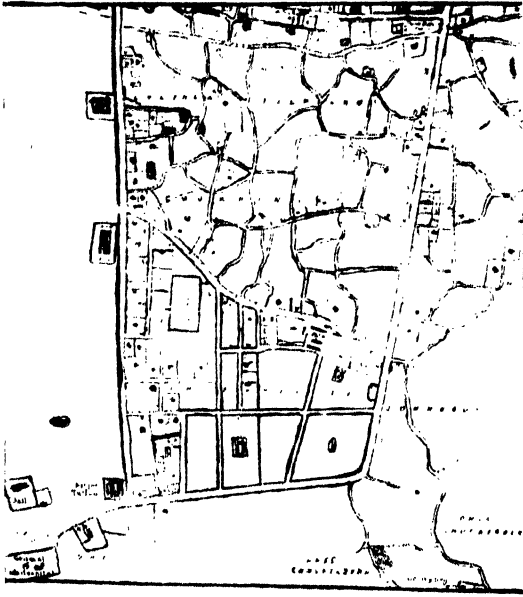
আপজান্ কৃত ১৭৫২-৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার নক্সা (১)

ইংরেজ আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে সূতানুটীতে দেশীয় ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কৃষিকার্য্য হইত। পোর্ত্তুগীজ এবং আর্ম্মেণীয়গণও ইংরেজদের পূর্ব্বে এখানে ব্যবসায় স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রাচীনতম অধিবাসী গোবিন্দপুরের শেঠ ও বসাকরা সূতানুটীতে তখন সূতার হাট স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট জব্ চার্ণক হুগলী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহচরগণসহ চারিখানি বাণিজ্যপোতারোহণে সূতানুটীতে আসিয়া পৌছেন। ইহা তাঁহার তৃতীয়বারের আগমন। তিনিই এখানে প্রথম ইংরেজ-কুঠী স্থাপন করেন। তৎপরে কতিপয় বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্যপরিসর বিশেষরূপে বিস্তৃত হইলে, ১৬৯৮ সালে ১লা আগষ্ট আলমগীরের পৌত্র আজিম ওসমানের নিকট ১৬,০০০৲ মূল্যে পূর্ব্বোক্ত গ্রাম তিনটি ক্রয় করা হয়। তখন উহা দৈর্ঘ্যে তিন মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল মাত্র ছিল। তখন কোম্পানীকে মোগল-সরকারে খাজনা দিতে হইত ১২৮১৷৷০ টাকা।

ইংরেজ-কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কুঠী সুরক্ষিত করিবার আবশ্যকতা ক্রমেই উপলব্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু নবাবের অনুমতি-অভাব বশতঃ অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে তাহারা শোভা সিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া ১৬৯৬ সালে তাহাদের কুঠী সুরক্ষিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, এবং পরবৎসরই মোগলরা যাহাতে বুঝিতে না পারে এরূপ আকারের কতকটা পণ্যাগারের মত দেখিতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে জেনারেল্ পোষ্ট অফিস্ ও কালেক্টরী অফিস্ আছে এই স্থানে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের প্রতি রুষ্ট হইয়া ১৭৫৬ সালে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া কলিকাতা অধিকার করেন এবং সাত মাস যাবৎ উহা তাঁহার অধিকারে থাকে। এক বৎসর পরে লর্ড ক্লাইভ্ পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করিয়া গোবিন্দপুরে একটি নূতন দুর্গ স্থাপনের আয়োজন করেন এবং সেই সঙ্গে পুরাতন দুর্গটি পরিত্যক্ত হয়। ১৭৭৩ সালে উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয় এবং তদানীন্তন ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নামে উহার নাম দেওয়া হয়।

১৭০৬ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা মাদ্রাজ প্রদেশের অধীন ছিল। ১৭০৭ হইতে ১৭৭৩ সাল পর্য্যন্ত মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় ইহা একটি প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎপরে বিলাতের পার্লামেণ্টের আইন-অনুসারে বঙ্গপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা গভর্ণর-জেনারেল আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং সেই সঙ্গে মাদ্রাজ ও বোম্বাই ব্যতীত কোম্পানীর অধিকৃত ভারতের অপর স্থানগুলির শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৭৭৪ সালে সুপ্রীমকোর্ট নামে আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদ হইতে সরকারী খাজনাখানা কলিকাতায় আনয়ন করেন। এই সময়
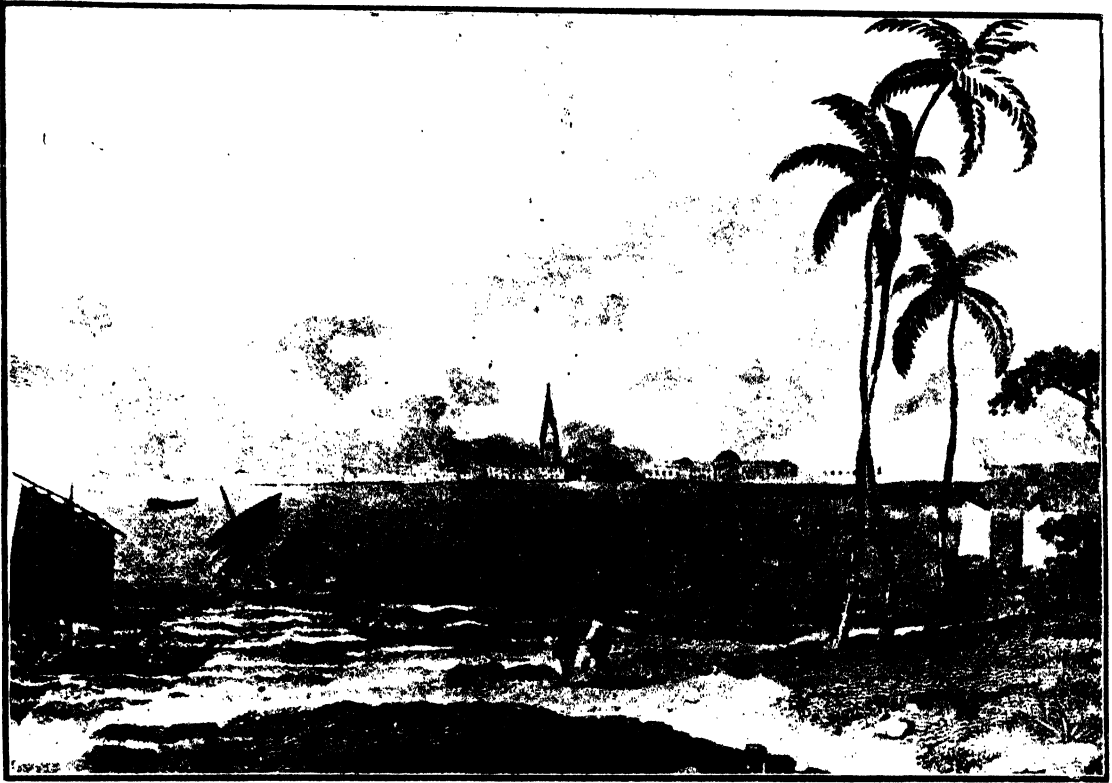
প্রাচীন কলিকাতা
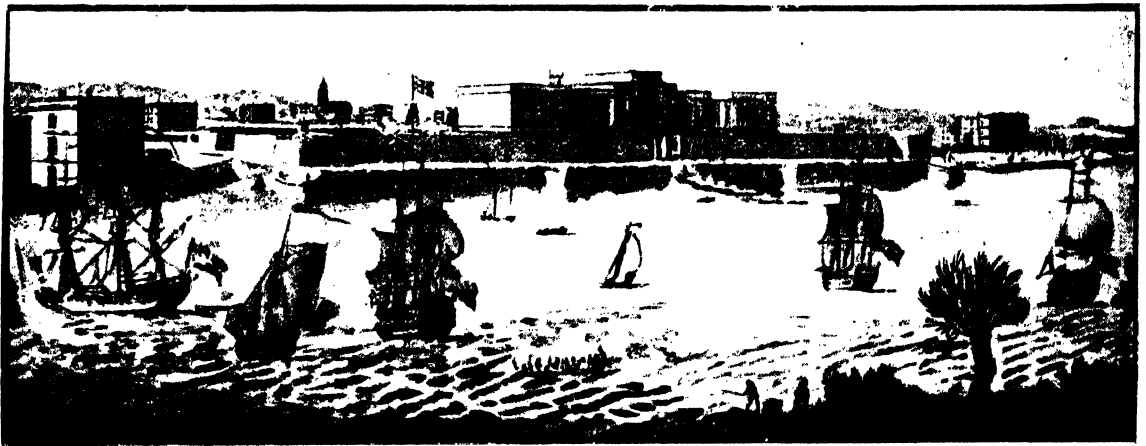
পুরাতন দুর্গ ও গভর্ণরের বাটী
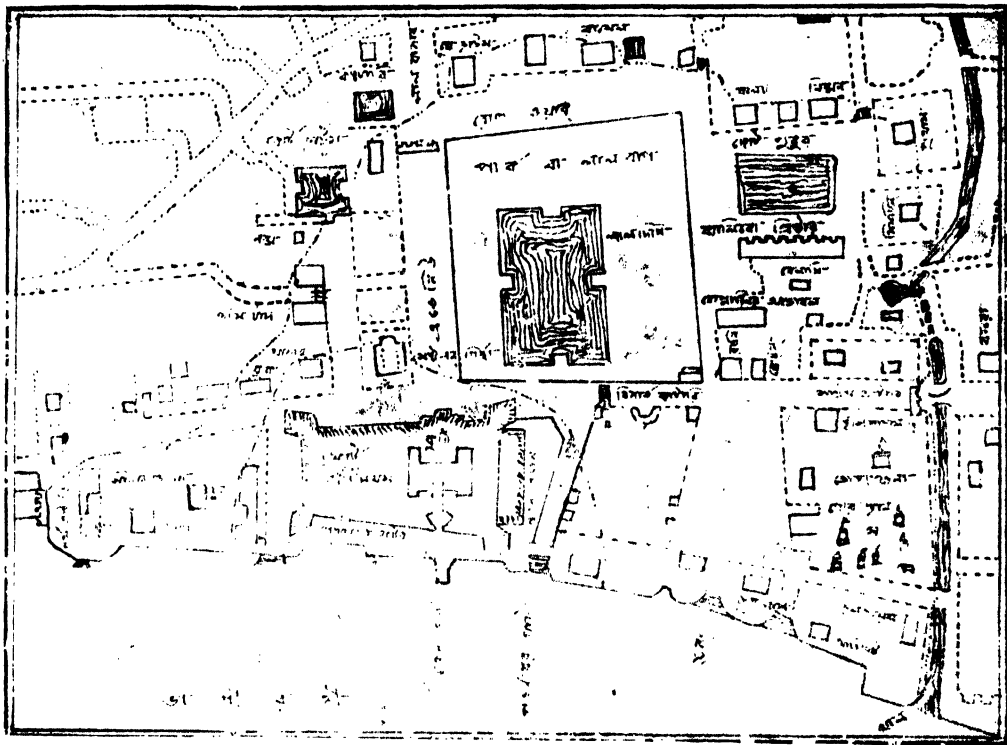
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ও দুর্গসীমা প্রভৃতির নক্সা—১৭৫৩
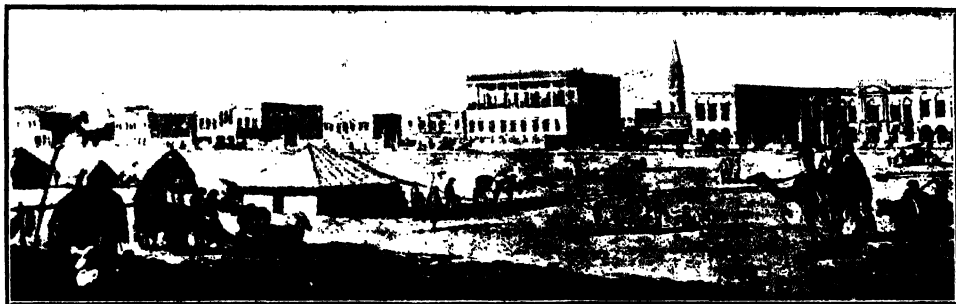
সেকালের এস্‌প্লানেডের এক অংশ

হইতে ক্রমে কলিকাতা বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগর এবং ভারতের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়।

পূর্ব্বে গভর্ণর দুর্গমধ্যে বাস করিতেন। বর্ত্তমান লাটপ্রাসাদ লর্ড ওয়েলেস্‌লীর সময় ১৮০৪ সালে নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৫ সাল হইতে ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের মূর্ত্তি ও নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়।

এসপ্লানেড্ রো

১৯১২ সালের ১লা এপ্রেল ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং তদবধি বাংলা হইতে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র বঙ্গদেশটি একজন গভর্ণরের শাসনাধীন করা হয়। এখন কলিকাতা সরকারী হিসাবে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী। বোধ হয় অর্থ, বাণিজ্য-আড়ম্বর, লোকসংখ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়ে ইহা আজিও ভারতের অন্যান্য সকল শহরের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, দেবমন্দির, শিক্ষালয় প্রভৃতিতে ও সৌধসম্পদে কলিকাতা অতুলনীয়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাসম্ভব দেওয়া গেল। কীর্ত্তিমান্ বাঙালী যাহাদের কার্য্য, লীলা, কর্ম্ম, শিক্ষা, অধ্যবসায় দ্বারা কলিকাতা নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তালিকা যথাসম্ভব প্রদত্ত হইল।

কলিকাতার আয়তন—

কলিকাতা বলিতে গেলে সাধারণতঃ বৃহত্তর কলিকাতা ধরিতে হইবে। গঙ্গা বা ভাগীরথীর দুই কূলে ত্রিবেণী হইতে মেটীয়াব্রুজ পর্য্যন্ত বহু লোকজন, অট্টালিকাপূর্ণ শহর, শহরতলী ও গ্রাম লইয়া কলিকাতার প্রকাশ। এই স্থান দৈর্ঘ্যে ত্রিশ মাইল ও গঙ্গার দুই কূলে এক মাইল হইতে দুই মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

ষোড়শ শতাব্দীর সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির ধ্বংসের পরে এই সমস্ত জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। *Journal of Geological Society of London*, vol. xix, 1863 লিখিত আছে, "For a century after 1634, when our ships were permitted to enter the Ganges, Satgong or Hoogly was the Port of Bengal and continued to be so still superseded by Calcutta." ১৭৫৭ সালে য়্যাড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন ৬০টি বা ৬৪টি কামান সহিত তাঁহার রণপোতবাহিনী চন্দননগর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন।

কলিকাতা বন্দর সাগর হইতে প্রায় ৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখনও হুগলী বা ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দিনে দুইবার গঙ্গার জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে। বাংলার দক্ষিণাংশের মত কলিকাতা সাগর-চরের উপর গঠিত। ১১০।৮০ ফুট খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে যে, জমির স্তর বালুকা ও কঙ্করময়, সমুদ্রতল ভূমির মত (Census Report, 1901, vol. vii, pt. 13).

গঙ্গার পশ্চিম কূলে, ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর (বৃটিশ ও ফরাসী), ভদ্রেশ্বর, বদ্দিবাটী, শ্রীরামপুর, রিস্‌ড়া, কোন্নগর, বালী, উত্তরপাড়া, বেলুড়, সালিকা, হাবড়া, রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর ও পূর্ব্বকূলে হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটী, কাঁকনাড়া, ভাটপাড়া, ইছাপুর, শ্যামনগর, মণিরামপুর, ব্যারাকপুর, টীটাগড়, খড়দাহ, পানিহাটী, এড়াদহ, বরানগর, চিৎপুর, কলিকাতা, মেটীয়াব্রুজ প্রভৃতি স্থান মন্দির, স্নানের ঘাট, সোপান, শ্মশান, বড় বড় কল, বাগানবাটী, পোস্তা, মালগুদাম, জেটী, ডক ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত। পশ্চিম কূলে টারমাকাডামে মণ্ডিত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও পূর্ব্বকূলে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড এই স্থানগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন করিয়াছে।

হুগলী নদী—দশম শতাব্দীর নক্সা (বিপ্রদাস কৃত মনসা মঙ্গলে উল্লিখিত স্থানগুলি দেখান আছে)

রেনেলের প্রস্তুত হুগলী নদীর নক্সা

এ-অঞ্চল বাংলার গৌরব শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর পদরজে রঞ্জিত হইয়াছিল। ইহা নানা সাধক, ভক্ত, কবি, সাহিত্যিক এবং কর্ম্মী বাঙালীর জন্ম ও কর্ম্ম স্থল।

আসল কলিকাতা বর্ত্তমানে কাশীপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, এন্টালী, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর, আলিপুর, ভবানীপুর ও কালীঘাট লইয়া গঠিত, এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকাধীন। ইহার আয়তন ১৯,৪৯৩ একর জমি। ইহার পরিমাণ ৩০২ বর্গ মাইল। কলিকাতা কর্পোরেশনের এই এলাকা বত্রিশটি বিভাগে বা ওয়ার্ডে বিভক্ত হইয়া শাসিত হইতেছে। এই বত্রিশটি ওয়ার্ডের পয়ঃপ্রণালী, রাস্তা, গৃহ-নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থার ভার চারিটি ডিষ্ট্রিক্টের উপর ন্যস্ত। কলিকাতা কর্পোরেশনের হদ্দার মধ্যে ১১,৯৬,৭৩৪ জন লোক বাস করে। বোম্বাই শহরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা ৩৫ হাজার বেশী।

ইহা ব্যতীত দুইটি সুবারবন্ মিউনিসিপালিটীর অধীনে ৬৩,৯৭৫ ও হাবড়া মিউনিসিপালিটীর অধীনে ২,২৪,৮৭৩ জন লোক বাস করে। ইহা লইয়া কলিকাতায় মোট অধিবাসীর সংখ্যা ১৪,৮৫,৫৮২।

খাস কলিকাতায় প্রতি একারে ৫৮ জন ও শহরতলী লইয়া প্রতি একারে ৪২ জন লোক বাস করে।

কলিকাতার সৌধ-সম্পদ

কলিকাতা শহরে বাটীর সংখ্যা ২,১০,৬৮৬। অনেক পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী ইহাকে City of Palaces আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে হইতে কলিকাতা বড় বড় সৌধ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেনটাইন ভ্রমণকালে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে,—"The Town of Calcutta is at present well-worthy of being the seat of our Indian Government both from its size, and from the Magnificent Buildings. The citadel of Fort William is fine work, but greatly too large for defence. The Esplanade leaves a grand openings on the edge of which is placed New Government House, erected by Lord Wellesley, a noble structure (built between years 1797 to 1803) * * * Chowringhee was an entire Village of Palaces, runs for a considerable length at right angles with it, and altogether forms a finest view I ever beheld in any city."

কলিকাতা ইহার পর আরও সমৃদ্ধিশালী, স্বাস্থ্যবান, সৌধ-সম্পদ, সাধারণ প্রতিষ্ঠান, সাধারণ অট্টালিকায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন সৌধাবলীর মধ্যে অনেকগুলির চিহ্ন বিলোপ বা সংস্কৃত হইয়াছে, কতকগুলি আজিও সগৌরবে বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউস তৈরি সুরু হয় ১৭৯৭ সালে ও শেষ হয় ১৮০৩ সালে। বর্ত্তমান টাউন হলটি আরম্ভ হয়

সেণ্ট্ পলস্ ক্যাথিড্রাল

১৮০৫ সালে ও শেষ হয় ১৮১৩ সালে। বিরজাতলার (চৌরঙ্গী ও সাকুলার রোডের মোড়ে) সেণ্ট্ পল ক্যাথিড্রালটির ১৮৩৯ সালে ভিত্তিস্থাপন হয় এবং ১৮৪৭ সালে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। রৌপ্য মুদ্রার টাকশালের বর্ত্তমান বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য ১৮৩১ সালে শেষ হয়, তাম্র মুদ্রার বাটীটি ১৮৬৫ সালে নির্ম্মিত হয়। ইডেন উদ্যান লর্ড অক্‌লাণ্ডের বিদূষী ভগ্নী মিস্ ইডেনের নামে ১৮৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। এসিয়াটীক্ সোসাইটীর বর্ত্তমান বাটী (পার্ক ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে) ১৮০৬ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়মের বৃহৎ ডালহৌসী ব্যারাক, কুইন্‌স ব্যারাক ইত্যাদি সৌধাবলী ১৭৭৩ ও ৭৪ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিউজিয়মের বর্ত্তমান বাটীর ভিত্তি স্থাপন ১১৮২ সালে হইয়াছিল। জেনারেল পোষ্ট অফিস ১৮৬৮ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাইটার্স বিল্ডিংস্ লালদীঘির উত্তরে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন বাটী ১৭৮০ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ১৮২১ সালে বর্ত্তমান আকারে সুসংস্কৃত হয়। বেলভেডিয়ার প্রাসাদ ১৭৮০ সালে ক্রীত হইয়াছিল। ১৮৬২ সালে বর্ত্তমান হাইকোর্ট অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সিনেট হাউসটি ১৮৭৭ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজের বাটী ১৮৬০ সালে পার্ক ষ্ট্রীটে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিমতলা ষ্ট্রীটের ডাফ্ কলেজের সুবৃহৎ অট্টালিকা ১৮৪৩ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। লালদীঘির উত্তরে সংস্কৃত কলেজের বাটী ১৮২৪ সালে, লাউডন ষ্ট্রীটে লা মার্টিনার স্কুল-বাটী ১৮৩৬ সালে, সাকুলার রোডের বিশপ কলেজের সৌধ ১৮২০ সালে, মেটকাফ্ হল ১৮৪০ সালে নির্ম্মিত হয়। কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দিরটি ১৮০৯ সালে নির্ম্মিত। ইহা ছাড়া বহু প্রাচীন মন্দির ও মসজিদ, বহু বাসিন্দার বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতার প্রাচীন সৌধ-সম্পদ।

জনসংখ্যা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার জনসংখ্যা মাত্র ১০,০০০ দশ সহস্র ছিল। পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বর্ষে তাহা ১,০০,০০০ এক লক্ষে পরিণত হয়। ১৮৩১ সাল হইতে জনসংখ্যার হিসাব নিয়মিত ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে কলিকাতার জন-সংখ্যা কত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই উপলব্ধি হইবে।

সাল	জনসংখ্যা
১৮৩১	২,২৯,৭১৫
১৮৫০	৪,০০,০০০
১৮৭২	৬,৩৩,০০৯
১৮৮১	৮,২৯,১৯৭
১৮৯১	৯,৩২,৪৪১
১৯০১	১১,৪৫,৯৩৩
১৯১১	১২,৭২,২৭৯
১৯২১	১৩,২৭,৫৪৭
১৯৩১	১৪,৮৫,৫৮২

জনসংখ্যায় কলিকাতা নগরী সমগ্র বৃটীশ রাজত্বের নগরগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। লণ্ডননগরী জনসংখ্যায় সর্ব্বপ্রথম। ভারতের অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী নগরের জনসংখ্যা হইতে কলিকাতার জন-সম্পদ সম্যক উপলব্ধি করা যায়। খাস কলিকাতার জনসংখ্যা ১১,৯৬,৭৩৪।

বোম্বাই	১১,৬১,৩৮৩	রেঙ্গুন	৪,০০,৪১৮
মাদ্রাজ	৬,৪৭,২৩০	আহমদাবাদ	৩,১৩,৭৮৯
দিল্লী	৪,৪৭,৪৪২	লক্ষ্ণৌ	২,৭৪,৬৫৯
লাহোর	৪,২৯,৭৪৭	করাচী	২,৬৩,৫৬৫

খাস কলিকাতা শহরে পুরুষের সংখ্যা ৮,১৪,৯৪৮ ও নারীর সংখ্যা ৩,৮১,৭৮৬ মাত্র। শতকরা পুরুষে ৪৬টি নারী মাত্র। পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা এত কম হইবার প্রধান কারণ—কলিকাতায় কি বাঙালী, কি অবাঙালী বেশীর ভাগ লোক ব্যবসায় বা চাকুরীর উদ্দেশ্যে বসবাস করে। অনেকের পক্ষে স্বল্প আয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া এ মহানগরীতে বাস করা অসম্ভব, তাই তাহাদের পরিবার-পরিজন পল্লীতে বাস করিতে বাধ্য।

কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৬৬৮ জনের (৯,৯৮,৬৫৬ বাংলায়) জন্ম, ৩১৮ জন

(৪,৪৬,৯২৬) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত, ও ১৪ জন ভারতের বাহিরের লোক।

কলিকাতার অধিবাসীরা নানা ধর্ম্মাবলম্বী। তথাপি হিন্দুর সংখ্যা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা হইতে খুব বেশী।

	মোট সংখ্যা	নারীর সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা শতকরা
হিন্দু	৮,২২,২৯৩	২,৭৪,৪৪৭	৬৮.৭
মুসলমান	৩,১১,১৫৫	৮১,৮৪৪	২৬.
খ্রীষ্টান (দেশীয়)	১৪,৩১০	৬,৬৭২	৪.
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	১৭,১০২	১৪,৫৬৯	
ইউরোপীয়েন	১৬,১১৬		
শিখ	৪,৭০৫		.৩৯
জৈন	৩,১৪৮		.২৭
বৌদ্ধ	৩,০২১		.২৫
ইহুদী	১,৮২৯	৪,২৫৬	.১৫
কনফিউসিয়াস্	১,৩৬৬		.১১
জোরস্থ্রীয়ান্	১,১৯৯		.১০
ট্রাইবাল	৪২৬		.০৪

পুরুষ ও নারীর সংখ্যার তুলনা।

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	হাজার পুরুষে নারী
বৃহত্তর কলিকাতা	১৪,৮৫,৫৮২	৯,৯৭,০৫১	৪,৮৮,৫৩১	৪৯০
খাস কলিকাতা	১১,৯৬,৭৩৪	৮,১৪,৯৪৮	৩,৮১,৭৮৬	৪৬৯
হাবড়া	২,২৪,৮৭৩	১,৪৫,১৯০	৭৯,৭৫৩	৫৫০

জন্মমৃত্যুর হার

সংযুক্ত কলিকাতায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩০,০১১ অর্থাৎ হাজারে ২৫.০ এবং খাস কলিকাতায় প্রতি হাজারে ২৫.৫ জনের মৃত্যু হয়। কলিকাতার স্বাস্থ্য দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। গত সাত বৎসরের মৃত্যুর হার হইতে উহা উপলব্ধি হইবে।

১৯২৬ সালে	প্রতি হাজারে	৩৪.৭ জনের মৃত্যু
১৯২৭ ,,	,,	৩৪.১ ,,
১৯২৮ ,,	,,	৩১.৬ ,,
১৯২৯ ,,	,,	৩০.৬০,,
১৯৩০ ,,	,,	২৮.৯ ,,
১৯৩১ ,,	,,	২৫.৫ ,,
১৯৩২ ,,	,,	২৫.০ ,,

বর্ত্তমান বর্ষে ২০,২৫৭টি জন্মের সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা মোট জনসংখ্যায় প্রতি হাজারে ২০.২। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জন্মের হার প্রতি হাজারে ১৮.৭ ছিল। কলিকাতায় নারীর সংখ্যা অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা দ্বিগুণের অপেক্ষাও বেশী। সন্তানের মা হইবার মত বয়সের নারীর (১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্কা) সংখ্যা মাত্র ২,০০,২৯৭। ইহার মধ্যে ১২,৯৬১ অবিবাহিতা, ও ৩৪,৬৪৭ বিধবা: বক্রী ১,৫২,০৫৫ বিবাহিত ও সন্তান প্রসবক্ষম বয়স্কা নারী। তাহা হইলে জন্মের হার প্রতি হাজারে ৬৩ জন। গড়-পড়তা জন্মের হার—পুরুষ শতকরা ৩৯.১, নারী শতকরা ৩৪.৪।

কলিকাতার অধিবাসীদের ভাষা—

কলিকাতা নগরী পৃথিবীর সর্ব্ব জাতি ও ভাষা-ভাষীর অধিবাসীতে পরিপূর্ণ। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে। এই তালিকায় বৃহত্তর কলিকাতা ও হাবড়া লইয়া মোট ১৪,৮৫,৫৮২ জন সংখ্যা।

	মোট সংখ্যা	শতকরা হিসাব
বাংলা ভাষা	৮,২২,৮৬১	৫৫.৫
হিন্দুস্থানী	৫,৩৫,০২৩	৩৬.০
ইংরেজী	৩৪,৯৫৩	২.৫
উড়িয়া	৪৪,৯২২	৩.০
পাঞ্জাবী	৯,৬৫৪	
রাজস্থানী	৭,৪৮১	
তেলেগু	৬,০১৫	
নেপালী	৪,৭৫২	
গুজরাটী	৪,১২১	

চীন	৩,২২৬
তামিল	২,৭৪৪
খীরওয়ারী	১,৬৩৮
হিব্রু	১,১৯৫
মারহাটি	১,১০১
কুরুক্ষ (ওরাও)	৯৮০
আরাবিক	৮১৭
পুস্থ	৭৫৬
জাপানী	৫৩৮
আর্ম্মেণী	৫২০
পার্সীয়ান	৪১৫
সিন্ধী	৩৮১
মালায়ালাম	২৪৬
ফরাসী	১৭০
ইটালীয়ান	১৫৯
আসামিজ্	১৬০
খাসী	১২৪
বাম্মিজ	১০৭
পর্ত্তুগীজ	৮৪
ডাচ্	৬৫
গ্রীক্	৫৯
জার্ম্মান	৫২
রাশিয়ান	৩৭
স্প্যানিস্	৩৮
ফ্লেমিস্	২
গলিক্	৮
হাঙ্গেরিয়ান	১
নরওয়েজিয়ান	১
সুইডিস্	১
ড্যানিস্	২
টারকিস্	৩
সিংহলী	১৫
ক্যানারিজ	৪১
ভূটীয়া	৫৫
কাশ্মীরী	৩৯
আরাকানি	১২
মণিপুরী	২৩
বং (লেপ্‌চা)	১০
খাম্বু	২
নেওরী	৮
মুর্ম্মি	৭
মরো	১
গুরুঙ্গ	২

কলিকাতা বন্দর—

আধুনিক জাতির গৌরব ও সমৃদ্ধি বন্দরের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা। সাগর হইতে প্রায় ৮৫ মাইল। এক শত মাইল আঁকা-বাঁকা নদীর উপর কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। ইহা তিন অংশে বিভক্ত।

(১) কলিকাতা জেটী-সমূহ চীৎপুর হইতে তক্তা ঘাট পর্য্যন্ত ৬ মাইলব্যাপী নদীর তীরে বড় জেটী ও মালগুদাম অবস্থিত। এখানে বড় বড় বিলাতী জাহাজ আসিয়া মাল খালাস ও বোঝাই করে। আউট্রাম ঘাট, চাঁদপাল ঘাট, তক্তা ঘাট, প্রিন্সেপ্ ঘাট জেটীতে আরোহী-যাত্রীদের লইবার ব্যবস্থা হয়। রেঙ্গুন, জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপীয় আরোহী-যাত্রী এখান হইতে রওনা হয়। পি. এণ্ড. ও, বি. আই. এস. এন প্রভৃতি বিদেশীয় জাহাজ কোং, হোরমিলার, বেঙ্গল ষ্টীম্ ন্যাভিগেসন কোং ইত্যাদি বঙ্গের জলপথবাহিনী কোম্পানীর জেটী ও অফিস অবস্থিত। ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর পোর্ট আফিস্ আদি অবস্থিত। এ লাইনে সমুদ্রগামী জাহাজ লাগিবার ৮টি জেটী আছে।

(২) খিদিরপুর ডকে ২৭টি বার্থ আছে; তাহাতে সমুদ্রগামী জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাস হয়। ১৭টি নানাদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর জন্য; ১০টি কেবল কয়লার জন্য।

এখানে ৪টী Dry Dock আছে। সেখানে জাহাজ মেরামত হয়। খিদিরপুরের পোতাশ্রয়গুলিতে বড় বড় লক-গেট দ্বারা জল ইচ্ছামত ভর্ত্তি ও বাহির করা হয়। এখানে একটি আলোক ও ঘড়ির স্তম্ভ আছে।

(৩) খিদিরপুর ডকের উত্তরে Royal Indian Marine Dockyard ছিল। সেখানে গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় পোত, জাহাজ, ষ্টীমার আদি মেরামত হইত। ১৯২০ সালে সালে তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

(৪) গার্ডেন রীচ ডক—এখানে ৫টি জেটী আছে। ১৯২৮ সালে এখানে বৃহৎ কিং জর্জ ডক প্রস্তুত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই ডকে ৫টি বার্থ আছে, ৩টি আমদানী, একটি রপ্তানী, একটি নদীপথের ষ্টীমারের জন্য এবং একটি গুরুভার উত্তোলনকারী ক্রেণ-বিশিষ্ট Yard আছে। এই ডকে নদীর মোহনায় অতি উচ্চ একটি ঘড়ির স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা বন্দর কোন্নগর হইতে বজবজ পর্য্যন্ত ২১ মাইলব্যাপী অবস্থিত। এই স্থান পোর্ট ট্রাষ্ট রেলওয়ে দ্বারা সংযোজিত।

বন্দরের কার্য্য-পরিচালনের ভার Port Commissioner নামক একটি সভার উপর ন্যস্ত। এই সভা ১৮৭০ সালে গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত। চেয়ারম্যান ১, ডেপুটী চেয়ারম্যান ১, নির্ব্বাচিত কমিশনার ১২টী, এবং সরকারী কর্ম্মচারী পদানুরোধে ৫টী, মোট ১৯টী।

নির্ব্বাচিত ১২টীর মধ্যে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স দ্বারা ৬, কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েসন্ ১, কলিকাতা করপোরেশন ১, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স দ্বারা ৩ ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স দ্বারা ১টি নির্ব্বাচিত হইবে।

পদানুরোধে, ই, আই, আর; বি, এন, আর; ই, বি, আর-এর এজেণ্ট ৩ জন, কাষ্টম্স্ কালেক্টর, মার্কেণ্টাইল ম্যারাইন বিভাগের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ—মোট ৫ জন ইহার অন্তর্ভুক্ত।

কলিকাতা বন্দরে বৎসরে কাঁচামাল আমদানী-রপ্তানীর হিসাবেই বন্দরের গুরুত্ব বোঝা যায়।

রপ্তানী

কয়লা	৩০,১৬,১২৫ টন
পিগ-আইরন	৫,৭৫,৪২৫ ”
গুড়	৪,৩২,৭২৪ ”
গম ও বীজ	২,২০,৪৯৩ ”
পাট	১,২৬,৫০৫ ”
চা	১,১৪,৭৪১ ”
চাউল	১,০৮,১২৫ ”
গানীব্যাগ	৪৮,৬৭৪ ”
শেললাক	৬২,৩০০ ”
চামড়া	২১,৫১১ ”

আমদানী

লবণ	৫,৫৩,০৬০ ”
চিনি	৩,৭১,৪৬৮ ”
চাল	৩৬,৯০৫ ”
গম	১,৮০,৪৬২ ”

কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম সৃষ্টি

বিশাল কলিকাতা শহর করপোরেশন দ্বারা শাসিত। ১৭৯৪ সালে এই নগরের উন্নতিসাধনের ভার প্রকৃতপক্ষে একটি সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত হইত। এই সঙ্ঘ তখন Justices of Peace নামক কয়েকটি সভ্যের দ্বারা পরিচালিত। ১৭৮০ সালে মহারাষ্ট্র ডীচ্ নামক গড়টি ভরাট করা হইয়াছিল। বর্গীদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সার্কুলার রোড বেষ্টন করিয়া এই গড় খনন করা হইয়াছিল। ১৭৯৯ সালে সার্কুলার রোড পাকা হয়। ১৮০১ সালে প্রথম ময়লা ফেলার গাড়ীর ব্যবস্থা হয়। ১৮০৩ সালে এই সঙ্ঘের উন্নতি হয়। ১৮১৭ সালে Lottery কমিটি নূতন মিউনিসিপ্যাল শাসনের আকার ধারণ করে।

১৮৪৭ সালে Act XVI দ্বারা ৭ জন কমিশনার লইয়া মিউনিসিপালিটী গঠিত হয়। এই ৭ জনের মধ্যে তিন জন মনোনীত ও ৪ জন নির্ব্বাচিত হইত। এই সভার উপরে

প্রথমে Conservancy কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। পরে ১৮৪৮ সালে রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও মেরামত আদির ভার ন্যস্ত হয়।

কলিকাতার শাসনতন্ত্র—

১৯১২ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে এই মহানগরী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের রাজধানী। এখানে সপারিষদ গভর্ণর বাস করেন। তাঁহার আবাসবাটী গভর্ণমেণ্ট হাউস, এখানে পূর্ব্বে ভাইস্‌রয়ের প্রাসাদ ছিল। ভাইস্‌রয় ডিসেম্বর মাসে প্রায় মাসাবধি কলিকাতার বেলভেডিয়ার প্রাসাদে অবস্থান করেন।

বর্ত্তমানে বাংলার লাট স্তর জন এণ্ডারসন। বাংলার শাসন-যন্ত্র একটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত। ৪ জন একজিকিউটীভ কাউন্সিলার ও ৩ জন মন্ত্রী লইয়া এই শাসন-পরিষদ গঠিত। বাঙালী স্তর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ও কাজী নাজিমুদ্দিন সাহেব একজিকিউটীভ কাউন্সিলার, স্তর বিজয়প্রসাদ সিংহ, নবাব ফারুকী ও আজিজুল হক সাহেব বাংলার মন্ত্রী।

ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান সভাপতি রাজা স্তর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী।

প্রদেশের প্রথম বিচারালয় কলিকাতা হাইকোর্ট। তাহার প্রধান বিচারপতি স্তর উইলিয়াম ডার্ব্বীশায়ার। বর্ত্তমানে অনেক বাঙালী জজ-পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন—বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র, বিচারপতি এস. কে. ঘোষ, বিচারপতি সুরেন্দ্রনাথ গুহ।

কলিকাতা শহরের শান্তিরক্ষার ভার পুলিস কমিশনার মিঃ কলসনের উপর অর্পিত। ফৌজদারী বিচারের জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে অবস্থিত। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙালী অনারেবল্ সুশীল সিংহ মহাশয়।

কলিকাতার কালেক্টরের উপর রাজস্ব-সংগ্রহের ভার অর্পিত আছে। বর্ত্তমানে কালেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ডিভিসনেরও হেড কোয়াটার। ২৪ পরগণা জেলারও হেড কোয়াটার। ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আলিপুরে বাস করেন। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত।

কলিকাতায় দুইটি সেন্ট্রাল জেল আছে। দুইটিই আলিপুরে কালীঘাট-পুলের নিকট অবস্থিত। একটির নাম প্রেসীডেন্সী জেল, অপরটি আলিপুর সেন্ট্রাল জেল।

কলিকাতায় ভারত-গভর্ণমেণ্টের ছাপাখানার এক অংশ আছে। আলিপুরে বৃহৎ ফরম অফিস ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের বৃহৎ ছাপাখানা আছে।

টালীগঞ্জে সরকারী ডিষ্টিলারী আছে। আলিপুরে রাসায়নিক পরীক্ষাগার (Govt. Test Office) অবস্থিত।

কলিকাতায় ভারত-সরকারের কিয়দংশ ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, ৬ এসপ্লানেডে মিলিটারী সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ও কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে কমার্সিয়াল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংএ অবস্থিত।

সামরিক ও বৈদেশিক সেক্রেটারিয়েটের বৃহৎ সৌধটী অতি মনোরম পাথরের বাটী। উহা ১৯০৩ সালে নিৰ্ম্মিত। বর্ত্তমানে এখানে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী, ইষ্টার্ণ সার্কেলের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস। বর্ত্তমানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ননীগোপাল মজুমদার।

কমার্সিয়াল সেক্রেটারিয়েট সৌধটী ১৯০৯ সালে নিৰ্ম্মিত। ইহা একটি বৃহৎ মর্য্যাদাপূর্ণ সৌধ। এখানে ভারত-সরকারের কয়েকটি অফিস এখনও আছে। এই বাটীতে একটি কমার্সিয়াল মিউজিয়াম ছিল। বর্ত্তমানে এখানে একটি প্রকাণ্ড কমার্সিয়াল লাইব্রেরী অবস্থিত।

ধলন্দার রেস-কোর্সের দক্ষিণে পুলিস ট্রেনিং কলেজ একটি প্রাচীন বৃত্তাকার একতলা অট্টালিকায় বর্ত্তমান। তাহার পার্শ্বে বৃহৎ প্রাচীন সদর দেওয়ানী আদালত অট্টালিকা। বর্ত্তমানে গোরা-সৈন্যদের হাসপাতাল, তাহার পশ্চিমে ভারত-সরকারের টেলিগ্রাফ বিভাগের বড় কারখানা ও ষ্টোর।

ফোর্ট উইলিয়মে ভারতের সৈন্য বিভাগের প্রধান আড্ডা ছিল। ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত কমাণ্ডার-ইন-চীফ্ এখানে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে ঈষ্টার্ণ কমাণ্ডের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং বাস করেন। এইখান হইতে একটার সময় তোপ পড়িয়া থাকে।

কলিকাতায় রেলওয়ে—

জলযান যেমন বন্দরের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করে তেমনি আধুনিক যুগে রেলওয়েও শহরের উন্নতি করিয়া থাকে। কলিকাতা হইতে ৩টি বড় রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে।

ই, আই, রেল ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন। এই রেলপথেই সমগ্র উত্তর-ভারতে যাইবার প্রধান সহায়।

দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে ও বোম্বাই প্রদেশে বি, এন, রেলের সাহায্যে যাতায়াত করা যায়। এই দুইটি রেলওয়ের যুক্ত ষ্টেশন হাবড়া। হাবড়া ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ষ্টেশন। এইখানে ভারতের সর্ব্বপ্রথম রেল ইঞ্জিনটি (Fairy Queen) রক্ষিত আছে।

ই, আই, রেলের সর্ব্বপ্রথম কারখানা লিলুয়াতে অবস্থিত। ইহার কেন্দ্র-আফিস্ ফেয়ার্লী প্লেসে সুবৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত।

বি, এন, রেলওয়ের প্রধান কেন্দ্র-আফিস্ গার্ডেন রীচে সুরম্য বৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। এখানে গঙ্গার উপর দিয়া ফেরী ষ্টীমারে ওয়াগান সকল এপার হইতে ওপার করা হয়।

ই, বি, রেলওয়ে পূর্ব্ব-ও উত্তর বঙ্গের যাতায়াতের একমাত্র বড় রেলপথ। ইহার কেন্দ্র-অফিস্ কয়লাঘাটায় সুদীর্ঘ ত্রিতল অট্টালিকায় অবস্থিত। পূর্ব্বে এইটি সামরিক একাউণ্ট আফিস ছিল। ই, বি, রেলের প্রধান ষ্টেশন শিয়ালদহ। শহরের পূর্ব্বাংশে। ইহার প্রধান কারখানা কাঁচড়াপাড়ায়। শিয়ালদহ হইতে এই রেলের শাখা ডায়মণ্ডহারবার গিয়াছে। এখানে নদীর ঘাঁটি পাহারার জন্য একটি কেল্লা বর্ত্তমান।

মার্টিন কোং হাওড়া-আমতা লাইট রেল ও হাওড়া শিয়াখালা রেলওয়ে, তেলকল ঘাট হইতে আরম্ভ হইয়া হাবড়া জেলার গ্রামে গ্রামে গিয়াছে। বসিরহাট মার্টিন কোম্পানীর মালিক স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর জন্মভূমি।

ম্যাকলিয়ড কোম্পানীর কালিঘাট-ফল্‌তা লাইট রেলওয়ে মাঝেরহাট হইতে বাহির হইয়া ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিকে ডায়মণ্ডহারবারের নিকট ফল্‌তা গ্রামে গিয়াছে। ফল্‌তা গাঙ্গের উপর। এখানে একটি ফোর্ট বা কেল্লা ১৮৯২ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল; এখন পরিত্যক্ত। এখানে স্যর জগদীশচন্দ্র বসু-মহাশয়ের মায়াপুরী কানন অবস্থিত।

পোর্টট্রাষ্ট্ রেল পোর্ট কমিশনারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। জেটী ও ডকে সমুদ্রগামী জাহাজ হইতে মাল খালাস করিয়া ভারতের চারিদিকে পাঠাইবার জন্য এই রেল পত্তন। এই রেল কলিকাতার উত্তরাংশ কাশীপুর ও চীৎপুর হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে গিয়াছে। তথা হইতে ডকের ভিতর দিয়া গার্ডেন রীচ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। ভারতের সকল রেলের মালগাড়ী গার্ডেন রীচ ও সালিমারেতে wagon ferry steamer দ্বারা, হুগলীর জুবিলী ব্রীজ ও সম্প্রতি বালী-দক্ষিণেশ্বরে স্থিত উইলিংডন ব্রীজের (১৯৩২ সালে নির্ম্মিত) উপর দিয়া রেলপথে আসিয়া কলিকাতার বন্দরে, জেটী ও ডকে আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে করাচী ও বোম্বাই, দক্ষিণে মাদ্রাজ ও রামেশ্বর হইতে মাল বুঝাই হইয়া যে-কোন একটি ওয়াগন কলিকাতার যে-কোন জেটী, গুদামের সামনে আসিতে পারে।

কলিকাতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বড় ইংরেজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৫৭ সালে ২৪শে জানুয়ারী (Act No. II of 1857) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে স্থাপিত হয়। ৭টি সরকারী, ৬টি বেসরকারী কলেজ ও ৭৯টি স্কুল লইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে ইহার পরিধি সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারত এবং ব্রহ্মদেশ ব্যাপী ছিল। আগ্রা, আজমীর, এলাহাবাদ, বেরিলী, বেনারস, ব্রহ্মদেশ, মধ্য-প্রদেশ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নেপাল ও রাজপুতানার

সমগ্র স্কুল কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল শিক্ষাবিস্তারের সহিত বাঙালীর শিক্ষার ও কৃষ্টির প্রভাব এইসব স্থানে প্রসারিত ছিল। এখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থানে আলিগড়, এলাহাবাদ (১৮৮৭), আগ্রা, বেনারস, পঞ্জাব (১৮৮২), লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রেঙ্গুন (১৯২২), পাটনা (১৯১৭) ও ঢাকা (১৯২০) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-ভারতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয়)। বর্ত্তমানে মহীশূর, অন্ধ্র, ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলিতে কর্ণধার (ভাইস্ চ্যান্সলার) রূপে বহু বাঙালী উন্নতিসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

লাহোরে স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদে স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষৌয়ে মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, নাগপুরে স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু, মহীশূরে স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আগ্রায় মিঃ পি. সি. বসু মহাশয় ভাইস্ চ্যান্সেলারের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিনেট হাউস ১৮৭২ সালে ৪,৩৪,৬[illegible] টাকায় নির্ম্মিত হয়। তৎপরে স্যর আশুতোষের যত্নে ও চেষ্টায় উহা ১৯০৯ সাল হইতে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা প্রদানীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় এবং বর্ত্তমানে উহার সুবৃহৎ সৌধগুলি সমস্তই তাঁহার চেষ্টায় হইয়াছে।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং—সিনেট হাউসের পশ্চিমে ৮,০০,০০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচতলা বিশাল সৌধ ১৯০৯ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্যর রামেশ্বর সিংহ ১৯০৮ সালে পুস্তকালয়ের অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য ২,৫০,০০০ প্রদান করেন। তাঁহারই নামে এই সৌধের নামকরণ হইয়াছে। এই বাটী নির্ম্মাণে গভর্ণমেণ্ট ২,০০,০০০ লক্ষ মুদ্রা দান করেন, বক্রী টাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই অট্টালিকায় পুস্তকালয়, ল'কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস, এবং পাঁচতলায় ৭০০ শত ছাত্রের পরীক্ষা দিবার স্থান আছে।

হার্ডিং হোষ্টেলও পাঁচতলা সুবৃহৎ সৌধ। কলুটোলা ষ্ট্রীট হইতে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং পর্য্যন্ত দেড় বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত। জমির মূল্য দেড়লক্ষ ও অট্টালিকার মূল্য ৪ লক্ষ মুদ্রা। গভর্ণমেণ্ট এই অট্টালিকার জন্য তিনলক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। দেড় শত ছাত্র এই বাটীতে বাস করিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানা একটি অস্থায়ী শেডে আছে; শীঘ্রই বাটী নির্ম্মাণ করিবার পরিকল্পনা হইতেছে।

সায়েন্স কলেজ দুইটি; একটি ৯২, আপার সার্কুলার রোডে ১৮ বিঘা জমির উপর। বিশাল অট্টালিকায় ফিজিক্স্ ও ক্যামিষ্ট্রি বিভাগ, ল্যাবরেটরী ও কারখানা অবস্থিত। ইহার সৌধ নির্ম্মাণে অদ্যাবধি ৫,৫০,০০০ ব্যয় হইয়াছে। ১৯১৪ সালে মার্চ্চ মাসে স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি দ্বারা ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

অপরটি ৩৫, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে ২৪ বিঘা জমির উপর, ২টি ত্রিতল ও চারিতল বাটীতে অবস্থিত। এই সৌধটি দাতা স্যর তারকনাথ পালিতের নিজ বসতবাটী ছিল। ইহার মূল্য ৬ লক্ষ মুদ্রা।

আশুতোষ বিল্ডিং—সিনেটের দক্ষিণে সুদৃঢ় সৌধ। স্যর আশুতোষের উদ্যোগে ১৯২২ সালে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। তিন বিঘা জমি সরকারের ৮ লক্ষ মুদ্রায় খরিদ হইয়াছিল। ৩,১৭,৬০৫ লক্ষ মুদ্রায় ১৯২৬ সালে এই দ্বিতল সৌধ নির্ম্মিত হয়। স্যর আশুতোষের মৃত্যুর পরে তাঁহারই নামে এই সৌধ উৎসর্গ করা হয়। ১৯২৭ সালে গভর্ণমেণ্টের ১,৯৫,০০০ টাকায় পরে ত্রিতল নির্ম্মিত হয়। ১৯২৮ সালে চারিতলার পূর্ব্বদিক নির্ম্মিত হয়। ১৯৩৪ সালে ৫৯,০০০ চারিতলার অপরাংশ ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে প্রস্তুত হইতেছে। এই সৌধে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট আর্টস্ বিভাগের কলেজ, বিশাল পুস্তকালয় ও ৮০০ শত ব্যক্তি বসিবার আশুতোষ-হল অবস্থিত।

এই বাটীগুলি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগর হোষ্টেল (কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট), রামমোহন হোষ্টেল (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট), ক্যানিং হোষ্টেল (স্কটস্ লেনে)

রিপণ হোষ্টেল (হ্যারিসন রোডে), সেণ্ট্ জেভিয়ার হোষ্টেল সুবৃহৎ ছাত্রাবাসগুলি প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী—১৮৬৯ সালে ২০ শে জুলাই উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখার্জ্জি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। ১৮৭৪ সালে এই লাইব্রেরীর জন্য ৯,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া ইহা বৃহৎ আকারে পরিণত হইয়াছে। উপস্থিত এক লক্ষের অধিক নানা ভাষা ও নানা বিষয়ের পুস্তক আছে। অধুনা বাংলা ভাষায় বহু পুঁথির সংগ্রহ হইয়াছে। ডাঃ Pischel এবং Dr. Dunn গ্রন্থালয় এখন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীভুক্ত হইয়াছে। ১৯০৯ সালে ল' কলেজের লাইব্রেরী স্থাপিত হয়, ৩৮,৪৪২খানি পুস্তক এখানে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পদগুলি—

(১) ঠাকুর-ল প্রফেসার পদ, ১৮৭০ সালে হইতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রদত্ত বার্ষিক ১২,০০০ টাকা দানে প্রতিষ্ঠিত। উপস্থিত ৯,০০০ টাকা পারিশ্রমিক ধার্য্য আছে। বহু বিখ্যাত ব্যবহারাজীবী এই দানে উপকৃত। বর্ত্তমান বর্ষের অধ্যাপক শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি।

(২) মিণ্টো প্রফেসার—

১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী উপলক্ষ্যে গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক ১২,০০০ দানে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি এই পদে অধিষ্ঠিত।

(৩) জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ প্রফেসার—১৯১১ সালে করোনেশনের সময় দর্শন-শাস্ত্রের জন্য এই অধ্যাপক পদ স্থাপিত। বার্ষিক ১২,০০০ টাকা বেতন ভারত-সরকার প্রদান করেন। বর্ত্তমান অধ্যাপক ডাঃ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৪) হার্ডিং প্রফেসার—১৯১১ সালে অঙ্কশাস্ত্রের জন্য স্থাপিত। বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ। বেতন বার্ষিক ১২,০০০ টাকা।

(৫) কারমাইকেল প্রফেসার—১৯১১ সালে প্রাচীন ইতিহাসের জন্য স্থাপিত, বার্ষিক বেতন ১২,০০০ টাকা। বর্ত্তমানে ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকার অধ্যাপক আছেন।

(৬) আশুতোষ প্রফেসার—১৯২৬ সালে স্থাপিত।

(ক) সংস্কৃত শাস্ত্রের জন্য একজন অধ্যাপক মাসিক ৬০০ হইতে ১০০০৲ বেতন ধার্য্য আছে। বর্ত্তমানে ডাঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(খ) ইসলাম শাস্ত্রের মাসিক ৬০০-৫০-১০০০৲ বেতনে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে অধ্যাপক ডাঃ মহম্মদ সিদ্দিক এই পদে আছেন।

(গ) ইতিহাসের জন্য ৬০০-৫০-১০০০৲ বেতনে একটি অধ্যাপক পদ স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ইহার অধ্যাপক।

(৭) স্যর তারকনাথ পালিত প্রফেসর—১৯১২ সালে স্যর তারকনাথের ১৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা দানের সাহায্যে দুইজন অধ্যাপকের আসন স্থাপিত হয়—একটি পদার্থ অপরটি রসায়ন বিদ্যা। মাহিনা প্রতি অধ্যাপকের মাসিক ১০০০৲ ধার্য্য আছে।

বর্ত্তমানে রসায়নের অধ্যাপক স্যর পি, সি, রায়।

ফিজিক্সের অধ্যাপক ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু। পূর্ব্বে স্যর সি, ভি, রামন ছিলেন।

(৮) স্যর রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসর—স্যর রাসবিহারী ঘোষ ১৯১৩ সালে ১০,০০,০০০৲ ও ১৯১৯ সালে ১১,৪৩,০০০ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই দানের সাহায্যে নিম্নলিখিত মাসিক ৬০০৲ টাকা মাহিনায় অধ্যাপকের পদগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

(ক) Applied Mathematics—অধ্যাপক ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন

(খ) ফিজিক্স—

(গ) রসায়ন—অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

(ঘ) বোটানি—ডাঃ আগর কার

(ঙ) Applied Chemistry—ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন।

(চ) Applied Physics—ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

(৯) খয়রা প্রফেসরশিপ্—খয়রার রাজা গুরুপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের দানে নিম্নলিখিত অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক প্রফেসরের অন্যূন ৫০০ শত টাকা মাসিক মাহিনা ধার্য্য আছে।

(ক) রাণী বাগেশ্বরী সুকুমার শিল্পের অধ্যাপক—ডাঃ সাহীদ সুরাবর্দ্দী।

(খ) গুরুপ্রসাদ ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) গুরুপ্রসাদ পদার্থবিদ্যা—ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র

(ঘ) " রসায়ন—ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

(চ) " কৃষিবিদ্যা—

(১০) রামতনু লাহিড়ী প্রফেসর—রামতনু লাহিড়ীর প্রদত্ত অর্থে প্রথম প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই সঞ্চিত অর্থে ৭০০—৫০—১০০০ টাকা মাসিক মাহিনায় বাংলা ভাষার অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত হইল। বর্ত্তমানে রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ইহার অধ্যাপক।

(১১) বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক বার্ষিক ৫,০০০৲ পারিশ্রমিকে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক অধ্যাপক আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বৃত্তি ও পদক দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে উৎসাহিত করা হয়। তাহার মধ্যে প্রধান।

(১) প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ৲—১৮৬৬ সালে দাতা ২৫০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, তাহার আয় হইতে ১০,০০০ টাকা প্রতি বৎসর এম-এ পরীক্ষার উৎকৃষ্ট একটি ছাত্রকে দেওয়া হইত। উপস্থিত বার্ষিক ২,৪০০৲ টাকা করিয়া চারিটি ছাত্রকে দেওয়া হয়।

(২) কমলা লেকচারশিপ—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ৪০,০০০৲ প্রদানে ইহা স্থাপনা করিয়াছেন। লেকচারার ১০০০৲ নগদ ও স্বর্ণ পদক পাইবেন। ইংরেজী বা বাংলায় বক্তৃতা দিতে হইবে। ডাঃ আনি বেসেণ্ট, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিসেস্ সরোজিনী নাইডু, স্যর শিবস্বামী আয়ার, ডাঃ পরাঞ্জেপ ও গঙ্গানারাণ ঝা প্রমুখ ভারতের প্রধান মনীষীরা ইহার লেকচারার হইয়াছেন।

(৩) জগত্তারিণী পদক—বঙ্গ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর যাঁহারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পান নাই তাঁহাদের দুই শত টাকা মূল্যের স্বর্ণপদক প্রদান করা হইবে। এই মর্ম্মে স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি স্বয়ং ৩০০০ টাকা প্রদান করিয়া ইহা স্থাপন করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিকরা এ-পর্য্যন্ত এই পদক পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৯২১), শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২৩), অমৃতলাল বসু (১৯২৫), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৯২৭), কামিনী রায় (১৯২৯), ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৩১), শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩) সালে এই পদক পাইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী ভাইস্-চ্যান্সেলর হইয়াছিলেন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎপরে স্যর আশুতোষ একাধিক্রমে ৮ বৎসর ও আরও দুই বৎসর ছিলেন। স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্যর নীলরতন সরকার, স্যর যদুনাথ সরকার ও স্যর ভূপেন্দ্রনাথ বসু অন্যতম বাঙালী ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। স্যর হাসান সুরাবর্দ্দী প্রথম মুসলমান ভাইস্-চান্সেলার। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৬৯টি কলেজ ও ১৯৩৫টি স্কুল আছে।

১৯৩৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১২,৬৮৭ ছাত্র ও ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাঙালীর প্রধান সাহিত্য-সাধনার প্রতিষ্ঠান। বাঙালীর একটি গৌরবের অনুষ্ঠান। ইংরেজী ১৮৯৪ সালের ২৯শে এপ্রিল শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে ত্রিশটি সাহিত্যানুরাগী মহোদয় লইয়া উহা স্থাপিত হয়। পরে ১৩৪০ সালের ৮ই শ্রাবণ বর্ত্তমান আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত ইহার প্রথম সভাপতি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সারদাচরণ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

১৩৪১ সালে পরিষদের সভ্যসংখ্যা ১১১১ হইয়াছিল।

(ইহার ভিতর ১০ জন আজীবন সভ্য, ৭জন বিশিষ্ট সভ্য, ৯জন অধ্যাপক সভ্যও আছেন)।

পুঁথিশালায় অতি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগৃহীত আছে। মোট পুঁথির সংখ্যা ৫২০৪ (বাংলা—৩১১১, সংস্কৃত—৮২৭, তিব্বতী—২৪৪, ফার্সী—১২, আসামীয়া—৩, উড়িয়া—৪, হিন্দী—২, চীনা—১) এখানে টীবেটান টোঙ্গুর পুঁথি—১০০০ সংখ্যক আছে।

চিত্রশালাতে প্রায় ১৪০ জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের তৈলচিত্র ও আলেখ্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আবক্ষ মৃত্তিকা-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

গ্রন্থাগারে ৩৮,২৭৪খানি পুস্তক আছে। বিশাল গ্রন্থাগার পরিষদের যত্নে ও নানা পরিষদ-বন্ধুর দানে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২২৫০
রমেশচন্দ্র দত্ত	৭৩২
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব	৭৬৪

জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী, সুকুমার হালদার মহাশয়দের গ্রন্থাগার ও পুস্তকদ্বারা পরিষদ্-গ্রন্থাগার পরিপুষ্ট।

পরিষদ হইতে 'সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাংলা ভাষায় বহু তথ্যপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়।

পরিষদ-মন্দির মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রদত্ত ভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের দ্বিতল লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রাওর অর্থে নির্ম্মিত। ইহার পর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আরও সাত কাঠা জমি দান করেন, তাহার উপর প্রায় ৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে রমেশ-ভবন নির্ম্মিত। পরিষদের প্রথম ন্যস-রক্ষক (Trustee) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, সারদাচরণ মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের সভাপতি স্যর পি, সি, রায় এবং সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্

বর্ত্তমান মিউজিয়ম্ প্রতিষ্ঠা হইবার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আশ্চর্য্য ও কৌতুকাবহ দ্রব্য সকল সংগৃহীত হয় এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটী অব্ বেঙ্গলের কর্ত্তৃকপক্ষের তত্বাবধানে সেগুলি রক্ষিত হয়। তৎপরে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি বাটী প্রস্তুত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মিউজিয়মটি প্রতিষ্ঠার কথা ১৮১৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী স্থির হয়। ডাক্তার ওয়ালিচ্ (Dr. Nathienal Wallich) নামক একজন দিনেমার উদ্ভিদবেত্তার যত্নেই উহার কার্য্য আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার মূল্যবান সংগ্রহ সমস্তই প্রদান করেন এবং নিজে অবৈতনিক অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতে থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাকেই মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। যাদুঘরের দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ-কার্য্যে দেশীয় লোকেদের মধ্যে রামকমল সেন মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে একটি আইন দ্বারা ইহা গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি-ভুক্ত করা হয়। বর্ত্তমান বাড়ীটি ১৮৭৫ সালে নির্ম্মিত হইয়া সাধারণের জন্য খোলা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের ইহা একটি গবেষণা-মন্দির। ইহা কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মিউজিয়মে প্রত্নতাত্বিক বিভাগ প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান সংগ্রহ। ৫,০০০ হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার মহেঞ্জোদাড়োয় আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির নিদর্শন আছে। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পিপরাউ স্তূপের (relic box) ভূরুট স্তূপের রেলিং, সারনাথ অশোক স্তম্ভের চূড়া, মুসলমান যুগের আরববাসী ও পারসীক কর্ত্তৃক খোদিত প্রস্তর, নাদির শা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত জহরতাদি সংগৃহীত আছে।

কলা বিভাগ—ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত তিব্বতীয় পতাকা, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মসলীন চাপকান, ব্রহ্মদেশের রাজা থিবোর অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় কাষ্ঠসিংহাসন, মানুষের

উরুর হাড় হইতে নির্ম্মিত মালা ; চিত্রশালায় ভারতের নানা সময়ের চিত্র নিপুণতার নানা নিদর্শন আছে।

ভূতত্ত্ব বিভাগ—বিশ হাজার বৎসরের প্রস্তরে পরিণত বৃক্ষগুঁড়ি। উহা আসানসোল কয়লার খনি হইতে আনীত। নানা কঙ্কাল ও প্রস্তরের নমুনা সংগৃহীত আছে।

শিল্প বিভাগ—ভারতীয় গাছ-গাছড়া হইতে প্রস্তুত বহু রকমের দ্রব্য সজ্জিত আছে। চা ও ধানের অসংখ্য নমুনা আছে। ভারতজাত নানা শিল্পের নিদর্শন, প্রাচীন অস্ত্র, বেশভূষা, মানব-আকৃতি, গহনা, বাদ্যযন্ত্র, নিত্যব্যবহারের দ্রব্যাদি সংগৃহীত আছে।

নানা প্রকার জন্তু, জানোয়ার, পশু, পক্ষী, প্রজাপতি প্রভৃতির খোলস পরিস্কৃত করিয়া যথাযথ স্বরূপ দেখাইবার জন্য সযত্নে রক্ষিত আছে।

রমেশ-ভবন

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ-সংলগ্ন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রদত্ত জমিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত। ইহা সম্পূর্ণ বাঙালীর দ্বারা গঠিত। এখানে বহু প্রাচীন শিল্প-কলার নিদর্শন সংরক্ষিত।

এখানে গান্ধার, কুশান, মগধ ও বাংলার নানা পদ্ধতির অনেক উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি সংগৃহীত আছে। মাটির দেশ বাংলায় এরূপ শিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ পাথরের মূর্ত্তি ইত্যাদি দেখিলে প্রত্যেক বাঙালীর প্রাণ গৌরবে ভরিয়া উঠে। Mr. W. M. Rothenstein (President of the Indian Society of Arts) বলেন যেন এই সব মূর্ত্তি একেবারেই দুষ্প্রাপ্য ও অতুলনীয় (impossible to match)। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি সংগৃহীত আছে। বিদ্যাসাগরের লিখিবার টেবিল ; রাজা রামমোহন রায়ের কেশ-গুচ্ছ ও পাগড়ী ; বঙ্কিমচন্দ্রের দোয়াত ; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জামা ; স্বর্ণকুমারী, কামিনী রায়, গিরিন্দ্রমোহিনী দেবীর দোয়াতদানি, সত্যেন ঠাকুর ও বিপিন পালের চশমা সংগৃহীত আছে। রবীন্দ্র-সংগ্রহ আগারে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের আলেখ্য, পুস্তক ও কবিতার পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত ঝরণা কলম, চশমা ইত্যাদি সজ্জিত আছে। রবীন্দ্র-সংগ্রহের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আরও সংগ্রহ করিতেছেন। স্যর পি, সি, রায়ের জয়ন্তীতে প্রাপ্ত উপঢৌকন ও এ-যাবৎ যাহা উপহার পাইয়াছেন সমস্তই এক আধারে সংগৃহীত আছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক-দের ১১২খানি চিত্র সংগৃহীত আছে। এই রমেশ-ভবনের সম্মুখভাগ প্রস্তরমণ্ডিত। ৪৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত। তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ১৯১১ সালে ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। স্থানাভাব বশতঃ দ্বিতল গঠনের সূত্রপাত হইয়াছে।

মাদ্রাসা—ইংরেজী আদর্শে গঠিত পুরাতন বিদ্যালয়ের মধ্যে মাদ্রাসাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হেষ্টিংসের চেষ্টায় আরবী ও পারসী ভাষা এবং মুসলমান আইন-শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৭৮০-৮১ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহার জন্য ৩,০০,০০০৲ টাকা দান করেন, আবার হেষ্টিংসের নিজ ব্যয়ে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াও কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ইহার বর্ত্তমান ভবন ১৮২০ সালে নির্ম্মিত হয়। ১৮২৯ হইতে ইংরেজী বিভাগ খোলা হয়। ইহা ২১, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে এক বৃহৎ দিঘীর উত্তরে অবস্থিত।

ফ্রি স্কুল—খ্রীষ্টান্ বালক-বালিকাদের জন্য ইহা ১৭৯৫ সালে জানবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওল্ড ক্যালকাটা চ্যারিটি এবং ফ্রি স্কুল্ সোসাইটী তহবিলের তিন লক্ষ টাকায় ইহা নির্ম্মিত হয়। পুরাতন বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়ার পর ১৮৫৪ সালে উহার বর্ত্তমান বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশ্যন্—১৮৩০ সালের ১৩ই জুলাই মাত্র ৫টি বালক লইয়া চন্দননগরের ফিরিঙ্গী কমল বসুর আপার চিৎপুর রোডের বাটীতে ডাক্তার ডফ্ (Dr. Alexander Duff) কর্ত্তৃক উহা স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ সালের ২৩শে বা ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইহার বর্ত্তমান বাটীর ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং পর বৎসর এই বাটীতে ইহা উঠিয়া আসে। তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল

সাত শতেরও অধিক। ১৮৪৪ সালে অস্থায়ীভাবে ইহা বন্ধ হয় এবং ১৮৪৬ সালে পুনরায় খোলা হয়। পরে ১৯০৮ সালে ইহারই নাম হয় স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। ইহা ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন ও ডফ্ কলেজের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা এখন হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্বে অবস্থিত।

ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন্—ডাক্তার ডফের চেষ্টায় ১৮৪৩ সালে নিমতলা একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ইহা স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ সালে নূতন বাটীতে উঠিয়া আসে এবং ১৯০৮ সালে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে পরিণত হয়। ইহার বিশাল হর্ম্ম্য পুলিস অফিস ও জোড়াবাগান পুলিস কোর্ট রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ইহা ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের আদালত-বাটীতে যাইবে।

সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজ—

সংস্কৃত কলেজ

পার্ক ষ্ট্রীটে এই কলেজটি ১৮৬০ সালে খোলা হয়, তখন

উহার নাম ছিল সেণ্ট্ জন্স্ কলেজ। ১৮৪৪ সালে ডাক্তার বারু (Rev. Dr. Barew) ৪০,০০০্ টাকা মূল্যে কলেজের বর্ত্তমান বাড়ীটি খরিদ করিয়াছিলেন। এই কলেজ কলিকাতার একটি প্রাচীন উৎকৃষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রদানের

লা মার্টিনার কলেজ

প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞান শিক্ষায় এই কলেজ সর্ব্বাগ্রণী। ইহার সৌধাবলী বিশাল ও সুন্দর। ইহার গ্রন্থাগারে প্রায় ২৭,০০০ পুস্তক আছে। ইহার Goethals, Indian Library বহুপ্রাচীন। ইহাতে পর্ত্তুগীজ ও ডাচ্ আধিপত্যসময়ের বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে।

সংস্কৃত কলেজ—১৮২৪ সালে লর্ড আমহার্ষ্টের সময় ইহা স্থাপিত হয়। তখন ইহার জন্য বাৎসরিক ব্যয় ছিল ৩০,০০০্ টাকা। ইহা গোলদীঘির উত্তরে অবস্থিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশ ন্যায়রত্ন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাতে বহু সংস্কৃত মূল্যবান পুঁথি সংগৃহীত আছে।

লা মার্টিনার কলেজ—জেনারেল ক্লড মার্টিনের (General Claude Martin)

দান-পত্রের সর্ত্তানুসারে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ টাকা স্কুল পরিচালন ও দেড় লক্ষ টাকা গৃহনির্ম্মাণ) ব্যয়ে ১৮৬৬ সালের ১লা মার্চ্চ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দাতার অভিপ্রায় অনুসারেই এই নামকরণ হইয়াছিল। এখানে ছাত্র ও ছাত্রীগণের আহার ও শিক্ষার ব্যয় লাগে না। স্যর পল চাটার পরে এগার লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার দুইটি বৃহৎ সৌধ লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত।

বেথুন কলেজ
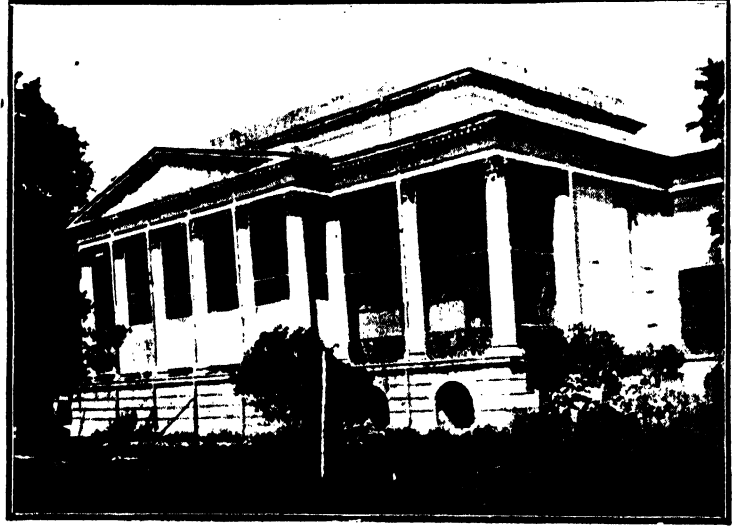
প্রেসিডেন্সী কলেজ—১৮৫৫ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা এই কলেজটি খোলা হয় এবং পূর্ব্বের হিন্দু কলেজ বা মহাবিদ্যালয়টি ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কলিকাতার যুবকদের উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী আপার চিৎপুর রোডের গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটীতে উঠিয়া যায়। তৎপরে প্রায় ১,৭০,০০০্ টাকা ব্যয়ে ইহার জন্য নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হয়। প্রাচীন হিন্দু কলেজটি ও তাহার অর্থভাণ্ডার নামান্তরিত ও স্থানান্তরিত হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না। পূর্ব্বে যে বাটীতে হিন্দু কলেজ ছিল, পরে তাহাতেই হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ সালে স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের দ্বারা বর্ত্তমান বাটীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহাই বর্ত্তমানে উচ্চ শিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান। ইহার গ্রন্থাগারে ৪৫ হাজার পুস্তক আছে।

(৫) **বেথুন কলেজ**—১৮৪৯ সালের নভেম্বর মাসে বেথুন সাহেব (J. E. Drinkwater Bethune) দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেপুটী গভর্ণর স্যর জন্ লিটলার (Honble Sir John Littler) কর্ত্তৃক মহাধূমধামের সহিত ইহার ভিত্তি-প্রস্তর সংস্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই শিক্ষামন্দিরের বাটী-নির্ম্মাণের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ মহোদয়গণ ইহার প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ইহাই প্রথম বিদ্যালয়। এখানকার প্রথম ছাত্রীদ্বয়ের নাম ভুবনমালা ও কুন্দমালা। ইঁহারা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা। ইহা ১৮১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে হেদুয়ার পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমতী তটিনী দাস।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—ইহা কলিকাতার রাজকীয় সাধারণ গ্রন্থাগার। স্যর চার্লস্ মেট্‌কাফের স্মৃতিরক্ষার্থ কয়লাঘাটের মেট্‌কাফ হলে ইহা অবস্থিত ছিল। ইহা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ১৮৩৫ সালের আগষ্ট মাসে এক সাধারণ সভার দ্বারা কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা স্থির হয়। পর বৎসর কতকগুলি ব্যক্তির প্রদত্ত উপহার-পুস্তক ও গভর্ণমেণ্টের 'ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ হইতে প্রদত্ত প্রায় ৪,৫০০খানি মূল্যবান গ্রন্থ লইয়া ষ্ট্রঙ্গ সাহেবের বাটীর

নিম্নতলে ১৮৪১ সালে উহার কার্য্য আরম্ভ হয়। সাধারণের চাঁদায়, এবং এগ্রিকালচারল্ ও হর্টিকালচারল সোসাইটী ও কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর তহবিল টাকায় ১৮৪৪ সালে মেট্‌কাফ্ হল নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে কার্জ্জন পার্কের উত্তরে ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী অবস্থিত।

আর্ট স্কুল—ইহা Society for the Promotion of Industrial Art দ্বারা ১৮৫৪ সালে ৩৬৫ আপার চিৎপুর রোডে স্থাপিত। পরে কলুটোলা ষ্ট্রীট, ১৮৫৯ সালে শিয়ালদহে এবং ইহা ১৮৬৪ হইতে ১৮৯৩ পর্য্যন্ত বৌবাজারে অবস্থিত ছিল। মঁসিয়ে রিগাঁ (Mons. Rigaud) নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক ইহার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ সালে গভর্ণমেণ্ট উহার ভার গ্রহণ করেন। উপস্থিত ২৮ চৌরঙ্গী রোডে মিউজিয়ামের পার্শ্বে বিশাল বাটীতে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন।

হেয়ার স্কুল

সেনেট্ হাউস্
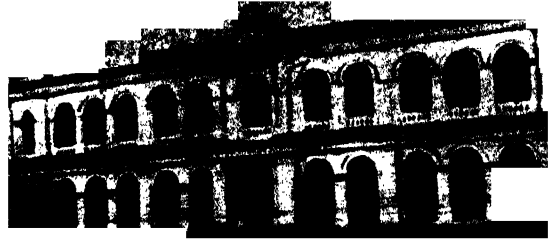
সেনেট হাউস্—১৮৭৩ সালে এই বাটী ৪,৩৪,৬০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহার ভিতরের হলটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ ফিট এবং প্রস্থে ৬০ ফিট। এই হলের মধ্যে বহু মহাত্মার অর্দ্ধাবয়ব প্রস্তরমূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি সজ্জিত আছে। সোপানশ্রেণীর উপর বারান্দায় যে প্রস্তরমূর্ত্তি আছে উহা 'ল' লেকচারার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। হলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও স্যর গুরুদাস ব্যানার্জ্জীর আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি; রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর তারকনাথ পালিত, স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জী ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ দানশীল ব্যক্তিদের পূর্ণাবয়ব তৈল-চিত্র রক্ষিত আছে। এখানে ১,৫০০ ছাত্রের পরীক্ষা দিবার স্থান আছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ ও সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর চিত্র আছে।

হেয়ার স্কুল—হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর হেয়ার সাহেবের ঐকান্তিক যত্নে শহরের নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য "স্কুল সোসাইটী" নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটীর চেষ্টায় কলিকাতায় কতিপয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৩ সালে সোসাইটীর এই আদর্শ বিদ্যালয়টি হেয়ার সাহেবের পবিত্র নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে

হেয়ার সাহেবের এক পূর্ণাঙ্গ মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

সায়ান্স কলেজ—৯২ আপার সার্কুলার রোডের উপর বিজ্ঞান-গবেষণা কলেজটি মহামতি দানশীল স্যর রাসবিহারী ঘোষ (সাড়ে বাইশ লক্ষ) ও স্যর তারকনাথ পালিত মহাশয়ের (১৯ লক্ষ টাকা) প্রদত্ত অর্থে বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মুখে উক্ত মনীষীদ্বয়ের প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বাটীর ভিত্তি স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী ১৯১৪ সালে ২৭শে মার্চ্চ স্থাপন করেন। নির্ম্মাণ-ব্যয় ৫,৩০,০০০ টাকা। ইহার একটি অংশ স্যর পি, সি, রায় Annexe নামে ১৯৩২ সালে অভিহিত হয়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেখানে নির্ম্মিত, পূর্ব্বে সেখানে হরিণবাড়ী জেলখানা ছিল। ১৯০৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তদানীন্তন যুবরাজ বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। কলিকাতার বিখ্যাত নির্ম্মাতা ও স্থপতি-সঙ্ঘ মার্টিন কোম্পানী (যাহার কর্ণধার স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) এই সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি ৭৬ লক্ষ টাকা ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে। ইহার চতুষ্কোণে ৪টি গম্বুজ এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে।

যোধপুর রাজ্যের মাকরানা মার্ব্বেল দ্বারা ঐ সৌধ নির্ম্মিত। ইহার সাজসজ্জা বা কারুকার্য্য প্রভৃতি ইটালীয় মার্ব্বেলে গঠিত হইয়াছে। সৌধের শীর্ষদেশে ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিটি ১৬ ফিট উচ্চ ও তিন টন ভারি। প্রধান গম্বুজ জমি হইতে ১৮২ ফিট উচ্চ। সমগ্র সৌধটি ৩৩৯ ফিট দৈর্ঘ্যে ও ২২৮ ফিট প্রস্থে। ইহার প্রাঙ্গণের উত্তর দরজার সামনে এই সৌধের পরিকল্পনাকারী লর্ড কার্জ্জন সাহেবের বৃহৎ ও সুদৃশ্য মর্ম্মর-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বৃহৎ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি স্থাপিত। উদ্যানের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের বৃহৎ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি একটি বিশাল দ্বার খিলানের উপর স্থাপিত।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সৌধের ভিতর সম্রাট এডওয়ার্ড, সাম্রাজ্ঞী আলেকজাণ্ড্রা, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরী, লর্ড ক্লাইভ, লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রমুখ ব্যক্তির নানা মর্ম্মর-মূর্ত্তি শোভিত। ইহার চিত্রশালায় বহু ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ, বিখ্যাত ইংরেজ ও ভারতীয় মহারথীদের তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। সপ্তম এডওয়ার্ডের ১৮৬৭ সালের জয়পুর ভ্রমণের চিত্রটি অতি বৃহৎ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্যবহৃত পিয়ানো ও লিখিবার মেজটি রক্ষিত আছে। অনেক ঐতিহাসিক কাগজপত্র দলিল ও ছবি রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান

বেঙ্গল ক্লাব

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল

ইডেন গার্ডেন, চৌরঙ্গী

জেনারেল পোষ্ট অফিস
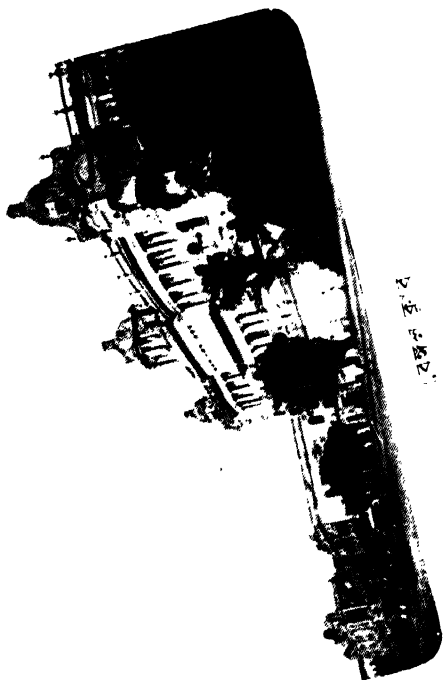
প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

মানমন্দির বা অবজারভেটরী—ইহা আলিপুর চিড়িয়াখানার পূর্ব্বে অবস্থিত। ১৮৬৪ সালের ঝড়ের পরে ইহা স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ সাল হইতে মিঃ ব্লাণ্ডফোর্ড ইহার কার্য্য নিয়মিতভাবে আরম্ভ করেন। ১৮৬৭ সাল হইতে আবহাওয়ার নিত্য গতি ও মাপাদি প্রকাশিত হয়। ইহার শক্তিশালী টেলিস্কোপ-সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি প্রত্যক্ষ করা যায়। নানা যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর গতি, উত্তাপের প্রকোপ, আবহাওয়ার চাপ ও গতি নির্দ্ধারিত হয়। এখানেই সূর্য্যের বিষুব রেখা (Meridian) পরিভ্রমণ লক্ষ্য করিয়া কেল্লার টাইমবল পড়ে। তাহা লক্ষ্য করিয়া কেল্লা হইতে ১টার সময় তোপ গর্জ্জন হয়। তাহা শ্রবণ করিয়া কলিকাতাবাসীরা ঘড়ির সময় নির্দ্ধারণ করেন।

বিদ্যাসাগর কলেজ—এই বিদ্যায়তনটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত কলেজ এইটিই প্রথম। ৩৯, শঙ্কর ঘোষ লেনে অবস্থিত। কয়েক বৎসর এই কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্রী বিভাগ খুলিয়াছেন। পৃথক বাড়ীতে ছাত্রীদের শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্যর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি এই কলেজে প্রথম শিক্ষাদান-ব্রত আরম্ভ করেন। ইহার ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ১৬০০।

সিটি কলেজ—১০২-১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নবনির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। এই বাড়ী প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে গোলদীঘির দক্ষিণে সিটি স্কুল নামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই স্কুল পরে ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপন কর্ত্তৃক কলেজরূপে উদ্বোধিত হয়। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

রিপন কলেজ—১৮৮০ সালে প্রেসিডেন্সী স্কুল রূপে ইহা স্থাপিত। পরে স্যর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক ইহা কলেজে পরিণত হয়। তিনি এই কলেজের পরিচালনভার নিজ হস্তে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। যখন স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ইহার অধ্যক্ষ, তখন এই কলেজ কলিকাতার এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনে পরিণত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার হ্যারিসন রোডের নিজ বাটী ১৯১৪ সালে নির্ম্মিত হয়।

বঙ্গবাসী কলেজ—২৮, স্কট লেনে নিজ বাটীতে ১৮৮৬ সালে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু দ্বারা স্কুল রূপে স্থাপিত। ইহা ১৮৮৭ সালে কলেজে পরিণত হয়। ৪৭ বৎসর ধরিয়া প্রিন্সিপাল গিরীশ বসুর নিজ পরিচালনায় ও কর্তৃত্বাধীনে এই কলেজ চলিতেছে। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের মধ্যে ইহার ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সেণ্ট্ পল ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ—৩৩-১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বৃহৎ ক্ষেত্রে ও সুবৃহৎ হর্ম্ম্যে এই কলেজ বর্ত্তমানে অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গণে বিখ্যাত লং সাহেবের গীর্জ্জা এখনও বর্ত্তমান আছে। ১৮৬৫ সালে ২২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে ইহা মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত।

আশুতোষ কলেজ—রসারোড সাউথ ভবানীপুরে অবস্থিত। ১৯১৬ সালে ভবানীপুরে প্রাচীন এল, এম, এস কলেজ (১নং রসা রোড) উঠিয়া যাওয়াতে স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি দ্বারা সাউথ সুবারবন কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সালে আশুতোষের মৃত্যুর পর আশুতোষ কলেজ নামে অভিহিত হয়। ইহা দক্ষিণ কলিকাতার একটি শ্রেষ্ঠ কলেজ। তিন বৎসর হইল ছাত্রীদের পৃথক সময়ে পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে। ২৪০ ছাত্রী ও ৭৫০ ছাত্র বর্ত্তমানে পড়িতেছে। হাজরা পার্কের উত্তরে করপোরেশনের জমিতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার বিশাল বাটী নির্ম্মিত হইতেছে।

ইসলামিয়া কলেজ—ইহা ৮, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে অবস্থিত। ১৯২৬ সালে গভর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষাদানের জন্য ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বাটী সুদৃশ্য ও প্রাচ্য স্থপতির এক নিদর্শন।

মহিলা বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান

লরেটো হাউস—ইহা ৭ মিডলটন রোডে অবস্থিত। ১৮৪২ সালে সিষ্টার লরেটোর দ্বারা ইংরেজ মহিলাদের উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য স্থাপিত হয়। এখানে কেম্ব্রিজ

লরেটো হাউস্

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারায় শিক্ষা প্রদান হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ১৮৮৯ সাল হইতে সংশ্লিষ্ট। বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় বাঙালী রমণীও এখানে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

ডায়োসিসন কলেজ—ইহা ৪৭, এলগিন রোডে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্থাপিত। ১৯০৭ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ভারতীয় রমণীদের উচ্চ শিক্ষা দিবার উচ্চাঙ্গের প্রতিষ্ঠান। এখানে বি, টি, পড়ান হয়।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশ্যন—ইহা ৭৮, আপার সার্কুলার রোডে 'কমল কুটীর' গৃহে (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের আবাসবাটীতে) অবস্থিত। ইহা প্রথমে বালিকা বিদ্যালয় রূপে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা ১৮৭১ সালে স্থাপিত। কেশব সেনের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী এই সম্পত্তি উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩২ সাল হইতে ইহা বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক কলেজে পরিণত হইয়াছে।

গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল ও কলেজ—১৯২০ সালে মিসেস পি, কে, রায় কর্ত্তৃক ভবানীপুরে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। ১৯২৯ সাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২।১, হরিশ মুখার্জ্জি রোডে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নবনির্ম্মিত সুরম্য অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে সিনিয়র কেম্ব্রিজ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। মিস্ রাণী ঘোষ, এম-এ, ইহার প্রিন্সিপাল।

বেলতলা গার্লস্ স্কুল ও কলেজ—২০।১, শ্যামানন্দ রোডে নিজ বাটীতে অবস্থিত। ৮০০ শত ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। কলিকাতার অন্য কোন বালিকা বিদ্যালয়ে এত ছাত্রী অধ্যয়ন করে না। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। আই-এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ১৯২০ সালে জুলাই মাসে স্থাপিত। ১৯২৭ সালে লেডী যাদুমণি মুখার্জ্জির দ্বারা নবগৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন—২৯৪।১, আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত। করপোরেশন-প্রদত্ত এক বিঘা জমির উপর ৬২,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার নব-গৃহ ১৯৩৩ সালে নির্ম্মিত। মহীয়সী মহিলা হরিমতি দত্ত বিধবাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ৩,৫০০০টাকা দান করিয়াছিলেন। এখানে ৫০টি

হিন্দু বিধবাকে বিনা খরচায় রাখিয়া জীবিকা অর্জ্জন উপযোগী শিল্প ও ট্রেনিং শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠান ১৯২২ সালে স্থাপিত ও নারীশিক্ষা সমিতির দ্বারা পরিচালিত। সমিতির এই বিধবা আশ্রম ব্যতীত নারীদের শিল্প শিক্ষাদান জন্য মহিলা শিল্প ভবন ও পল্লীতে আরও ৪০টি বিদ্যালয় পরিচালন করিয়া থাকেন। লেডী অবলা বসু এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা। এই সমিতির উদ্যোগে বাংলায় নারী দ্বারা পরিচালিত "নারী সমবায় ভাণ্ডার" নামে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত একটি সমবায় দোকান খুলিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্প আশ্রম—এই আশ্রমটি বালীগঞ্জে ৫৩।২ হাজরা রোডের চৌ-মাথায় প্রায় তুই বিঘা জমির উপর অবস্থিত। বাংলার সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী দ্বারা ১৯০৬ সালে স্থাপিত। এখানে বিধবাদের শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ইহার সভানেত্রী।

গোবিন্দকুমার হোম—অপ্রাপ্তবয়স্কা পতিতা ও নিগৃহীতা নারীদের উদ্ধার করিয়া তাহাদের সৎপথে রাখিয়া জীবিকার্জ্জন ও চরিত্র-গঠন শিক্ষা ও আশ্রয় দান নিমিত্ত ১৯২৬ সালে স্থাপিত। পানিহাটীতে এই আশ্রম বাটী অবস্থিত। কলিকাতার লর্ড বিশপ ইহার কর্ণধার।

সরোজনলিনী এসোসিয়েসন্—১৯২৫ সালে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, I. C. S. মহাশয়ের স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত। ইহা ৬০-বি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত। মহিলাদের শিল্প শিক্ষা প্রদান এবং মহিলাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এই সমিতি স্থাপিত এবং সমগ্র বঙ্গ ও ভারতব্যাপিয়া ইহার প্রভাবে বহু মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতায় টালা, শ্যামপুকুর, রাজবালা, ল্যান্সডাউন, লেক, বহুবাজার, কসবা ও ঢাকুরিয়ায় মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

"বঙ্গলক্ষ্মী" নামে একখানি মহিলাদের উপযোগী মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে দশ বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমতী হেমলতা দেবী ইহার সম্পাদিকা।

ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়——২৯৫, আপার সার্কুলার রোডে সুবৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। প্রধানতঃ চিত্তরঞ্জন দাশের অর্থে ইহার পিতৃনামে নব-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সংলগ্ন মেরী কার্পেনটার হল ও ছাত্রী-আবাস আছে। কলিকাতার মধ্যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উচ্চ ইংরেজী বালিকাবিদ্যালয়। ইহা ১৮৯০ সালে স্থাপিত। ইহার ছাত্রীসংখ্যা ৪১২ জন।

সাওকাত মেমোরিয়াল গার্ল স্কুল—মুসলমান বালিকাদের একটি প্রধান শিক্ষা-নিকেতন। ১৬৮, লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত। ১৯২৩ সালে স্থাপিত। ছাত্রী সংখ্যা ১১১ জন।

স্যর রমেশ গার্ল স্কুল—১৫, যোগেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর। ১৮৯৪ সালে স্থাপিত। বর্ত্তমানে ইহা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৩১ সালে নব-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাত্রীসংখ্যা ২২৫টি। প্রথম বাঙ্গালী চীফ্ জাষ্টিস্ স্যর রমেশচন্দ্রের স্মৃতিকল্পে এই বিদ্যালয় স্থাপিত। প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস আর. পি. ঘোষ, বি-টী।

কলিকাতার প্রধান প্রধান বালিকাবিদ্যালয়

মহাকালী পাঠশালা—সুকীয়া ষ্ট্রীট

বীণাপাণি পর্দ্দা হাই স্কুল—১৫, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বীণাপাণি বসু, বি-টি।

ইউনাইটেড মিশনারী হাই স্কুল—৩, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড। স্থাপিত ১৮৭৯।

দেশবন্ধু হাই স্কুল—১১১।১, রসারোড। প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস ইলা সেন, এম-এ

রাজবালা গার্লস্ হাই স্কুল—২২।১, চক্রবেড়িয়া রোড।

মনোরমা গার্ল হাই স্কুল—৫৫, ল্যান্সডাউন রোড, প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী হৃদয়বালা দেবী, এম-এ

কমলা গার্ল হাই স্কুল—২৩৭, রাসবিহারী এভেনিউ, প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ শোভা সেন।

স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি হাই স্কুল—৯৩, আপার সার্কুলার রোড।

লেক গার্লস স্কুল—৪৩৩, রাসবিহারী এভেনিউ, প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ সুষমা সেনগুপ্ত, এম-এ।

নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান—১৪, আর্ল ষ্ট্রীট—বয়স্কা ও কুলবধূদিগের শিক্ষালয়। প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সুবর্ণবালা পুরকায়স্থ, এম-এ।

ভারত স্ত্রীশিক্ষা সদন—১৫৯।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী।

কলিকাতায় নারী-শিক্ষার হিসাব—

কলিকাতার নারী বিদ্যালয়		ছাত্রী সংখ্যা
কলেজ	৯	৮৪৪
ট্রেনিং কলেজ	১	৪০
হাই স্কুল	৪০	৭,৭২৩
মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়	১৩	২,০৮৪
ট্রেনিং স্কুল	৮	১,৪১০
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল	৬	৪২৩
মেডিক্যাল কলেজ		১৬
মেডিক্যাল স্কুল		২৮
বিকলাঙ্গ বিদ্যালয়	৭	৫০০
প্রাইমারী স্কুল	১৩৯	১৬,৯০৫

কলিকাতায় করপোরেশন দ্বারা পরিচালিত ৯০টি ও সাধারণের দ্বারা পরিচালিত ৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রীসংখ্যা ১৩,২০৫। অন্যান্য বিদ্যালয়ে ৩,৭০০ জন ছাত্রী। মোট ১৬,৯০৫ ছাত্রী অধ্যয়ন করে।

কলিকাতায় মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩,৮১,৭৮৬, তন্মধ্যে ১,১৩,৭৯৯ লিখিতে পড়িতে পারে। ৩৭,৮৫৭ জন ইংরেজী জানে।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ—২৫-৩, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও সুরম্য অট্টালিকায় কলেজ ও ছাত্রাবাস অবস্থিত। ১৯০৮ সালে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা-প্রণালী ও পদ্ধতি শিখাইবার জন্য স্থাপিত। ইহার সংশ্লিষ্ট একটি সুপরিচালিত হাই স্কুল এক সুবৃহৎ নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা দেশে ও আসামে মাত্র ২টি বি, টি পড়াইবার কলেজ আছে—একটি ঢাকায় ও অন্যটি এই প্রতিষ্ঠান।

বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ—শিবপুরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে, হাওড়ার দক্ষিণে বোটানিকেল গার্ডেনের সন্নিকটে বাংলার একমাত্র স্থপতিবিদ্যার সরকারী কলেজ অবস্থিত। উহা ১৮৮০ সালে স্থাপিত হয়, কলেজ ও ছাত্রাবাসগুলি বৃহৎ ও সুরম্য। এখানে বি, ই, মাইনিং, সিভিল, মেকানিকাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনঃ যাদবপুর—বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে ১৯০৬ সালে উহা স্থাপিত হইয়াছিল। তারকনাথ পালিত, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুবোধ মল্লিক প্রমুখ ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে ও স্যর রাসবিহারী ঘোষ, এ রসুল, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যর পি, সি, রায় প্রমুখ মনীষীগণের উদ্যোগে বাংলার যুবকদিগকে স্বাধীন ভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হয়। অনেক বাধা ও বিঘ্নের ভিতর দিয়া এখন ইহা একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯২২ সালে কলিকাতার দক্ষিণে যাদবপুরে কলিকাতা কর্পোরেশন একশত বিঘা জমি দান করেন। তথায় প্রায় সাত লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও কারখানা, গৃহের জন্য তিনটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাওয়ার হাউস ও যন্ত্রপাতি খরিদ করিতে দুই লক্ষ টাকা ও ল্যাবরেটরীর জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহাতে ৩০,০০০ টাকা মূল্যের পুস্তক আছে। এখানে চার বৎসরের মেয়াদে মেকানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং পড়ান হয়। দুই বৎসর যাবৎ সার্ভে ও ড্রাফট্‌স্‌ম্যান বিদ্যা শেখান হয়। প্রায় ৬৫০টি ছাত্র বর্ত্তমানে শিক্ষা পাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান গঠনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দ যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৫০০,০০০৲
মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	২৫০,০০০৲

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক ১,০০,০০০
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু ২৫,০০০
স্যার রাসবিহারী ঘোষ ১৩,০০,০০০
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ ১,০০,০০০
কলিকাতা কর্পোরেশন বৎসরে ৩০,০০০ টাকা ও ১০০ বিঘা জমি

বাংলার ইহা এক গৌরবময় প্রতিষ্ঠান।

শ্রীরামপুর উইভিং স্কুল—এই স্কুলটি ১৯০২ সালে স্থাপিত। ১৯০১ সালে এই প্রকার শিল্প শিক্ষা প্রদান করিবার প্রস্তাব ভারত-সরকার গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুরে রাজা কিশোরী গোস্বামীর এক বাটীতে ইহা প্রথমে স্থাপিত হয়। ইহা এখন একটি প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়। গত বৎসর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য দুই সহস্র প্রার্থী হইয়াছিল। শ্রীরামপুরে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রধান কারণ—শ্রীরামপুরে একসময় ছয় শত ঘর তাঁতীর বাস ছিল, তাহারা হাত-মাকু দ্বারা তাঁত বুনিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত। তাঁতীরা হাতে বুনিয়া বিদেশীয় সূতার কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম মনে করিয়া রেশম বুনা আরম্ভ করে। এই কার্য্য কয়েক বৎসর বেশ চলিয়াছিল। পরে তাহার কার্য্যও মন্দা হইয়া আসে। তখন এক ডেনিস্ একটি ঠক্‌ঠকী তাঁত আমদানী করেন। এই তাঁতটি তিনি কাহাকেও দেখাইতেন না। একদিন এক তাঁতীর কামার-বন্ধু তাহা দেখিয়া সেই প্রকার একটি ঠক্‌ঠকী তাঁত প্রস্তুত করে এবং তথায় এই তাঁতের প্রচলন হয়। এই ঘটনা দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের। তাই শ্রীরামপুরে এই উইভিং স্কুলের প্রতিষ্ঠা।

গভর্ণমেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুল—১১০ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীটে সরকারী বাটীতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত। এখানে মেকানিকাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষা প্রদান করা হয়। কুটীরশিল্প গঠনের শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে।

গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল্ ইনষ্টিটিউট—১৯০৫ সালে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে ইহা প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। শিক্ষার্থীদের ব্যবসায়-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি জাগরিত করিবার জন্য সরকার ইহা স্থাপন করেন। ব্যাঙ্কিং শিক্ষানবীশ শিখিবার ব্যবস্থা আছে। ১১ হেষ্টিংস-ষ্ট্রীটে ইহা অবস্থিত।

গভর্ণমেণ্ট রিসার্চ ট্যানারী—কলিকাতার নিকট বেলেঘাটার খাল-ধারে এই বিদ্যালয় অবস্থিত। চামড়া পরিষ্কার, নরম ও রং-করা পদ্ধতি শিখাইবার ও এ-বিষয়ে গবেষণা করিবার সুব্যবস্থা আছে। এখানে অনেক ভদ্রসন্তান চামড়ার কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজ—কলিকাতার নিকট সোদপুরে বড় বাজারের এক মাড়োয়ারীর দ্বারা ১৮৮৫ সালে একটি পিঞ্জরাপোল স্থাপিত হয়। প্রায় ১৩০০ পশু, বিশেষতঃ গরুকে, এখানে খাওয়ান হয়। ইহা দেখিয়া Dr. Keneth McLeod ও কয়েক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী সরকারের ১৮৮৬ সালের প্রস্তাবিত পশু-চিকিৎসালয় সোদপুরে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। মাড়োয়ারীরা এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০,০০০ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হন। কিন্তু অবশেষে বেলগাছিয়াতে রাজা সিউ বক্স বগলা তাঁহার ৩২ বিঘা জমি ও ঐ টাকা দান করাতে বেলগেছিয়ায় ১৮৮২ সালে ২০শে এপ্রিল এই পশু-চিকিৎসার কলেজ ও হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন বাংলার শাসনকর্ত্তা স্যার চার্লস ইলিয়ট কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। স্যার দীন্‌সা মানকজী পেটীট ইহার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে গভর্ণমেণ্ট ৫ বিঘা জমি খরিদ করিয়া সুবৃহৎ কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৪ সালে ইহা প্রথম খোলা হয় ও ১৮৯৮ সালে ইহা কলেজে পরিণত হয়।

কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়—২৯৩, আপার সার্কুলার রোডে বিদ্যালয়ের বৃহৎ অট্টালিকায় ছাত্র-ছাত্রী-আবাস ও কারখানা অবস্থিত। মানবের কল্যাণকর এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯৩ সালে ১৬, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে শ্রীনাথ সিংহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর যামিনী ব্যানার্জ্জী ও মোহিনী মজুমদার মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্য্যে

ব্রতী হন। যামিনীবাবু ১৮৯৬ সালে আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে মূক ও বধিরদিগের শিক্ষাপ্রদান-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসেন ও তাঁহার চেষ্টায় আজ এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছে। টাকীর রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া এই বিদ্যালয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি গৃহ পরিসরের জন্য ২০,০০০ দান করিয়াছেন। ভারতের নানাদেশ হইতে মূক ও বধির বালক-বালিকা শিক্ষাগ্রহণ করিলে সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। অপরের গলগ্রহ না হইয়া দেশের মূক ও বধির সম্প্রদায় ড্রয়ীং, মুদ্রণ, দর্জ্জীর কাজ, ফিটার ম্যান, ছুতার-মিস্ত্রীর কার্য্যে পারদর্শী হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেছে।

কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয়- মানবের হিতকর আর একটি প্রতিষ্ঠান বাঙালীর কৃতিত্ব। ১৮৯৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত। কলিকাতার দক্ষিণে বেহালা গ্রামে এই প্রতিষ্ঠান নিজ আবাসে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। স্বর্গীয় লালবিহারী সাহা ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয়ে অন্ধ বালক ও বালিকাকে সাধারণ বিদ্যা, শর্টহ্যাণ্ড, টাইপ-রাইটীং, সঙ্গীত, বেতের সামগ্রী গঠন, তাঁতবুনন ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক অন্ধ বালক এখানে শিক্ষা পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং নানা স্থানে চাকুরী বা শিল্পকার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

কলিকাতার বিশিষ্ট স্থান ও সৌধ

গভর্ণমেণ্ট ভবন—ইহা একটি দর্শনীয় স্থান হইলেও সাধারণের দেখিবার সুযোগ নাই। বর্ত্তমান লাট-ভবন নিৰ্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই স্থানেই আর একটি অট্টালিকা ছিল। তথায় রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন। উহা সম্ভবতঃ

লাটভবন তোরণ

১৭৫৭ সালে আরম্ভ হইয়া ১৭৭৬ সালে সমাপ্ত হয়। বৰ্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউস নিৰ্ম্মাণ সম্বন্ধে মারকুইস্ অব্ ওয়েলেসলী প্রথম সঙ্কল্প করেন। কাপ্তেন্ ওয়াট্ (Captain Wyatt) ইহার জন্য স্থপতি নিযুক্ত হইয়া-

লাটভবনের পুরাতন দৃশ্য

ছিলেন। ১৭৯৯ সালে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮০৪ সালে শেষ হয়। মোট ব্যয় হইয়াছিল প্রায় দেড়লক্ষ পাউণ্ড। জমি খরিদে ৮০,০০০, এবং আসবাবপত্র খরিদে ৫০,০০০, ব্যয় হইয়াছিল। এই প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন মিঃ হিকি। এই প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন জমিতে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদির মধ্যে নানা যুদ্ধের বিজয়স্মৃতি সকল সযত্নে রক্ষিত আছে।

কারেন্সী অফিস—লালদীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত এই বাটীটি প্রথম আগ্রা ব্যাঙ্কের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে উহা গভর্ণমেণ্ট খরিদ করিয়া লইয়া কারেন্সী অফিসে পরিণত করেন।

বেঙ্গল্ ক্লাব—১৮২৭ সালের প্রথমে ৩৩ নম্বর চৌরঙ্গী ভবনে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা লর্ড মেকলের বাড়ী ছিল। ইহার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন ভাইকাউণ্ট কম্বারমিয়ার্ (Hon'ble Viscount Combermere) ডালহৌসী স্কোয়ারে বর্ত্তমানে নিউম্যান্ কোম্পানী যে বাটীতে আছে সর্ব্বপ্রথম উহা তথায় স্থাপিত হয়, এরূপও উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান চৌরঙ্গীর উপর মনোরম সুবৃহৎ সৌধ বেঙ্গল ক্লাব।

জেনারেল্ পোষ্ট অফিস্—ভারতীয় পোষ্ট অফিস সমূহের মধ্যে এরূপ সুন্দর অট্টালিকা আর আছে কি না সন্দেহ। ১৮৬৮ সালে এই বাটীটি নির্ম্মিত হয়। ইহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন গভর্ণমেণ্ট স্থপতি গ্রানভিল সাহেব (Walter B. Granville) ইহার পূর্ব্বে পোষ্ট অফিস নিকটেই ছিল। কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ ইহার উত্তরাংশে ছিল, তাহা পিতলের লাইনের দ্বারা চিহ্নিত আছে।

গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিস্—১৮৭৩ সালে এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হয়। ইহার টাওয়ারের উচ্চতা ১২০ ফিট এবং অন্যান্য অংশ ৬৬ ফিট।

কাষ্টম্‌স্ হাউস্—১৮১৯ সালে বর্ত্তমান কাষ্টম্‌স্ হাউস নির্ম্মিত হয়। ১৭৬৬ সালে প্রস্তাব হইয়াছিল পুরাতন দুর্গটিকে কাষ্টম্‌স্ হাউসে পরিণত করা হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ক্লাইব ষ্ট্রীটের যে স্থানে ইহা অবস্থিত উহা পুরাতন দুর্গের উত্তর সীমা।

রাইটার্স্ বিল্ডিংস্—লালদীঘির উত্তর দিকে যেখানে বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং অবস্থিত, বহু পূর্ব্বেও ঐ স্থানে এতাদৃশ একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল তাহাকেও রাইটার্স বিল্ডিং বলিত। তখন বর্ত্তমান ডালহৌসী স্কোয়ারকে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার বলিত। পূর্ব্বে সিভিলিয়ান্ যুবকগণের এদেশে আসার পর এক বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে পণ্ডিত ও মুন্সির নিকট ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল সিভিলিয়ান্ যুবকদের সুখ-সুবিধার জন্যই প্রথম এই বাটীগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ১৮৩৬ সালে একটি বিধি নির্দ্ধারিত হওয়ায় সিভিলিয়ান ছাত্রগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত অন্যত্র থাকিতে পারিতেন। তখন হইতে সাধারণের প্রয়োজন এবং গুদামরূপে ব্যবহারের জন্য উহা ভাড়া দেওয়া হয়। এই অট্টালিকার নির্ম্মাণকাল জানিতে
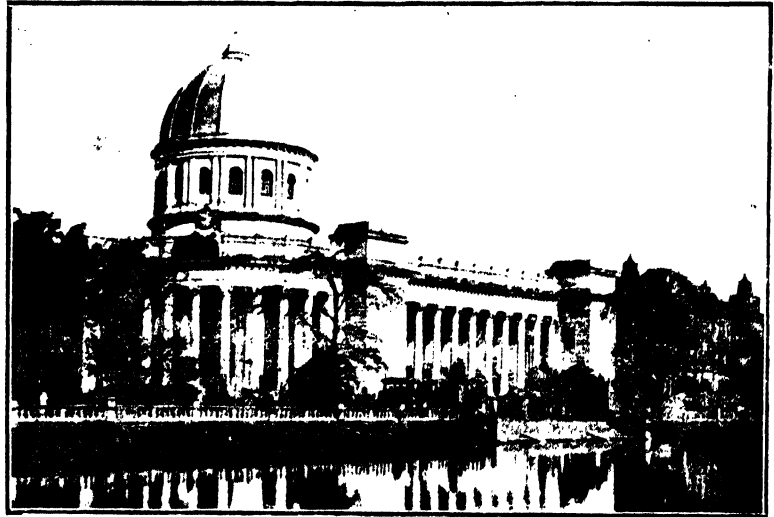
জেনারেল পোষ্ট অফিস

বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং

পারা যায় না, ১৭৮০ সালে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২১ সালের পর ইহাকে সংস্কৃত করিয়া সৌষ্ঠবসম্পন্ন করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এই বাটীতেই ছিল। উহা উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে উহাকে সরকারী অফিসে পরিণত করা হয়।

অক্টারলনি মনুমেণ্ট—স্যার ডেভিড্ অক্টারলনীর স্মৃতি-রক্ষা কল্পে নির্ম্মিত এই মনুমেণ্টটি কলিকাতার অন্যতম সম্পদ। ১৮২৮ সালে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই স্মৃতিস্তম্ভের উচ্চতা ১৬৫ ফিট।

১। স্মৃতি স্তম্ভ। ২। পুরাতন দুর্গের অংশ ৩। সিভিল অফিসারদের বাসভবন।
৪। লালদীঘির অংশ

বেল্‌ভেডিয়ার—ইহা ১৮৫৪ হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত ছোটলাটের বাসভবন বলিয়াই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা আলিপুরের জু-গার্ডেনের অনতিদূরে অবস্থিত। উপস্থিত কলিকাতায় ভাইসরয়ের আবাসবাটী। উহা ফ্রান্সিস্‌ ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড নামক এক সাহেবের বাগান-বাড়ী ছিল। কথিত আছে, প্রিন্স্‌ আজিম উস্‌শান দ্বারা ১৭০০ সালে এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ১৭৬২ সালে বেলভেডিয়ারের প্রথম নামোল্লেখ দেখা যায়। জানা যায়, ১৭৮০ সালে হেষ্টিংস্‌ মেজর টলিকে এই বাটী বিক্রয় করেন। তৎপরে কতিপয় হাত ফিরিয়া শেষে লর্ড ডালহৌসীর সময়ে রবার্ট প্রিন্সেপের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন। সাধারণের ইহা দেখিবার বিশেষ সুযোগ নাই।

অক্টারলনি মনুমেণ্ট

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—এক্ষণে যে ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক নামে খ্যাত ১৮০৬ সালের ১লা মে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন উহার নাম ছিল ব্যাঙ্ক অব্‌ ক্যালকাটা। ১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারী ইহা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক নাম প্রাপ্ত হয়। প্রথম ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। এইটি ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ সরকার সাহচর্য্যে স্থাপিত ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের কলিকাতা ও ভারতের অন্যতম গভর্ণর স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী।

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাটী—চোরবাগানের রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের "মারবেল্‌ হাউস্‌" নামক সুন্দর প্রাসাদ কলিকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য। এরূপ সুরম্য অট্টালিকা বাংলায় খুব কমই আছে। প্রাসাদের সৌন্দর্য্য ভিন্ন এখানে বহু মূল্যবান চিত্র, প্রস্তরমূর্ত্তি এবং মূল্যবান আসবাবপত্রাদি দেখিবার জিনিষ। এই বাটী-সংলগ্ন একটি চিড়িয়াখানা আছে।
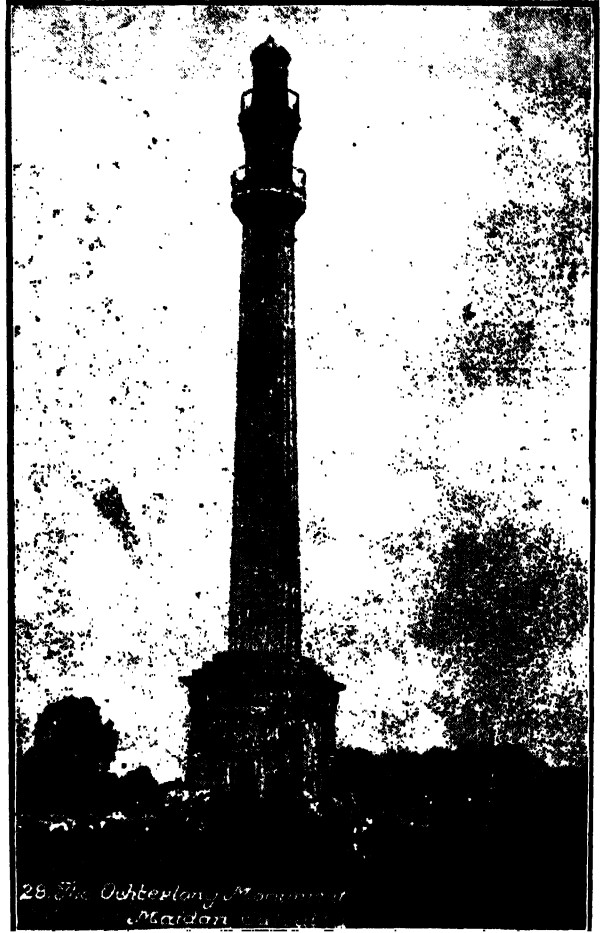
টালার ট্যাঙ্ক—ইহা একটি অতি-বৃহৎ লৌহময় চৌবাচ্চা বা জলাধার, বহুসংখ্যক লৌহস্তম্ভের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা হইতে কলিকাতায় জল সরবরাহ হইয়া থাকে। এই অসাধারণ সুউচ্চ জলাধারের চতুষ্পার্শ্বে যাইবার জন্য একটি অনতিপ্রশস্ত পথ আছে।

টাউন্‌ হল্‌—১৮১৪ সালে কলিকাতার অধিবাসীদের অর্থে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। উক্ত টাকার মধ্যে পাঁচ লক্ষ সিক্কা-টাকা লটারীর দ্বারা তোলা হয়। কাহারও কাহারও মতে ১৮০৬।৭ সালে ইহা নির্ম্মিত হয়।
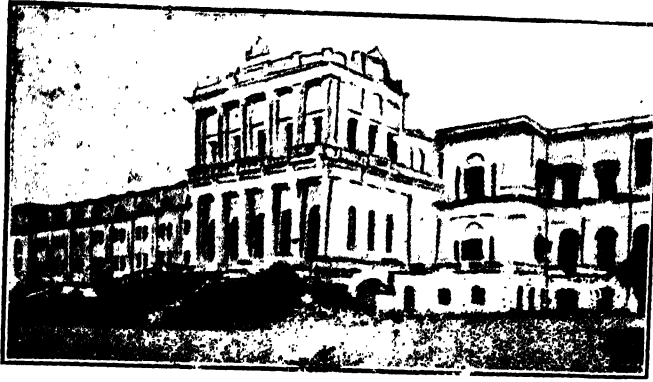
বেলভেডিয়ার

হল' ছিল। টাউন হলের পরিধি দৈর্ঘ্যে ১৭২ ফিট, প্রস্থে ৬৫ ফিট।

এসিয়াটিক্ সোসাইটী—ইহা প্রাচ্যে সর্ব্ব-প্রাচীনতম সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পরিষদ। স্যর উইলিয়ম্ জোন্স দ্বারা ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি এবং ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ইহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক হন। ইহার বর্ত্তমান বাড়ীটি ১৮ ৬ সালে নির্ম্মিত হয়। এখানে

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের প্রাসাদ

বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকীয় ঘোষণাসমূহ ইহার বিস্তৃত সোপানাবলী হইতে বিঘোষিত হইয়া থাকে। এই বাটীর মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি ও প্রস্তর-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। এই বাটী নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ১৭৯২ সাল পর্য্যন্ত ওল্ড কোর্ট হাউসে 'টাউন্ বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিকৃতি ও মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে নানা গবেষণা মূলক তত্ত্ব-সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এখানে প্রায় ১৬,০০০ সংস্কৃত ও ৫,০০০ পার্সী হস্তলিখিত পুঁথি এবং প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগৃহীত আছে।
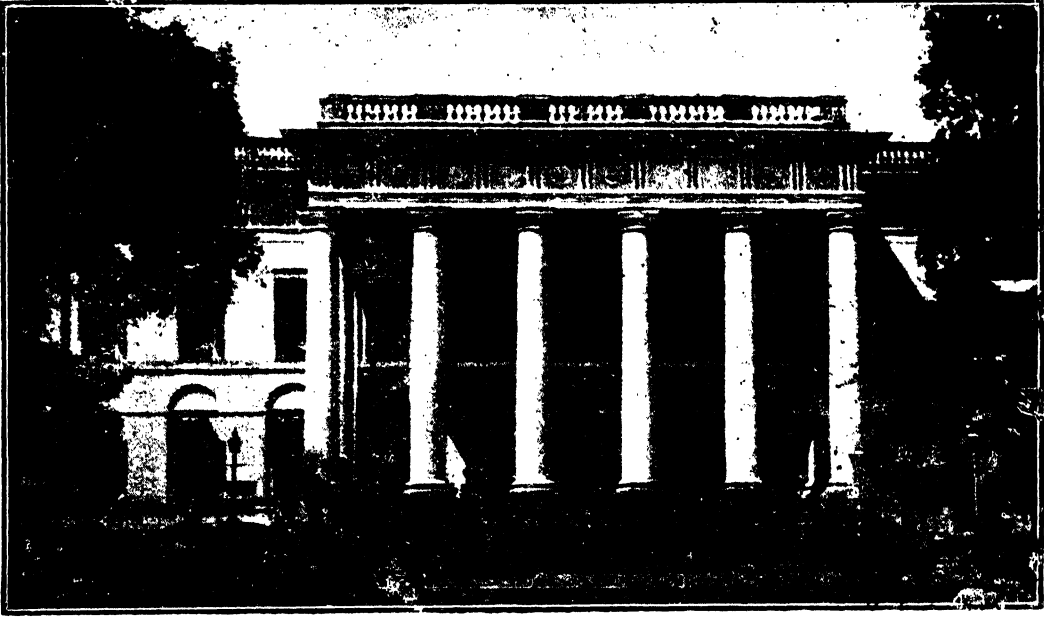
টাউন হল
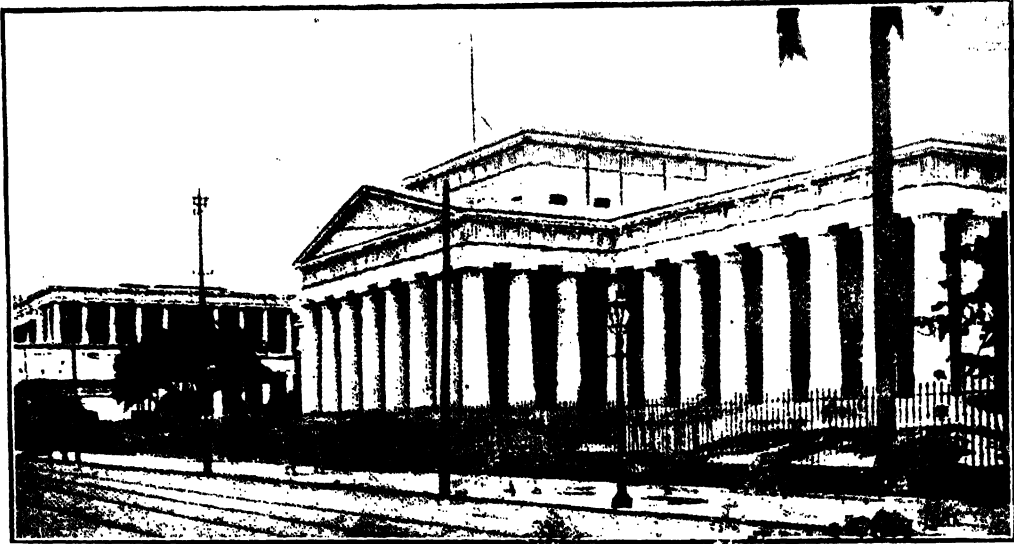
ট্যাকসাল

এসিয়াটীক সোসাইটীর উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম স্থাপিত হয়।

ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট্—সিপাহী বিদ্রোহের বীর-পুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার্থ বিবিধ তহবিলের টাকা ও

ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট্

সম্ভবতঃ ১৭৩৩ সালে প্রথম প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান টাকশালের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় ১৮২৪ সালের মার্চ্চ মাসে। উহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে এক লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড এবং কলকারখানা বসাইতে ১০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া ইহাতে মোট ৩,১০,০০০ মুদ্রা উৎপন্ন হইত। কথিত আছে, ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টাকশাল। ইহা একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ, তবে ইহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে না, প্রবেশের জন্য অনুমতি লওয়া আবশ্যক।
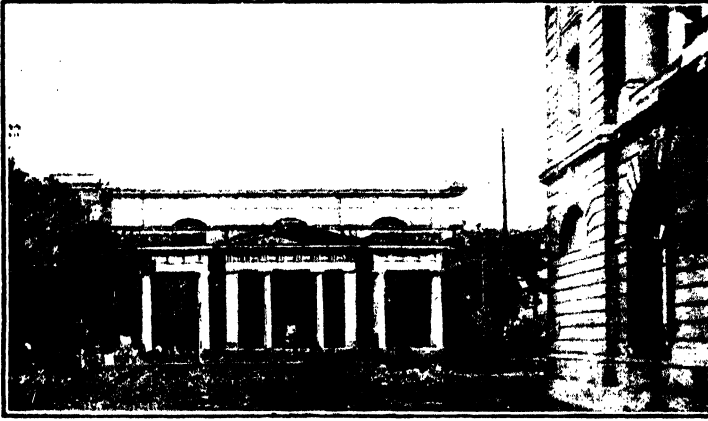
সাধারণের চাঁদা হইতে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা লালদীঘির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ—ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নামে ইহার নামকরণ হয়। ১৭৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে জঙ্গল পরিষ্কার করা আরম্ভ হয় এবং অবিলম্বে ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৭৭৩ সালে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। এই কার্য্যে মোট ব্যয় হয় দুই মিলিয়ন ষ্টার্লিং। উহা নির্ম্মাণের সময় ভিতরে চারি সহস্র লোক থাকিবার মত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, পরে উহা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উহার পূর্ব্বের দুর্গটি ক্লাইব ষ্ট্রীটে ছিল। ১৬৯২ সালে উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। এই দুর্গের ভিতরে উচ্চ স্তম্ভের উপর একটি বল রক্ষিত আছে। তাহা একটায় যখন তোপধ্বনি হয় তখন একটি দণ্ড অবলম্বনে উঠিয়াই পতিত হয়। ডালহৌসী ব্যারাকের চারিতলায় ও কুইন্‌স্‌ব্যারাকে সৈন্যাবাস আছে। ভারতের জঙ্গীলাটের প্রাসাদ ইহার এক ফটকের উপর ছিল। কলিকাতা, পলাশী, চৌরঙ্গী, পানী, ট্রেজারী আলিপুর—এই ছয়টি দরজা আছে।

টাকশাল—বর্ত্তমান টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সেণ্ট জর্জ্জ গির্জ্জার পশ্চিমে একটি টাকশাল ছিল। উহাতে প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হয় ১৭৬২ সালে। তামার পয়সা

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্—ইহা বাঙালী প্রতিষ্ঠিত একটি জমিদার-সভা। দেশের নানা মঙ্গলামঙ্গল বিষয় ইহাতে আলোচিত হয়।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তির দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সেকালের কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি আছে।

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ ফর্ দি কালটিভেশ্যন্ অব্ সায়ান্স—স্বনামখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ইহা অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৮৭৬ সালে স্যর রিচার্ড টেম্পলের সভাপতিত্বে উহার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। লর্ড রিপন দ্বারা ১৮৮২ সালে উহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার লাফোঁ (Rev. Father Lafont) ইহার কার্য্যে প্রথমাবধি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাত্মা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অর্থানুকুল্যে একটি উৎকৃষ্ট ল্যাবরেটরীর আবশ্যক দ্রব্যাদি খরিদ করা হয়। ভিজিয়ানা-গ্রামের তদানীন্তন মহারাজা ৪০,০০০৲ দান করায় তাঁহার নামে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্ম্মিত হয়। অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতেও লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করা

কার্জন পার্ক, এসপ্লানেড

নাবিকদের স্মৃতি-স্তম্ভ, ষ্ট্রাণ্ড রোড

পরেশনাথ মন্দির

হাই কোর্ট
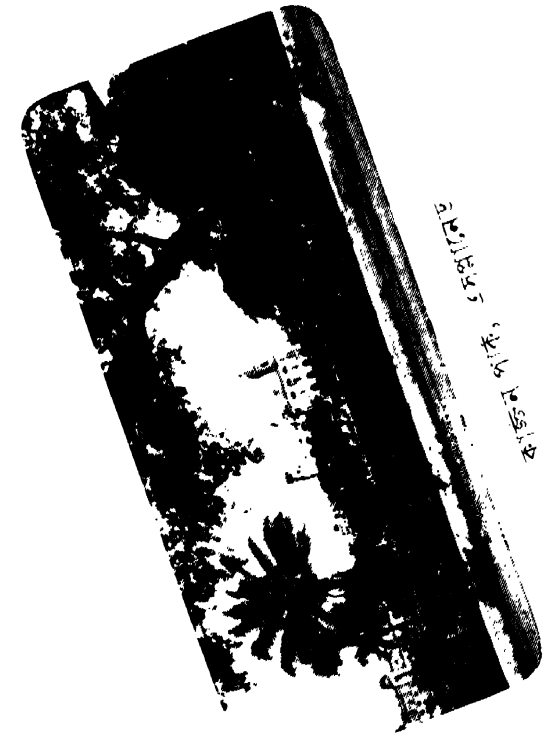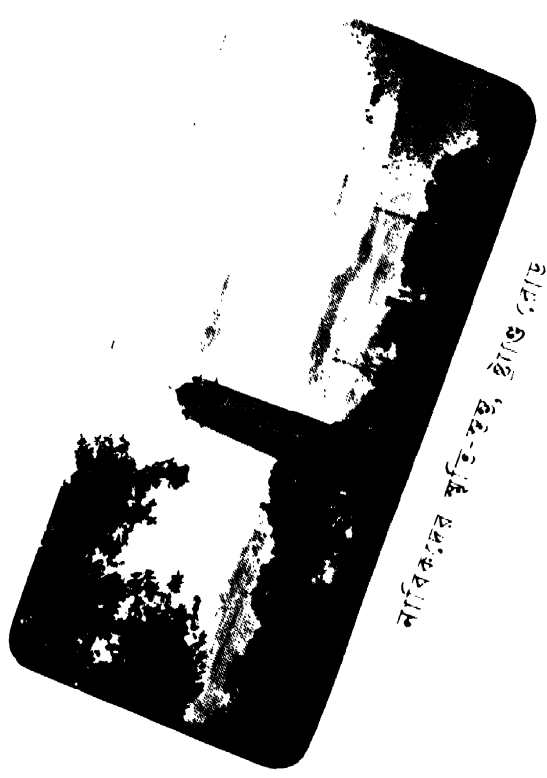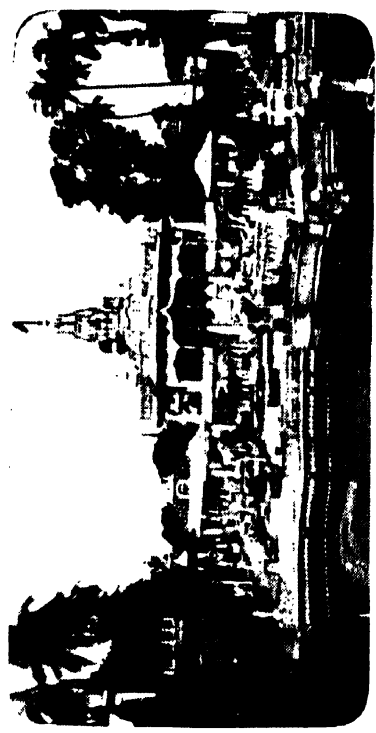
হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বসু, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ মহাত্মাগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি একদিনে ১৭,৫০০৲ দিয়া ৭০ জন আজীবন সভ্য করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে অবাঙালীর কর্ত্তৃত্ব হইতে বাঙালীর করতলগত করিয়াছেন। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের একটি গৌরবের সামগ্রী।

টলিস্ নালা—গভর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ১৭৭৫ সালে কাপ্তেন টলির দ্বারা ইহা খনন করা হয়। এই খালের মধ্য দিয়া পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়ায় যে শুল্ক আদায় করা হইত তাহাতেই ইহার নির্ম্মাণ-ব্যয় উঠিয়া গিয়াছিল। তাঁহার নাম অনুসারেই টালিগঞ্জ নাম হইয়াছে। বর্ত্তমান বেলভেডিয়ার নামক ভবনটি এক সময়ে তাঁহার সম্পত্তি ছিল এবং তিনি তথায় বাস করিতেন।

ক্ষিদিরপুর ডক্—১৮৭০ সালে পোর্ট কমিশনার্স সমিতি গঠিত হয় এবং গভর্ণমেণ্টের 'মেরিন' বিভাগ হইতে তাঁহারা কলিকাতা বন্দরসমূহের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সালে তাঁহাদের দ্বারা ডকের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ২৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৯২ সালের জুন মাসে এখানে প্রথম জাহাজ প্রবেশ করে। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৩,৩৪,৪৪,৮৭০৲ ব্যয় হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে ইহার বহু উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে। এই ডক্ একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এই ডক্-নির্ম্মাণের বহু পূর্ব্বে ওয়াটসন্ (Colonel Henry Watson) প্রথম ডক্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ওয়াটসন্ সাহেবের নাম হইতেই ওয়াটগঞ্জ নাম হইয়াছে। নব-নির্ম্মিত কিং জর্জ ডক ভারতের সর্ব্ববৃহৎ পোতাশ্রয়।

হাইকোর্ট—ইহা কলিকাতার গঙ্গার ধারে ইডেন উদ্যানের উত্তরে অবস্থিত। ইহা এখানকার সৌধ-সম্পদের অন্যতম। ইহা ১৮৭২ সালে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার বিশিষ্টতাপূর্ণ নক্সার পরিকল্পনা আসে ইপ্রেসের টাউন হল হইতে। ১৮৬২ সালের মার্চ্চ মাসে ইহার ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হয়। যে স্থানে এক্ষণে এই সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই স্থানেই সুপ্রীম কোর্ট নামক আদালত ছিল। উহা ১৭৯২ সালে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই আদালত প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭৪ সালে, তখন বুশিয়ে (Dr. Bouchier) নামক এক সওদাগরের বাটীতে ইহার কার্য্য হইত। এই সৌধ গথিক শিল্প-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। ইহার গম্বুজের উচ্চতা ১৮০ ফিট।

হাইকোর্টের লাইব্রেরী ও অন্যান্য কক্ষে বহু খ্যাতনামা প্রাচীন কালের বিচারপতি ও অন্যান্য আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি আছে।

ডাক্তার বোসের বিজ্ঞান-মন্দির—ইহা জগৎ-বিখ্যাত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বারা ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-গবেষণাগার। এই মন্দির মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত ১,৫০০ লোকের বসিবার আসন-সম্বলিত কক্ষ আছে, তাহার ছাদের তলদেশ ও দেওয়াল-গাত্র প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত বহু চিত্রে পূর্ণ। বসু-মহাশয় তাঁহার নূতন নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে যন্ত্রাদি সহযোগে এখানে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। বসু-মহাশয়ের পার্শীবাগানস্থিত বাসভবন ঠিক ইহার দক্ষিণ পার্শ্বেই অবস্থিত। এই বসু-বিজ্ঞান-মন্দির শুধু বাংলার নয় ভারতের একটি গৌরবের বস্তু। ইহা ৯৩ আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গণটি অতি কবিত্বময়।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান—অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান বা প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে নবনির্ম্মিত এসেম্বলী রুম্, ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউট, সাহেবদের কয়েকটি গোরস্থান, রেস্ কোর্স, নিমতলার শ্মশান ঘাট, আর্ট গ্যালারী ইত্যাদি অনেকের ভাল লাগিতে পারে। যাঁহাদের বাঙালী প্রতিষ্ঠিত কারখানাদি দেখিবার আগ্রহ আছে, তাঁহারা সোপ ফ্যাক্টরী, ট্যানারী, উল্টাডিঙীর সিল্ক ফ্যাক্টরী, দিয়াশলাইয়ের কারখানা, সোদপুরে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, বিস্কুটের কারখানা প্রভৃতি দেখিতে পারেন।
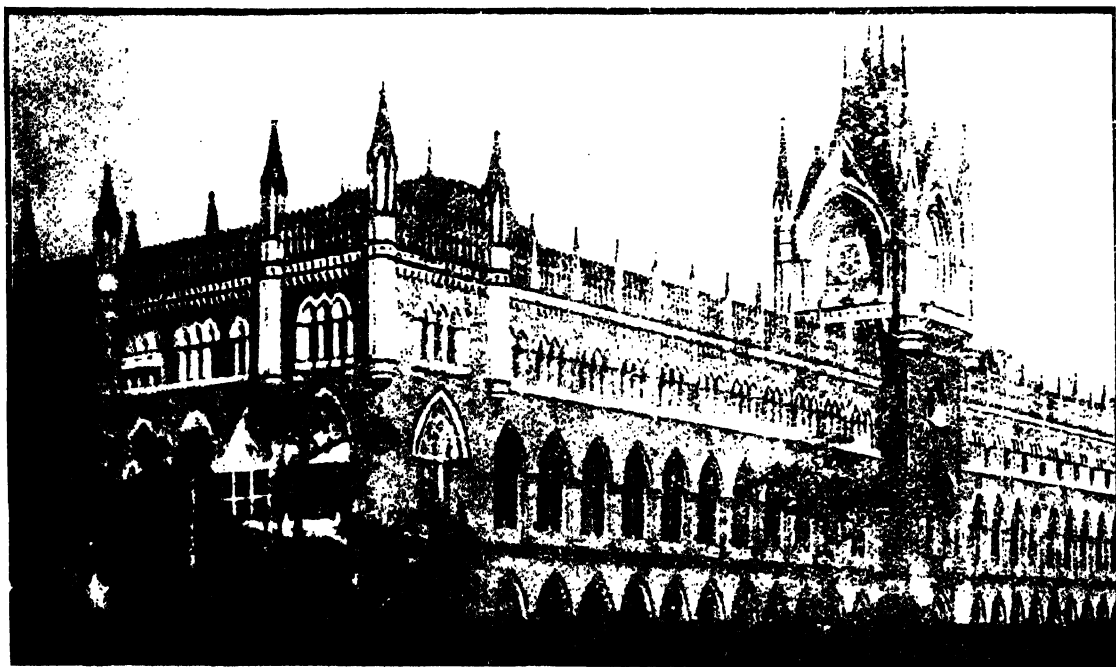
হাইকোর্ট
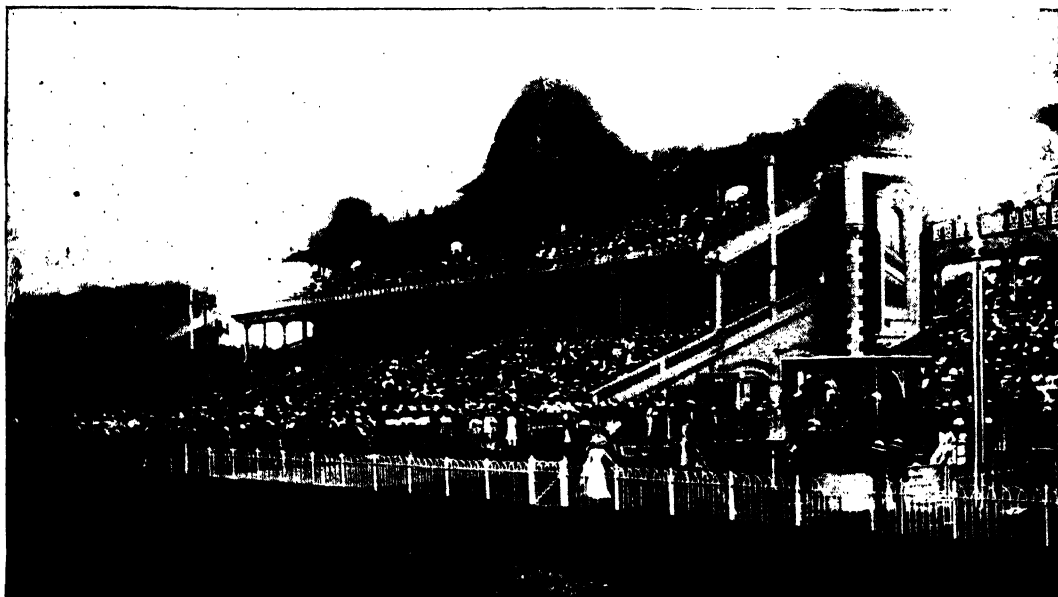
রেস্‌ কোর্স

চারনক স্মৃতি-সৌধ—ইহা জব চার্ণকের কবরের উপর নির্ম্মিত কলিকাতার সর্ব্বপ্রাচীন সৌধ।
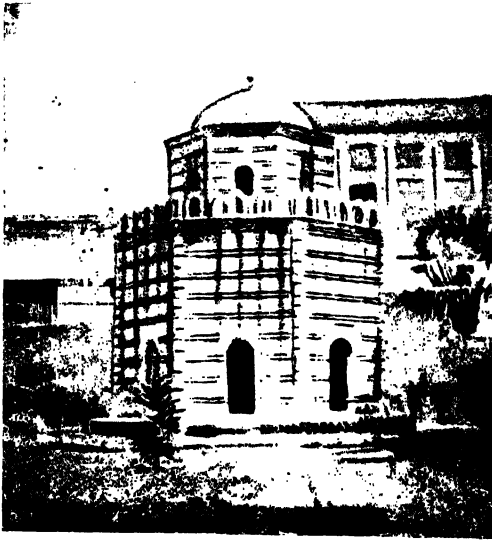
জব চার্ণকের সমাধিমন্দির

হলওয়েল মনুমেণ্ট—ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম রাস্তার মধ্যে অবস্থিত। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা অধিকারের সময় যে অন্ধকূপ হত্যা ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থানে হইয়াছিল। এই স্থানে অন্ধকূপে হত্যার ইংরেজ সিপাহীদের নাম অঙ্কিত করিয়া একটি মর্ম্মর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ্ মার্কেট—১৮৬৬ সালে বাজার-নির্ম্মাণকল্পে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির দ্বারা পুরাতন ফেনউইক্ বাজারের স্থানে ১৮৭৪ সালে এই বাজারটি নির্ম্মিত হয়। জমির মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে মোট তৎকালে ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান্ ও পুলিস কমিশনার স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ্ এই বাজারের স্থাপয়িতা। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর The City of Dreadful Nights গ্রন্থে এই বাজারের একটি বর্ণনা আছে। এই বাজারটি আকার, সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতায় কলিকাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য কোন বাজারে এরূপ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের সমাবেশ দেখা যায় না। প্রায় ৫,০০০ দোকান-ঘর আছে। ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। ইহা ছাড়া বিশাল সব্‌জী, ফল, মেওয়া, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি বিক্রয়ের স্থান আছে।

অন্যান্য বাজার—এখানে আরও বহুসংখ্যক বাজার প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে নূতন বাজার ও নব প্রতিষ্ঠিত কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটটি প্রধান। নূতন বাজারে শাক-সব্‌জী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বৈঠকখানা বাজার, চাঁদনী, শ্যামবাজার, জগুবাবুর বাজার রাজার-চকের বাজারও ছোট নয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জিনিষের জন্য কলিকাতায় বহু ভিন্ন চক আছে।

কলিকাতায় স্মৃতি-স্তম্ভ ও মূর্ত্তি

১। কলিকাতার গড়ের মাঠে, গঙ্গার ধারে ও উদ্যানে নানা মূর্ত্তিতে শোভিত। গড়ের মাঠের প্রধান স্মৃতি নিদর্শন অক্টারলনী মনুমেণ্ট।

২। সৈনিকদের স্মৃতি—(ক) বৃটিশ সৈন্য-স্তম্ভ সিনাটোপ গভর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণে। (খ) খালাসীদের প্রস্তর-নির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ গঙ্গার ধারে ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর। গম্বুজটি পিত্তল-নির্ম্মিত। (গ) বাঙালী সৈনিকদের শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিমে অবস্থিত। (ঘ) শিয়ালদহ ষ্টেশনের দক্ষিণে রেল কর্ম্মচারী সৈনিকদের প্রস্তরনির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ।

৩। গোয়ালিয়র স্মৃতি-স্তম্ভ—প্রিন্সেপ ঘাটের নিকট শ্বেত পাথরের বুরুজের উপর ব্রোঞ্জের গম্বুজ। ইহা গোয়ালিয়র রাজার সৎকারের স্মৃতিস্বরূপ।

৪। মহীশূর মেমোরিয়াল—কেওড়াতলার শ্মশানের দক্ষিণে সুবৃহৎ মন্দির ও ঘাট মহীশূরের রাজার শ্মশান-ভূমির উপর নির্ম্মিত।

৫। দেশবন্ধু স্মৃতি-স্তম্ভ—ইহা কেওড়াতলার শ্মশান-ভূমির উপর নির্ম্মিত হইতেছে। ইহা পাথরের ৫৬ হাত উচ্চ মন্দির ও স্তম্ভ এবং শ্মশানযাত্রীর বিশ্রামাগার।

৬। শ্মশান-স্মৃতি-স্তম্ভ—কেওড়াতলার শ্মশানে স্যর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাজা বনবিহারী কর্পূর বাহাদুর ও অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতি-চিহ্ন রহিয়াছে।

মূর্ত্তি—গড়ের মাঠে চৌরঙ্গীর উপর আউটরাম, ময়দানে ঘোড়ার উপর মেয়ো, ক্যানিং রেড রোডের উপর লর্ড রবার্টস্, লর্ড কিচনার, লর্ড রিপন, লর্ড ডালহৌসী, লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড ডাফরীন ও অন্যান্য মূর্ত্তি। ভিক্টোরিয়া হলের সামনে লর্ড কার্জ্জনের বৃহৎ মর্ম্মর-মূর্ত্তি। ডালহৌসী স্কোয়ারে স্যর জন উডবরন্, ইডেন এবং অন্যান্য ছোটলাটদের মূর্ত্তি। ইডেন উদ্যানের সম্মুখে নৌ-সেনাপতি নেপিয়ারের মূর্ত্তি। চৌরঙ্গী, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও এসপ্লানেডের মোড়ে স্যর আশুতোষের বৃহৎ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর ও রাধাচরণ পালের মর্ম্মর-মূর্ত্তি। হ্যারিসন রোডের মোড়ে কৃষ্ণদাস পালের মর্ম্মর-মূর্ত্তি, হেদুয়াতে বটকৃষ্ণ পালের মর্ম্মর-মূর্ত্তি, বীডন উদ্যানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কবিরাজ দ্বারিকানাথ, সীতানাথ রায়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তি। জোড়াসাঁকো পার্কে গিরীশ ঘোষ ও দেশবন্ধু পার্কে ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্য্যের মূর্ত্তি বিরাজিত। টাউন হলে, সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে সিনেট হাউসেও অনেকগুলি মর্ম্মর-মূর্ত্তি আছে।

হাসপাতাল

মেয়ো হাসপাতাল—ইহা ষ্ট্রাণ্ড রোডের উত্তরাংশে প্রতিষ্ঠিত। ১৭৯২ সালে রেভারেণ্ড জন্ওয়েন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন লেখক বলিয়াছেন, ১৭৯৩ সালে স্যর জন্ শোর ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম ইহা চিৎপুরে ছিল, তখন ইহার নাম ছিল নেটিভ হাসপাতাল। পরে ইহা ধর্ম্মতলায় উঠিয়া যায়। পরে ১৮৭১ সালে ইহা বর্ত্তমান ভবনে উঠিয়া আসে এবং ১৮৭৪ সাল হইতে সাধারণের ব্যবহারে লাগিতেছে।
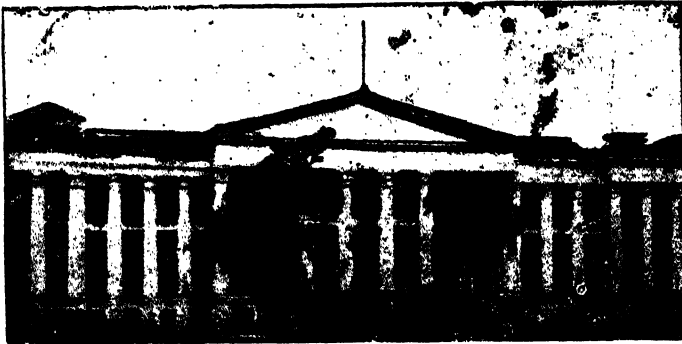
মেডিক্যাল কলেজ—লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময় ১৮৩৪ সালে আরম্ভ হইয়া পর বৎসর ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। লটারী কমিটির অবশিষ্ট টাকা, পুরাতন ও নূতন হাসপাতালের তহবিল এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা হইতে ১৮৪৮ সালে ইহার সংলগ্ন হাসপাতাল নির্ম্মিত হয়। ১৮৫২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে রোগীদের লওয়া হয়। তখন পাঁচ শত রোগী থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম বলিয়া খ্যাত।

ক্যাম্বেল স্কুল ও হাসপাতাল—ইহাও একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যে বহু রোগী থাকিবার স্থান আছে। ইহার প্রথম নাম ছিল পপার হাসপাতাল। বাংলার ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্বেলের নামে ইহার নামকরণ হয়।

লেডি ডফরিন হাসপাতাল—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত। লেডী ডফরিনের নামে ইহার নাম-করণ হইয়াছে। এখানে স্ত্রীলোকেরাই কেবল স্থান পাইয়া থাকেন। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১৯টি রোগিণী থাকেন। এখানে ধাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

মেডিক্যাল কলেজ

প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল—ইহা একটি অতি পুরাতন হাসপাতাল। ১৭০৯ সালে ইহার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সদর দেওয়ানী আদালত যে-বাটীতে ছিল প্রথম অস্থায়ীভাবে ইহা তথায় স্থাপিত হয়। ১৭৬৮ সালে গভর্ণমেণ্ট জেনারেল্

হাসপাতালের জন্ত কিছু জমি ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই হাসপাতালটি কেবলমাত্র সাহেবদের জন্ত প্রতিষ্ঠিত।

অন্যান্য হাসপাতাল—এতদ্ভিন্ন মাড়োয়ারী হিন্দু হাসপাতাল, পুলিস হাসপাতাল, কারমাইকেল কলেজ হাসপাতাল, য়্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল একটি দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন—চিত্তরঞ্জন সেবাসদন নামে মহাত্মা চিত্তরঞ্জন দাসের বাসভবনে মহিলাদের জন্ত যে হাসপাতালটি কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বাঙালীর একটি বিশেষ কীর্ত্তি এবং উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের আবাস-বাটীতে স্থাপিত। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় প্রায় দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। সেই অর্থে এই প্রতিষ্ঠানে অত্যাবশ্যক এবং একান্ত আধুনিক প্রথায় স্ত্রীলোকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ১৯২৬ সালে প্রথম স্থাপি ত হয়। তখন ২৩টি রোগীর আশ্রয় ছিল। এখন ১৩০টি রোগী থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই স্থানে প্রসব, রঞ্জন-রশ্মি-প্রয়োগ ও রেডিয়াম চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। এখানে ৩৬টি ধাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার সংলগ্ন শিশু-হাসপাতালের ভিত্তি মহাত্মা গান্ধী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস—কলিকাতার সাত মাইল দক্ষিণে যাদবপুর ষ্টেশনের নিকট এই হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল—তিলজলা, গোরাচাঁদ রোডে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্থাপিত হইয়া বর্ত্তমানে ইহা এক বৃহদাকার হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আবাস-বাটী

রাজা রামমোহন রায়—ইঁহার বাটী ১১৩ নং আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে এখানে পুলিস অফিস ও থানা আছে। তৎপরে ৮৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ভবনে তিনি ও বংশধরগণ বাস করিতেন। এই স্থানে মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

ওমি চাঁদ—বাগান-বাটী হালসীবাগান। এই ভূমির এক অংশে বর্ত্তমান-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবচরণ শেঠ—কয়লাঘাটায় বর্ত্তমান মেট্‌কাফ হল যেখানে নির্ম্মিত হইয়াছিল সেইস্থানে তাঁহার আবাসস্থল ছিল।

আমির চাঁদ—লায়নস্ রেঞ্জে তাঁহার বাটী ছিল। এখন সেখানে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ইনি ২৩ নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট) বাস করিতেন। তথায় মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ইনি ৬ নং মাণিকতলা মেন রোডে বাস করিতেন, পরে শুঁড়ায় বাস করিতেন। তথায় মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব—রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে ইঁহার প্রাসাদ ছিল। এখানে মর্ম্মর প্রস্তর-ফলক প্রোথিত আছে।

কেশবচন্দ্র সেন—১৮৩৮ হইতে ১৭৭৭ সাল পর্য্যন্ত ৫৯ ভবানীচরণ দত্ত লেনে, পরে ৭৮ নং আপার সার্কুলার রোডে 'কমল কুটীরে' বাস করিতেন। এখানে মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি ৫নং প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি লেনে (মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে) বাস করিতেন। এখানে মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত আছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—খিদিরপুর পদ্মপুকুরের দক্ষিণে তাঁহার বাটী ছিল। এখানেও মর্ম্মর-ফলক প্রোথিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—খিদিরপুরের পুলের নিকট বড় রাস্তার উপর একটি বাটীতে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে তাহার চিহ্ন লোপ পাইয়াছে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর—৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর

লেনে (জোড়াসাঁকো) তাঁহার প্রাসাদ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, বলেন্দ্রনাথ,—প্রভৃতির আবাসবাটী।

নবাব ওয়াজিদ আলি শা—লক্ষ্ণৌয়ের শেষ স্বাধীন নরপতি ওয়াজিদ আলি নির্ব্বাসিত অবস্থায় মেটীয়াবুরুজে বিশাল কেল্লা ও প্রাসাদে বাস করিতেন। এখনও গঙ্গার তীরে প্রাচীরের চিহ্ন বর্ত্তমান।

রাণী রাসমণি—জানবাজার, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোডে বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

টিপু সুলতান-পুত্র ও বংশধর—টালিগঞ্জে ইঁহাদের প্রাসাদ ও গোরস্থান আদি অদ্যাপি বিরাজিত।

দাতা গৌরীসেন—ইনি বড়বাজার ক্রস্ ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। তাহার কোন চিহ্ন নাই।

ভূকৈলাস-রাজ—এই ঘোষাল-বংশীয়েরা গোবিন্দপুর হইতে বাস উঠাইয়া খিদিরপুরে বৃহৎ গড়-বিশিষ্ট প্রাসাদে বাস করিতেন। এখনও তাহা বর্ত্তমান। ইহা ভূকৈলাস নামে প্রতিষ্ঠিত।

দেওয়ান রামকমল সেন—ইঁহার বসতবাটী কলুটোলায় মুরলীধর সেন লেনে। এখানে অনেক সমাধি-মন্দির আছে। প্রস্তর-ফলক প্রোথিত আছে।

কয়েকটি প্রাচীন সৌধ

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী কলেজ—ইহা একটি প্রাচীন উৎকৃষ্ট কলেজ ছিল। ইহার সুবৃহৎ থামওয়ালা বাটী চৌরঙ্গী ও স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি রোডের সংযোগে অবস্থিত। ইহা ১৮৫৪ সালে নির্ম্মিত। এখন ইহুদী বালিকাবিদ্যালয়।

ফিমেল অরফ্যান্ এসাইলাম—লোয়ার সার্কুলার রোডে ১৮২১ সালে স্থাপিত।

প্রিন্সেপ ঘাট—টাকশালের কর্ত্তা জেমস্ প্রিন্সেপের স্মৃতিতে নির্ম্মিত। কলিকাতায় যখন রাজধানী ছিল, ডিউক অব এডিনবরা ও কনট, সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স জর্জ্জ (বর্ত্তমানে কিং জর্জ্জ পঞ্চম), সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তদানীন্তন বিদেশীয় রাজা ও ভাইসরয়গণ প্রথম আগমনে এই ঘাটে উত্তীর্ণ হইতেন ও জনসাধারণ দ্বারা সম্বর্দ্ধনাও পাইতেন।

ইউনাইটেড সার্ভিস্ ক্লাব—১৮৪৮ সালে চৌরঙ্গী রোডে বেঙ্গল মিলিটারী ক্লাব নামে স্থাপিত।

হারমনিক ট্যাভার্ণ—ইহা লালবাজারে বর্ত্তমান পুলিসের প্রধান আড্ডার স্থানে একটি সুদৃশ্য বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বাটী সাধারণ বিশ্রামাগার, এসেমব্লী রুম, বলডান্স ও অভিনয়-কক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন এখানে নাচ-গান চলিতেছিল। ১৭৮৫ সালে এই স্থানে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের বিদায়-অভিনন্দন হইয়াছিল।

সাটার্ডে ক্লাব—১৮৭৮ সালে উড ষ্ট্রীটে ইহা স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে ঐ স্থানের সুবৃহৎ সৌধাবলীতে, ইংরেজদের নাচ-গান, খেলা-ধূলা ও মেলামেশার একটি প্রধান আড্ডা।

খিদিরপুর মিলিটারী অরফ্যান স্কুল—১৭১০ সালে খিদিরপুরে স্থাপিত। এখনও উক্ত স্থানে নূতন একটি প্রতিষ্ঠান আছে।

ডভ্টন কলেজ—১৮৫৪ সালে স্থাপিত হয়। Captain John Dovton ২,৩০,০০০ টাকা দানে পার্ক ষ্ট্রীট্ ও ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের মোড়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন সেই স্থানে থিওডোর ম্যানসন।

সেরবর্ণ সেমিনারী—চিৎপুর রোডে বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজের দক্ষিণে সম্ভবতঃ মিঃ সেরবর্ণ সাহেবের দ্বারা ১৭৮৪ সালে স্থাপিত। ঠাকুর-বাটীর অনেকে ও রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এইখানে শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

সেণ্ট্ জোসেফ স্কুল—১৮৪৩ সালে ৬৯ বহুবাজার ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে বহুল পরিমাণে ইহার বিস্তার সাধিত হইয়াছে।

কলিকাতা থিয়েটার—ক্লাইব ষ্ট্রীটে ও লায়ন্স রেঞ্জের কোণে ১৭৭৫ সালে স্থাপিত। হেষ্টিংস্, বারওয়েল, ইম্পে, ম্যানসন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া ইহা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮০৮ সালে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে এখানে ফিনলে মুরের অফিস্।

চৌরঙ্গী থিয়েটার—ইহা ১৮১৩ সালে চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮২৯ সালে ইহা অগ্নিদাহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে এই রাস্তার নাম থিয়েটার রোড হয়।

বোরোটার বাটী—২৫, ম্যাঙ্গো লেনে অবস্থিত। এখনও এই বাটী বর্ত্তমান।

প্রাচীন কালীঘাট

রায় নন্দলাল বসুর বাটী

মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনাগার

কালীঘাটের মন্দির—কালীঘাট ভারতের একটি হিন্দু মহাতীর্থ, ইহা বাহান্ন পীঠের অন্যতম। হিন্দুমাত্রেরই এই স্থানে শ্রীশ্রীকালীদর্শন করা কর্ত্তব্য। দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বহু প্রকার জনপ্রবাদ ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইহার প্রাচীনতার বিষয় সঠিক নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাতে ইহা কোন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী দ্বারা জঙ্গল মধ্যে প্রাপ্ত এবং প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। সর্ব্বপ্রথম এক পর্ণকুটীরে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৎপরে যশোহরাধিপতি বসন্ত রায় একটি ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দেবীর সেবার জন্য মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ৬০০ বিঘা যে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, কেহ বলেন, ইহার সমস্ত সন্তোষ রায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত,

কালীঘাটের মন্দির

আবার কেহ বলেন, পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ ঐ ভূমি দেবোত্তররূপে দান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্দির সন্তোষ রায়ের অর্থে তাঁহার পুত্র রামলাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন রায়ের যত্নে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮০৯ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের উচ্চতা ৬০ হাত। এখানে নকুলেশ্বর, শ্যামরায় প্রভৃতি আরও দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত আছে। গঙ্গার ঘাট ও অন্যান্য মন্দিরাদি হুজুরিমল্ল, তারা সিংহ, উদয়নারায়ণ মণ্ডল প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। কালীঘাটে সময় সময় অসংখ্য যাত্রী-সমাগম হইয়া থাকে। অনেকের অনুমান কালীঘাট হইতে কালীক্ষেত্র এবং কালীক্ষেত্র হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বাগবাজারের মদনমোহন—এই বিগ্রহ-মূর্ত্তির প্রসিদ্ধিও কম নহে। ইহার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিংবদন্তী
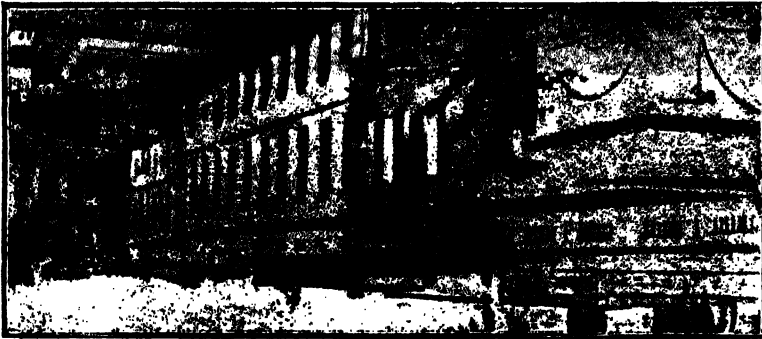
মদনমোহনের মন্দির

এইরূপ—বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহ বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট তাঁহার গৃহদেবতা মদনমোহন-বিগ্রহ বন্ধক রাখিয়া এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ লন। পরে রাজা উহা উদ্ধার করিতে আসিলে মিত্র-মহাশয় একটি অনুরূপ বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া তাহাই রাজাকে প্রদান করেন। পরে তিনি শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া ঠাকুরবাটী, রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির—ইহাও একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উপকণ্ঠ মধ্যে অবস্থিত। ধর্ম্মশীলা মহাপ্রাণা রাণী রাসমণি স্বপ্নে ৺জগন্মাতার দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ১২৬২ সালে এখানে শ্রীশ্রী৺ভবতারিণী কালীর প্রতিষ্ঠা ও নবরত্ন মন্দির, নাটমন্দির, ভোগঘর, বিষ্ণুঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এখানে আরও কয়েকটি দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার রচিত পঞ্চবটী এখনও বিদ্যমান এবং রামকৃষ্ণ দেবের শয়ন-কক্ষের মধ্যে তাঁহার ব্যবহৃত অনেক দ্রব্য এখনও যথাযথ সজ্জিত ও রক্ষিত আছে।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—ইহার মধ্যে এক সন্ন্যাসী-প্রতিষ্ঠিত কালী-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেন। এখানে ঐতিহাসিক পুরুষ 'কাল জমিদার' (গোবিন্দরাম মিত্র) দ্বারা নির্ম্মিত এক সুউচ্চ বিরাট মন্দির ১৭৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে, ইহার উচ্চতা অক্টার্লোনী মনুমেণ্ট অপেক্ষা অধিক ছিল, ১৮২০ সালের ভূমিকম্পে ইহা ভূপতিত হয়। পরবর্ত্তীকালে গোবিন্দরামের বংশধর অভয়চরণ মিত্র একটি ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত বলিয়া প্রকাশ আছে। সাহেবেরা এই মন্দিরকে গোবিন্দরাম মিত্রের প্যাগোডা বা ব্ল্যাক প্যাগোডা বলিত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—১৮৭৮ সালের ১৫ই মে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে সাধারণের প্রদত্ত প্রায় ৪৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে ইহার বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির

জৈন মন্দির

পরেশনাথের বাগান—মাণিকতলার জৈন মন্দির যে বাগানে প্রতিষ্ঠিত আছে উহাকে লোকে পরেশনাথের বাগান বলিয়া থাকে। ১৮৬৭ সালে রায় বাহাদুর বদ্রীদাস দ্বারা এই সুন্দর ও মূল্যবান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা শীতলনাথ জীর নামে উৎসর্গীকৃত। এরূপ বৈচিত্র্য-পূর্ণ মন্দির কলিকাতায় আর একটিও নাই। ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

নাখোদার মসজিদ—ফৌজদারী-বালাখানার এই

নবনির্ম্মিত মসজিদটি বর্ত্তমানে সকল মুসলমান ভজনালয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বরে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এস্থানে ইহার পূর্ব্বের মসজিদটি বৃহৎ ছিল।

ধর্ম্মতলা মসজিদ

ধর্ম্মতলার মসজিদ্—এই সুন্দর মুসলমান ভজনালয়টি টিপু সুলতানের পুত্র গোলাম মহম্মদ কর্ত্তৃক ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মসজিদ্-গাত্রে লিখিত আছে—লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময়ে টিপু সুলতানের পুত্র কুমার গোলাম মহম্মদের দ্বারা ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ ও মাননীয় কোর্ট অব্ ডিরেক্টর কর্ত্তৃক তাঁহাকে ১৮৪০ সালে ভাতার দরুণ টাকা প্রদান করার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এই মসজিদটি নির্ম্মিত হয়।

সেণ্ট্ জন্ গির্জ্জা—কলিকাতায় যে কয়টি প্রোটেষ্টাণ্ট্-দিগের প্রধান গির্জ্জা আছে তন্মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহা প্রথম ১৭৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ও মিঃ জনসনের (Rev. M. Johnson) দ্বারা উৎসৃষ্ট হইয়া লর্ড

সেণ্ট্ জন গির্জ্জা
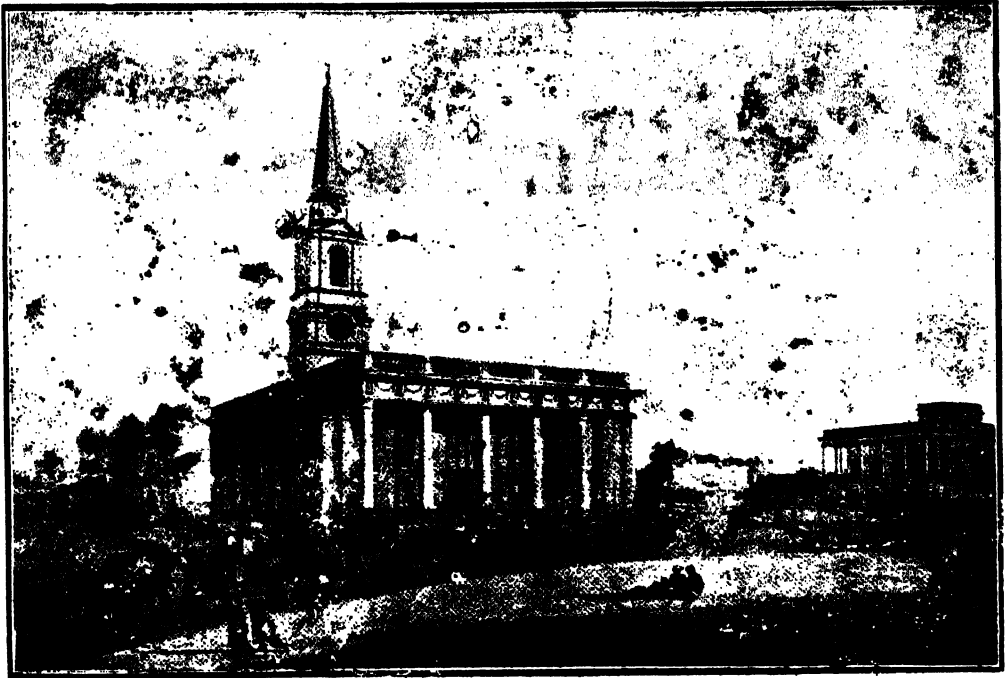
কর্ণওয়ালিসের দ্বারা উদ্বোধিত হয়। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয় হইয়াছিল মোট এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। মহারাজা নবকৃষ্ণ ৩০,০০০ টাকা মূল্যের একখণ্ড সংলগ্ন জমি গির্জ্জার জন্য দান করেন। এই গির্জ্জার আসবাবপত্র, মখমল ও ঘণ্টার জন্য কোম্পানী ১২,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিত্রকর জোফানি (Zoffany) এখানকার বেদীর জন্য altar-piece বিনামূল্যে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত সুপ্রসিদ্ধ চিত্র "Last Supper" এখানে রক্ষিত আছে। এই গির্জ্জা-সংলগ্ন একটি গোরস্থান আছে; তাহার মধ্যে কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক, ডাক্তার হ্যামিল্টন্ ও অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ লোকের সমাধি আছে। ইহাই পাথরের গির্জ্জা।

গৌড়ীয় মঠ—বাগবাজারে অতি সুরম্য ও সুবৃহৎ মর্ম্মর-প্রস্তরের মন্দির, চাঁদনী, আশ্রম, লাইব্রেরী, ভজনালয় আদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখান হইতে নানা বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশিত হইতেছে। ডববন্ধুদাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

অন্যান্য মন্দির ও উপাসনাগার—এ সকল ছাড়া কলিকাতায় স্থানে স্থানে বহু মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ, জৈন প্রভৃতির উপাসনা-মন্দির আছে। তন্মধ্যে পোস্তায় জগন্নাথের মন্দির, বহুবাজারের ফিরিঙ্গী কালী, নোঙ্গরেশ্বর মহাদেব, টালিগঞ্জের মণ্ডলদের মন্দির, বেলেঘাটার লস্করদের মন্দির, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কালীমন্দির, ভোলানাথ মন্দির, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, মাণিক পীর, জুম্মা পীরের আস্তানা, সেণ্ট পল্ ক্যাথিড্রাল্, সেণ্ট্ জেমস্ গির্জ্জা, সেণ্ট এণ্ড্রু গির্জ্জা, রোম্যান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জা ও বেলগেছিয়া জৈনমন্দির, সোনার কার্ত্তিক ও উল্লেখযোগ্য।

আরমেনীয় গির্জ্জা
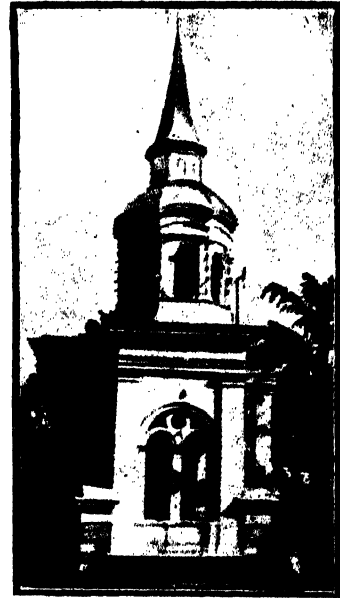
নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মন্দির

জগন্নাথ মন্দির—পোস্তা
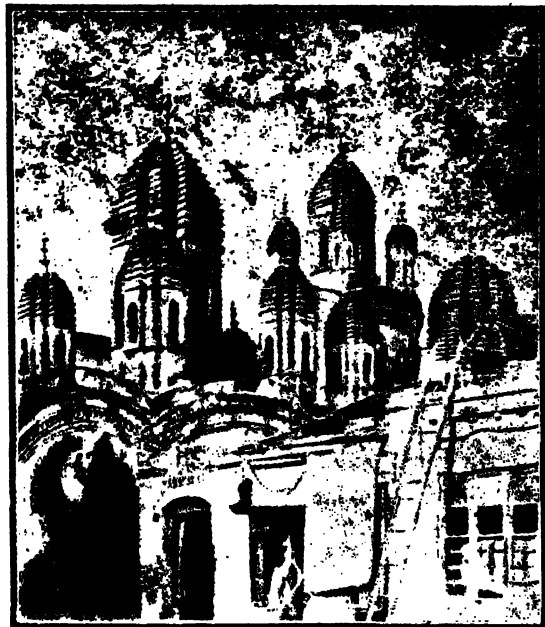
ভোলানাথ মন্দির

কালীমন্দির—বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট

টালিগঞ্জের মণ্ডলদের মন্দির

সাধারণ ভ্রমণ-স্থান

বোটানিক্যাল্ গার্ডেন্—১৭৮৬ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল্ কিড-এর পরামর্শ অনুসারে কলিকাতার দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজের পরপারে এই প্রসিদ্ধ উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই রাজকীয় বাগানের অধ্যক্ষ ছিলেন। কথিত আছে, চা ও সিনকোনা বা কুইনাইনের চাষ সম্বন্ধে প্রথম এই স্থানেই পরীক্ষা হয়। এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ ইত্যাদির গাছও বাংলায় প্রথম এই স্থানে রোপিত হয়। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ১৬১ বৎসরের বটবৃক্ষটি বিশাল, না দেখিলে তাহার আকার কল্পনা করা দুরূহ। এখানে কর্ণেল কিডের একটি প্রস্তরময় স্মৃতি-স্তম্ভ আছে। এই কিডের নাম হইতেই খিদিরপুর নাম হইয়াছে। এই উদ্যানটি সকলেরই দেখা উচিত।

ইডেন্ গার্ডেন—কলিকাতার মধ্যে বেড়াইবার জন্য এমন মনোরম উদ্যান আর নাই। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের শাসনকালে তাঁহার ভগিনী মিসেস্ ইডেন্ দ্বারা ১৮৪০ সালে এই উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে যে ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা আছে উহা ১৮৫৪ সালে ব্রহ্মযুদ্ধের পর প্রোম হইতে বিজয়-চিহ্নরূপে ইংরেজ বাহাদুর কর্তৃক আনীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

হর্টিকালচারাল্ সোসাইটীর উদ্যান—উদ্ভিদতত্ত্ব ও বৃক্ষলতাদি বিষয়ে যাঁহাদের সখ আছে তাঁহাদের আলিপুরস্থিত এই বাগানটি দেখা উচিত। এই সোসাইটী ব্যাপ্টিষ্ট্ মিশনারী জেমস্ কেরির উদ্যোগেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

জুলজিক্যাল্ গার্ডেন—ইহা একাধারে একটি মনোরম সুবিন্যস্ত উদ্যান ও পশুশালা। ইহাও আলিপুরে অবস্থিত; সাধারণতঃ ইহা আলিপুরের চিড়িয়াখানা নামে খ্যাত। ১৮৬৭ সালে ডাক্তার ফেরার সর্ব্বপ্রথম এই চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে পরিকল্পনা করেন। ছয় বৎসর পরে মিঃ শ্চীউয়েণ্ডার (Mr. L. Schwender)এর চেষ্টায় এসিয়াটিক্ সোসাইটী এবং হর্টিকালচারাল্ সোসাইটী প্রস্তাবিত বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং ১৮৭১ সালে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হয়। ১৮৭৬ সালের ১লা জানুয়ারী সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্ রূপে ভারত-ভ্রমণে আসিয়া উহার উদ্বোধন করেন।

দেশবন্ধু পার্ক—উত্তর-কলিকাতার বাঙালীদের প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণের জন্য এমন বৃহৎ উদ্যান আর নাই। ইহা শ্যামবাজারের নিকট রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে উৎসৃষ্ট।

লেক্ রোড—দক্ষিণ-কলিকাতায় নরনারীদের ভ্রমণের জন্য এমন সুরম্য স্থান আর নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার নবনির্ম্মিত কৃত্রিম হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ কলিকাতার সান্ধ্য ভ্রমণের পক্ষে তুলনাহীন বলিলেও হয়। এ সকল স্থান পূর্ব্বে অতি অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর ছিল।

গ্রীয়ার পার্ক—আপার সার্কুলার রোডের পার্শ্বে সায়ান্স কলেজের সম্মুখে এই অনতিবৃহৎ উদ্যানটি অবস্থিত। ইহা কেবলমাত্র মহিলাদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং তদনুরূপ সকল ব্যবস্থা আছে।

বীডন উদ্যান—দেশীয় পল্লীর মধ্যে ইহা একটি পুরাতন পার্ক, ছোটলাট সিসিল্ বীডনের নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

কার্জ্জন পার্ক—গড়ের মাঠের উত্তরাংশে লর্ড কার্জ্জনের সময় এই পার্কটি সৃষ্ট হয়। ভ্রমণের পক্ষে ইহা একটি রম্য স্থান।

বালীগঞ্জ পার্ক—এই নবনির্ম্মিত পার্কটি আকারে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। দক্ষিণ-কলিকাতার এইটি প্রধান বেড়াইবার স্থান। স্থানটি অতি রমণীয়।

অন্যান্য ভ্রমণের স্থান—এতদ্ভিন্ন গড়ের মাঠ, লালদীঘি, গোলদীঘি, হেদুয়া, ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার প্রভৃতি আরও ছোট-বড় বহু ভ্রমণের উপযোগী স্থান আছে। যাঁহাদের গাছপালায় সখ আছে তাঁহারা ভিক্টোরিয়া নার্সারি, নুরজাহান নার্সারি প্রভৃতি দেখিতে পারেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে।

বেলুড়—রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র বেলুড় মঠের জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। স্বামী বিবেকানন্দ এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই স্থানেই তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখানে গঙ্গার ধারটি অতি মনোরম। পরপারে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের লীলাস্থান, রাণী রাসমণির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর এই পুণ্য তীর্থ বেলুড় মঠ সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের লোকের পক্ষেই দর্শনীয়।

বালী—ইহা একটি প্রাচীন শহর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে যে সুবৃহৎ ও সুপ্রশস্ত লৌহ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে উহা এখানকার দ্রষ্টব্য। লর্ড ওইলিংডন্ ইহার উদ্বোধন-কার্য্য সমাধা করেন। সেতুটির নাম দেওয়া হইয়াছে "ওইলিংডন্ সেতু"। বালীর খালের উপর যে সেতু আছে প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময় বাংলার এরূপ সুদৃঢ় ও সুন্দর সেতু কোথাও ছিল না। এখানে একটি প্রাচীন পুস্তকাগারে বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। এরূপ সুবৃহৎ ও মূল্যবান গ্রন্থাগার বাংলায় খুব কমই আছে। এখানে একটি কলেজও আছে। এই দুইটিই স্বনামধন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্ত্তি। বালীর উপর প্রান্তে ছোট দুইটি শিব-মন্দির বিশপ হিবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কোন্নগর—ইহাও একটি পুরাতন শহর। বাংলায় বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এখানে একটি ডক্ ছিল, উহা বর্ত্তমান দ্বাদশ মন্দির ও ঘাটের উত্তরে অবস্থিত ছিল। এখন সে ডকের চিহ্নমাত্রও নাই। ঘাট ও মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নাম হরসুন্দর দত্ত।

রিসড়া—ইহার সমৃদ্ধি পূর্ব্বে অধিক ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের এই স্থানে একটি পল্লী-নিবাস ছিল, তাহাকে "রিসড়া হাউস্" বলিত। অদ্যাপি তথায় "হেষ্টিংস্ ঘাট" নামে একটি ঘাট দৃষ্ট হয়।

মাহেশ—ইহাও একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। এখানে যে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও ইহার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য যেরূপ প্রচারিত, পুরীর পর বোধ হয় এরূপ আর অন্যত্র নাই। এই দেব-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রথের সময় এখানে মহা ধূমধাম হইয়া থাকে। এখানকার প্রথম রথখানি এক মোদক দান করিয়াছিলেন।

মাহেশের নিকট বল্লভপুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লব দেবের জন্য প্রসিদ্ধ। যাওরার রুদ্র পণ্ডিত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

শ্রীরামপুর—খ্রীষ্টান মিশনারীদের সংশ্রবেই প্রধানতঃ শ্রীরামপুর প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান বাংলা ভাষার গঠনমূলে এই প্রাচীন নগরীর দান অমূল্য। ডাক্তার মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরি সৃষ্ট মিশন দ্বারা যেমন বাংলায় দেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল সেরূপ তাঁহাদেরই পরিশ্রমে বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ এখান হইতেই তাঁহারা প্রকাশ করেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় প্রথম বাংলায় মিশনারী ছাপাখানা স্থাপিত হয়। বৈদেশিক ভাবে প্রথম বাংলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহারাই করেন। ভারতে প্রথম ষ্টীম এঞ্জিন্ এই স্থানের কাগজের কলেই আনীত হয়। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" এবং প্রথম বাংলা অক্ষরে নামসহ ভারতের মানচিত্র এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর কলেজও মিশনারীদের অন্যতম কীর্ত্তি। এখানকার

গোরস্থানে পূর্ব্বোক্ত মিশনারী-ত্রয়ের সমাধি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি কাপড়ের কল ও একটি

উইলিয়ম কেরি

সুতার কল আছে। প্রাচীন শ্রীরামপুর কলেজটিও উল্লেখ-যোগ্য।

তারকেশ্বর—ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া খ্যাত। বাবা তারকনাথ দর্শনার্থ এখানে বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে। শিবরাত্রির সময় এখানে একটি মেলা বসে, সে সময় বহুসহস্র যাত্রী সমাগম হয়। শেওড়াফুলী ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত একটি স্বতন্ত্র লাইন আছে।.

শেওড়াফুলী—এখানকার কালীবাটী ও হাট প্রসিদ্ধ। এখানকার রাজা-মহাশয়েরা এই উভয়েরই প্রতিষ্ঠাতা।

বৈদ্যবাটী—এখানেও একটি অতি পুরাতন সমৃদ্ধ হাট হইয়া থাকে। এখানকার গ্রাম্য দেবী শ্রীশ্রী৺ভদ্রকালী অতি জাগ্রত। সুপ্রসিদ্ধ নিমাইতীর্থের ঘাট এইখানে প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে জগন্নাথ দর্শনার্থ যাইবার কালে গঙ্গাতীরে এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে ঘাট-সান্নিধ্যে একটি নিমগাছ রোপিত হইয়াছিল। তদবধি এই স্থান "নিমাইতীর্থ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চন্দননগরের স্বনামধন্য কাশীনাথ কুণ্ডু উক্ত ঘাটের চাঁদনী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বাংলার প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'র সহিত এই স্থানের সম্পর্ক আছে। এই অঞ্চলের মধ্যে পথিকদের জন্য ডাকবাংলো সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যবাটীতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গৌরহাটী—আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এই স্থানটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। ইহার কতক অংশ বৃটিশ এবং কতক অংশ ফরাসী দ্বারা অধিকৃত। এক সময় ইহা ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লের একটি রম্য উদ্যান-ভবন বা পল্লীবাস ছিল। গ্রাঁপি (Grandpre) ও কুরি (Right Rev. Daniel Currie) ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এই প্রাসাদকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভবন বলিয়াছেন। এক্ষণে এই প্রাসাদের আর কোন চিহ্ন নাই, কেবল একটি স্তম্ভের অতি সামান্য অংশ মাত্র একটি অশ্বত্থ তরু জড়াইয়া আছে। ১৬৭০ সালে ষ্ট্রাভোরিনস্ (Stravorinus) সহস্রাধিক লোক ধরিতে পারে ইংরেজদের এমন একটি সামরিক দুর্গ এখানে দেখিয়াছিলেন। ১৭৫৭ সালের মে-জুন মাসে মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সন্ধির উদ্দেশ্যে ক্লাইব এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১২ই জুন তিনি এই স্থান হইতেই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়া পলাশী-প্রাঙ্গণে জয়লাভ দ্বারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

প্রাচীন কালের গৌরবময় যুগে এই স্থানে ফরাসীদের একটি নাট্যশালা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গী কবি এণ্টনি সাহেব এই গৌরহাটীতেই বাস করিতেন।

ভদ্রেশ্বর—ইহাও অতি প্রাচীন গ্রাম। শ্রীশ্রী৺ভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও ভদ্রেশ্বরগঞ্জের জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। ভদ্রেশ্বরদেবের উৎপত্তির বিবরণ অজ্ঞাত। সাধারণের বিশ্বাস কাশীর বিশ্বেশ্বর, দেওঘরের বৈদ্যনাথদেবের ন্যায়

ইনিও স্বয়ম্ভূ। পূর্ব্বে কালনা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে এতবড় গঞ্জ আর ছিল না।

ভদ্রেশ্বরের নিকট তেলিনী পাড়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামটিতে সুপ্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির প্রসিদ্ধ।

চন্দননগর—ভাগীরথী-তীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইংরেজদের কথা ছাড়িয়া দিলে এক্ষণে কেবলমাত্র ফরাসীরা ভিন্ন তাঁহাদের আর কেহই নাই। চন্দননগর এই ফরাসীদেরই একটি উপনিবেশ। গঙ্গার ধারে এখনও ইহা একটি সুন্দর নগরী হইলেও ইহার পূর্ব্ব-শ্রী আর নাই; এখন অতীতের স্মৃতি বুকে করিয়া আছে মাত্র। এ স্থানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছিল এখানকার শিল্প ও বাণিজ্যে। পূর্ব্বকালে এখানে রেশম, নীল, চাউল, বস্ত্র, দড়ি, চিনি প্রভৃতির কাজ খুব বেশী ছিল। তখন সুরাট, তিব্বত, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এখানকার সূক্ষ্ম-বস্ত্র তখন ইউরোপেও রপ্তানি হইত। কিন্তু চন্দননগরের প্রসিদ্ধি শুধু ইহাতেই নহে; এই স্থানের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। চন্দননগরের গৌরবময় যুগে এখানে ফোর্ট দ্য আরলাঁ নামে কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম্‌ এবং হুগলীর ওলন্দাজ দুর্গ অপেক্ষা দৃঢ় ও আড়ম্বরপূর্ণ একটি দুর্গ ছিল। আজ যে পরাক্রান্ত বৃটিশ জাতি জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়, ১৭৫৭ সালে ২৩শে মার্চ্চ এই দুর্গ-পাদমূলেই তাঁহাদের ভাগ্য-পরীক্ষা হইয়াছিল। ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে যে নীতি অবলম্বনে এই চন্দননগরে বসিয়া একদিন ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই নীতি গ্রহণ করিয়াই আজ তাঁহারা ভারতের অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান জাতি।

এখানে পূর্ব্ব-গৌরবের মধ্যে আছে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত "নন্দদুলালের মন্দির।" তাউৎখানার বাগানে ওলন্দাজদের উপাসনা-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, গঙ্গার ধারে, কনভেণ্ট-সংলগ্ন গির্জ্জা, কোম্পানীর সময়ের গোরস্থান ও লালদীঘি এবং এখানকার জাগ্রত দেবী শ্রীশ্রী৺বোড়াইচণ্ডী, শ্রীশ্রী৺দশভূজা ও শ্রীশ্রী৺ভুবনেশ্বরী মাতা বিরাজ করিতেছেন। এই নগরেই সুপ্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা রাসু নৃসিংহ, গোরক্ষনাথ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নীলমণি পাটুনি, এণ্টনি ফিরিঙ্গী, বলরাম কপালী, পাঁচালী-ওয়ালা চিন্তেমালা, নবীন গুঁই, কথক রঘুনাথ শিরোমণি, তমাল অধিকারী এবং বৌ মাষ্টার, মদন মাষ্টার, ব্রজ অধিকারী, মহেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালাগণ বাস করিতেন।

বর্ত্তমান যুগের কথা আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হয় বাঙালীর দ্বারা সর্ব্বপ্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা) এই চন্দননগরে। গত মহাযুদ্ধে প্রথম যিনি (যোগেন্দ্রনাথ সেন) প্রাণ দিয়াছিলেন তিনি চন্দননগরবাসী। প্রথম বাঙালী সৈন্যদল যাঁহারা যুদ্ধে গিয়াছিলেন, তাঁহারা এই স্থান হইতেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা যখন প্রথম উন্মেষ হয় সে সময় তিনি এইখানেই বাস করিতেন। আর কানাইলালের জন্মস্থান এই চন্দননগরে।

এখানকার ষ্ট্র্যাণ্ডরোডটি পরম রমণীয় ও দ্রষ্টব্য স্থান। একটি সুন্দর রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা, ডুপ্লে কলেজ ও স্কুল, চন্দননগর পুস্তকাগার, নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির ও হুগলী জেলার মধ্যে মেয়েদের জন্য একমাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির। এখানে আগন্তুকদের থাকিবার জন্য "শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম" নামে একটি অতিথি-ভবন আছে।

চুঁচুড়া—ওলন্দাজদের অধিকারে আসার পর হইতেই চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি, ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না। এখানে গাস্‌টেভাস্‌ নামক একটি দুর্গ ছিল। উহা কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম ও চন্দননগরের ফোর্ট দ্য আরল্যাঁর সমসাময়িক। ফরাসীদের মত ওলন্দাজরাও বৃটিশদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাদের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা হারাইয়াছিলেন। ইংরেজ-শাসনে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধনৈশ্বর্য্যে তাঁহারাই ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইংরেজাধিকারে আসার পর দুর্গ ও গভর্ণমেণ্ট ভবন বিনষ্ট

করিয়া ফেলা হয় এবং তৎস্থানে একটি ব্যারাক নির্ম্মিত হয়। উহার মধ্যে এক সহস্র লোকের থাকিবার স্থান ছিল। এক্ষণে এই বাটীতে কাছারি, কলেক্টরী প্রভৃতি আছে। এতাদৃশ দীর্ঘ অট্টালিকা ভারতের মধ্যে কমই আছে। এখানে হুগলী কলেজ, কলিজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসা জেলার গৌরবের বস্তু। ইহা প্রাতঃস্মরণীয় দানশীল মাহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীনের অন্যতম কীর্ত্তি। এখানে আর ৩টি ইংরেজী বিদ্যালয় আছে।

এখানকার প্রাচীন সৌধাদির মধ্যে আরমেনীয়দের দ্বারা ১৬৯৫ সালে নির্ম্মিত খ্রীষ্টান উপাসনা-মন্দির, গঙ্গার ধারের গির্জ্জা ও গোরস্থানটি উল্লেখযোগ্য। স্বনামধন্য মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সুরসিক সাহিত্যিক দীননাথ ধর মহাশয়ের আবাসস্থান এইখানেই। এখানকার গ্রাম্যদেবতা শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বর জীউ নামক মহাদেব অতি প্রসিদ্ধ। ইঁহার প্রতিষ্ঠার বিষয় কিছুই জানা যায় না।

হুগলী—ভাগীরথী-তীরে যে কয়েকটি স্থানে পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে হুগলীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অপর সকল স্থান অপেক্ষা প্রাচীন। পোর্ত্তুগীজরাই এখানে প্রথম আসিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইহার পরিচয়। তাঁহাদের আগমন-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন ১৫৩৭ সালে, আবার কেহ বলেন ১৫৭০ সালে। খ্রীষ্টান-নির্ম্মিত বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম নির্ম্মিত সৌধ ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা ১৫৯৯ সালে তাঁহাদের দ্বারাই ব্যাণ্ডেলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পুরাতন গির্জ্জা ও হাজি মহম্মদ মহসীনের অতুলনীয় কীর্ত্তি ইমামবাড়া এবং গঙ্গার উপর লৌহ-নির্ম্মিত সেতু জুবিলী ব্রীজ এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। ইমামবাড়া নির্ম্মাণকল্পে প্রায় পৌণে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে নানা দিক দিয়া হুগলীর সমৃদ্ধি ছিল। ইহা একটি ঐতিহাসিক নগর। মুসলমানেরা হুগলীতে পোর্ত্তুগীজদের পরাজিত করার পর, পঞ্চদশ শত বৎসর বাণিজ্য-সম্পদে সম্পদশালী সাতগাঁ পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতেই তাঁহারা বাংলার রাজকীয় বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীগণ যতদিন পর্য্যন্ত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে অসমর্থ ছিলেন ততদিন তাঁহারা এই স্থানেই ব্যবসা করিয়াছিলেন। এই সময় মোগল-শাসনকর্ত্তা হুগলীতে বাস করিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ নবাব খাঁ জেহান খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার ছিলেন। তিনি মুসলমানদের দুর্গমধ্যে বাস করিতেন। ক্লাইব উহা ধ্বংস করেন, এক্ষণে আর উহার চিহ্নমাত্র নাই। এখানেবর ফ-তোলার মাঠ নামে যে মাঠটি দেখা যায় পূর্ব্বে তথায় বরফ প্রস্তুত হইত। বাংলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলীতে। উইলকিন্স (Charles Wilkins) সাহেব পঞ্চানন কর্ম্মকার ও মনোহর দাসের সহায়তায় এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৭৮ সালে হালহেড

ইমামবাড়া—হুগলী

সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ এই ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। এখানে মল্লিক কাশিমের হাট নামে একটি প্রসিদ্ধ হাট আছে। সুবিখ্যাত গৌরী সেন মহাশয়ের হুগলীতে বাড়ী ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির এখনও বিরাজিত। হুগলীর অনতিদূরে কেওটা নামক স্থানে সারকিট হাউস্ নামক একটি ঐতিহাসিক বাড়ী আছে।

চন্দননগরের প্রাচীন গির্জ্জা

হুগলী কলেজ

বংশবাটী—এখানকার রাজা-মহাশয়দের পরিচয়েই এ-স্থানের পরিচয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বংশের নৃসিংহদেব একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। এখানকার গৌরব ত্রয়োদশ-চূড় হংসেশ্বরী মন্দির তিনিই পত্তন করেন এবং তাঁহার স্ত্রী রাণী শঙ্করী এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়া উহাও চতুর্দ্দশেশ্বর দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লিখিত নৃসিংহদেব ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্য একখানি বাংলার মানচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় তন্ত্র ও কাশী-খণ্ড তর্জ্জমা বিষয়েও তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। পুরাতন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে এখানকার বিষ্ণুমন্দিরটি দেখিবার জিনিষ। শ্রীশ্রীহংসেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর। বাঁশবেড়িয়াতে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত-শিক্ষার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। ১৮১৮ সালে এখানে সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য বার-চৌদ্দটি টোল ছিল। বাঙালী যাজক লইয়া খ্রীষ্টান উপাসনা-মন্দির এই স্থানেই প্রথম স্থাপিত হয়। সেই যাজকের নাম তারাচাঁদ। এখানে পূর্ব্বে নীলের কাজ অনেক ছিল। এখনও পুরাতন নীলকুঠীর বাটী এখানে দেখা যায়। দীনবন্ধু মিত্র রচিত "নীলদর্পণ" নাটকের নীলকুঠীর স্থান এই বংশবাটী।

ত্রিবেণী—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থান এই ত্রিবেণী হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ। দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত "পবন দুতম্" নামক সংস্কৃত কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ আছে। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে ইহা একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য স্থান ছিল। এক সময় এখানে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এবং ত্রিশটিরও অধিক সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় তিনি হিন্দু আইন প্রকাশের বিশেষ ভার লইয়াছিলেন। উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ত্রিবেণীর ঘাট ও তাহার অনতিদূরে সপ্ত শিব মন্দির এবং জাফর খাঁ গাজির সমাধি ও মসজিদ ভিন্ন আর কোন প্রাচীন নিদর্শন এখানে নাই। মসজিদটি ১২৯৮ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া উহার উপাদান হইতে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই জাফর খাঁ মুসলমান হইলেও শুনা যায় গঙ্গাদেবীর পূজা করিতেন।

ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে

দক্ষিণেশ্বর—একটি সামান্য গ্রাম হইলেও এখানকার শ্রীশ্রীকালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকায় স্থানটিকে তীর্থে পরিণত করিয়াছে। হিন্দু মাত্রেরই পুণ্যবতী রাণী রাসমণির এই মহাকীর্ত্তি দর্শন করা কর্ত্তব্য। এখানে আরও বহু দেবদেবী বিরাজিত আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাস-কক্ষটি এখনও তাঁহার শয্যা ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। গঙ্গাবক্ষ হইতে মন্দির-শোভিত এই স্থানটি অতীব মনোরম।

দমদম—এখানকার গান এণ্ড শেল্ ফ্যাক্টরী প্রধান উল্লেখযোগ্য। নব-প্রতিষ্ঠিত য়্যারোড্রম্ একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

পানিহাটী—ইহা বৈষ্ণবদের একটি প্রিয় স্থান। রাসযাত্রার সময় এবং বৈষ্ণবী মেলা নামে বৎসরে এখানে দুইটি মেলা হইয়া থাকে। রাঘবপণ্ডিতের মাধবীলতা ও সমাধি ভক্তজনের পক্ষে দর্শনীয়। কথিত আছে, পণ্ডিত-প্রবরের দ্বারা এই মাধবীলতা রোপিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে এই শ্রীপাট পানিহাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে এই সময় একটি উৎসব ও বৈষ্ণব-প্রদর্শনী হইতেছে।

ইহার অনতিদূরে খড়দহ। নিত্যানন্দ প্রভুর এই স্থানে আগমন ও বাস হইতে ইহার প্রসিদ্ধি। এখানে নেড়ানেড়ির মেলা হইয়া থাকে।

ব্যারাকপুর—গভর্ণর-জেনারেলের পল্লী-বাস রূপে এই স্থানটি দীর্ঘকাল হইতে পরিচিত। দেশীয় লোকেরা স্থানটিকে চানক্ নাম অভিহিত করিয়া থাকে। ১৬৮৯ সালে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক এই স্থানে একটি বাংলো নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন ইহা হইতে চানক নামের উৎপত্তি। এখানকার সৈন্যাবাস, পার্ক, সাহসী সৈনিকদিগের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে সৃষ্ট মেমোরিয়েল হল, গভর্ণমেণ্ট হাউস্, প্যারেড গ্রাউণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থান। অসাধারণ বাগ্মী সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যারাকপুরের মধ্যে মণিরামপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

টিটাগড়—পূর্ব্বকালে এখানে একটি ডক ছিল। তৎপরে উদ্ভিদতত্ত্ব-বিষয়ে পরীক্ষার জন্য এখানে কোম্পানীর একটি ৩০০ বিঘা বাগান উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ওয়ালিচের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এখানকার কাগজের কল দ্রষ্টব্য।

শ্যাম নগর—এখানকার বর্ত্তমান দ্রষ্টব্য শ্যাম নগরের অন্তর্গত মুলাযোড়ের কালী মন্দির। এই ব্রহ্মময়ী কালী-মূর্ত্তি ও দ্বাদশ শিব কলিকাতার গোপীমোহন ঠাকুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইহার পার্শ্বেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ, অতিথিশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, মারাঠাদের আক্রমণের সময় বর্দ্ধমানের রাজার দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কেহ অনুমান করেন, উহা বাঁকি-বাজারস্থ অষ্টেণ্ড কোম্পানীর কুঠীর অংশবিশেষ।

শ্যাম নগরের পর ভাটপাড়া ও কাঁঠালপাড়া নামক গ্রাম দুইটিও প্রসিদ্ধ। ভাটপাড়া পণ্ডিত-প্রধান স্থান ও সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র। কাঁঠালপাড়া বাংলার ঔপন্যাসিক-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবাস-স্থান। বঙ্কিমবাবু বাটীর যে-কক্ষে বসিয়া লেখনী চালনা করিতেন সে-কক্ষটি এখনও আছে। 'চন্দ্রশেখরে' বর্ণিত ভীমা পুষ্করিণীর কল্পনা যাহা হইতে আসিয়াছিল সে জলাশয়টিও দেখা যায়।

ঘোষপাড়া—এই স্থানেই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এখানে "হিমসাগর" নামে একটি জলাশয় আছে। সাধারণের বিশ্বাস ইহার জল-স্পর্শে মনোভিলাষ সিদ্ধ হয়। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউল চাঁদের শিষ্য ও উত্তরাধিকারী রামশরণ পালের সমাধির নিকট একটি ডালিম গাছ আছে; কিংবদন্তী এইরূপ যে, এই দাড়িম্বতলের মৃত্তিকা-স্পর্শে সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।

হালি সহর—সাধক কবি রামপ্রসাদের সাধনার স্থান হালি সহর এমন কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না হইলেও ভক্তজনের পক্ষে ইহা আদরের স্থান। এখানকার "চৈতন্য ডোবা" চৈতন্যদেবের পুণ্য স্মৃতির সহিত বিজড়িত। রামপ্রসাদের সমসাময়িক ভক্ত-বৈষ্ণব আজু গোঁসাইয়ের ইহা জন্মস্থান। তাঁহার ভিটা এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ যে পঞ্চবটীতে বসিয়া সাধনা করিয়াছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান। সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেনের পূর্ব্বপুরুষেরা এই স্থানে বাস করিতেন।

হালি সহরের নিকট বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান কুলের পাট। কথিত আছে, কুলিয়া গ্রামের বাচস্পতি-গৃহে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন কয়েক দিনের জন্য বাস করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভুর কৃপায় কুলিয়া নরনারীর অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিয়া তিনি বর দিয়াছিলেন। গ্রামের জাগ্রত দেবতা গৌর নিতাই ও দ্বাদশ বকুল এখানকার দ্রষ্টব্য। অগ্রহায়ণ মাসের একাদশী তিথিতে দীর্ঘকাল হইতে শ্রীপাট অপরাধ-ভঞ্জনের মহোৎসব ও একটি মেলা বসিয়া থাকে।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান—যাঁহারা সময়ক্ষেপ করিতে পারেন, তাঁহারা বর্দ্ধমান ও কালনায় গিয়া বর্দ্ধমানের রাজাদের কীর্ত্তি সকল দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। কলিকাতা হইতে সুন্দরবন, ক্যানিং এ-সব স্থানও বেড়াইয়া আসা বিশেষ অসুবিধা নাই। কলিকাতার অতি নিকটে মুচিখোলা, মেটিয়াবুরুজও দেখিয়া আসা দরকার। ষ্টীমার-যোগে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত যাতায়াত বেশ আনন্দদায়ক।

কুলের পাটের মন্দির

নিমাইতীর্থের ঘাট—বৈদ্যবাটী

চুঁচুড়ার গোরাবারিক
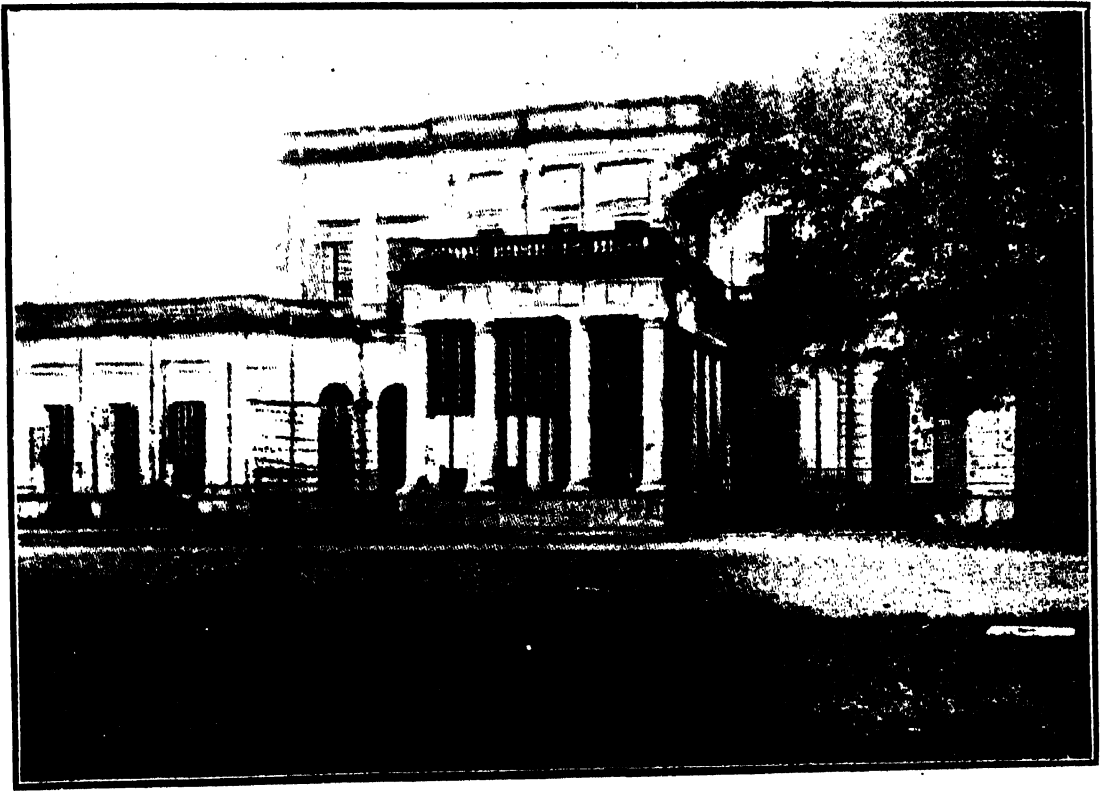
হেষ্টিংস্ হাউস

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটী—কাঁঠালপাড়া

রামপ্রসাদের পঞ্চবটী—হালিসহর

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা

মুলাযোড়ের কালীবাড়ী

অভয়চরণ মিত্র—ইনি সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধর। নবরত্নের মন্দির ভূমিসাৎ হইবার পর ইনি একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

অক্রূরচন্দ্র দত্ত—ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের নিকট সুবিখ্যাত দত্ত-পরিবারসম্ভূত অক্রূরচন্দ্র দত্ত-মহাশয় কোম্পানীর আমলে কমিসারিয়েট্ বিভাগে কার্য্য করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করেন। বীরভূমের যুদ্ধব্যাপারে তিনি ইংরেজ-সেনার সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই দত্ত-বংশ নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের জন্য কলিকাতা-সমাজে বিশেষ পরিচিত। খ্যাতনামা মহিলা-কবি গিরীন্দ্রমোহিনী এই দত্ত-পরিবারের বধূ ছিলেন।
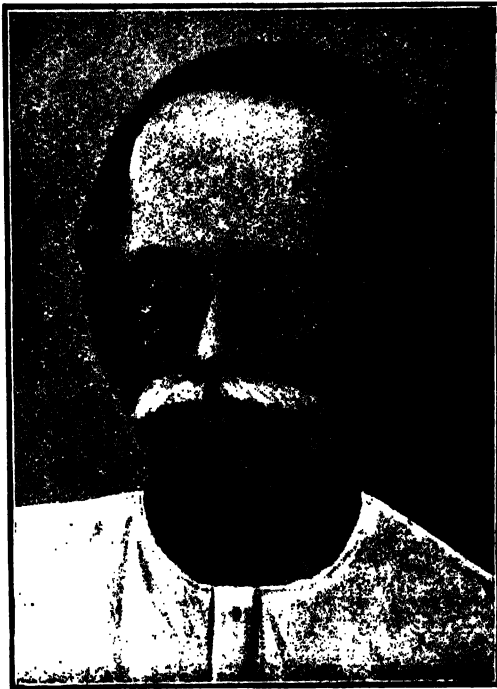
অক্ষয়কুমার দত্ত—১২২৭ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮২০ সালে নবদ্বীপের সন্নিহিত চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে খিদিরপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি প্রথম তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকরূপে মাসিক আট টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৩ সালে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার সম্পাদক হন। তত্ত্ববোধিনীর সাহায্যে তিনি দেশীয়-গণের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাঁহার দেহ-মন নিয়োজিত করেন। তিনি কবিতায় গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুরের দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। ইনি ১২৩৬ সালে ২৯শে চৈত্র, ইং ১৮২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ আদালতে নাজিররূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে সিনিয়ার সরকারী উকিল হন। হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, ১৮৭০ সালে তিনি উক্ত আসন লাভ করেন। তিনি কিছুদিনের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং ফ্যাকাল্‌টি অব্ ল-র সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৭১ সালে মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোকপ্রাপ্ত হন।

অমৃতলাল বসু—ইনি ১২৬০ সালে ৬ই বৈশাখ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের ইনি একজন অন্যতম উদ্যোগী। ইনি প্রথমে ন্যাশন্যাল্, বেঙ্গল্ প্রভৃতি নাট্যশালার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। পরে ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ ও অন্যতম অংশীদার হন। সুনিপুণ অভিনেতারূপেই ইঁহার খ্যাতির সূত্রপাত হইলেও ইনি এক জন সাহিত্যরথী, সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার লিখিত "বিজয়-বসন্ত," "তরুবালা," "হরিশ্চন্দ্র" প্রভৃতি নাটক ও "বিবাহবিভ্রাট", "তাজ্জব ব্যাপার", "একাকার" প্রভৃতি প্রহসনগুলি বাংলার বিশেষ আদরের বস্তু। ইনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের একবার সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্যামবাজারে ইঁহার চেষ্টায় একটি বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'অমৃত মদিরা' ইঁহার একটি সুকাব্য। ১৩৩৬ সালে ১৮ই আষাঢ় ইঁহার মৃত্যু হয়।

অক্ষয়কুমার বড়াল—ইনি ১৮৬০ সালে চোর-বাগানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদিনিবাস চন্দননগর। ইনি এক জন সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত "প্রদীপ," "এষা", "শঙ্খ" "কনকাঞ্জলি" প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় এক সময় বিশেষ আদৃত ছিল।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—১২৮৫ সালে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি এক জন যশস্বী অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন। প্রথম সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশন্যাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে তিনি এক জন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে তাঁহার পারদর্শিতা অসাধারণ ছিল। ১৩১৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী এক জন সুপরিচিত সাহিত্যসেবী এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—ইনি কতিপয় গীতিনাট্য, নাটক ও সঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত "নন্দবিদায়" এক সময় খুব প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ও রমেশচন্দ্র দত্তের অনেকগুলি উপন্যাস কৃতিত্বের সহিত ইনি নাটকাকারে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—বাংলার উজ্জ্বলতম রত্ন বাণীর বরপুত্র আশুতোষ ১৮৬৪ সালের জুন মাসে ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিয়া প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং পরে বি-এল ও ডি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার ন্যায় মেধাবী ও প্রতিভাবান্ ছাত্র অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হাইকোর্টে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ব্যবহারাজীবীরূপে তাঁহার দক্ষতা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে ১৯০৪ সালে হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিন তিনি অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির আসনও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মবীর আশুতোষের প্রসিদ্ধি ইহাতেই শেষ হয় নাই, তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার সংস্কার ও উন্নতিসাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, উচ্চ পরীক্ষাসকলের প্রধান পরীক্ষক এবং ইহার প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও বড়লাটের সভার সদস্যপদ তিনি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১৯০৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে মনোনীত হন। তিনি অশেষবিধ সংস্কার সাধন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে নূতন সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। আট বৎসর কাল উক্ত পদে আসীন থাকিয়া তিনি উহা ত্যাগ করেন। পরে বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক ইউনিভার্সিটি কমিশনের সভ্য মনোনীত হন। আজ তাঁহারই চেষ্টায় বঙ্গভাষা এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-স্থিত তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তিতে তাহা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।

আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় অল্পে দেওয়া বা তিনি যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন তাহার সম্যক উল্লেখ সম্ভবপর নহে। তাঁহার উপাধি-তালিকাও বহু। তিনি সি-আই-ই, নাইট্, সরস্বতী, বাণী-বিনোদ, সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী, শাস্ত্র-বাচস্পতি, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ১৯২৪ সালে পাটনায় অকস্মাৎ এই মহাপুরুষের দেহান্ত ঘটে। একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ ভিন্ন আর কাহারও মৃত্যুতে সমগ্র ভারতকে এরূপ শোকাচ্ছন্ন করে নাই। তাঁহার

নশ্বর দেহ কলিকাতায় আনীত হইলে যেরূপ সমারোহের সহিত তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় তাহাও অপূর্ব্ব। কলিকাতার রসা রোড নামক বিস্তৃত রাজপথটির নাম আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড রাখা হইয়াছে এবং ধর্ম্মতলার নিকট তাঁহার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বাড়ীটি "আশুতোষ বিল্ডিং" নামে অভিহিত। ভবানীপুরে হাজরা পার্কে আশুতোষ কলেজ ও স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। আশুতোষ মনে-প্রাণে, আহারে-পরিচ্ছদে সর্ব্বাংশে এক জন আদর্শ বাঙালী ও হিন্দু ছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার।

আশুতোষ চৌধুরী—ইনি এক জন দেশবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও সুবক্তা ছিলেন, কয়েক বৎসর হাইকোর্টে জজিয়তিও করিয়াছিলেন। ইনি বহু ভাষা ও বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং এক জন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। তিনি এক সময় স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। চিত্রকলায় এবং সঙ্গীত-শিল্পের উন্নতিকল্পে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ পাইত। ১৯২৪ সালে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্যর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি এই যুগের ভদ্রতা ও শিক্ষার অপূর্ব্ব প্রতীক্।

আশুতোষ দে—ইনি এবং রসময় দত্ত, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বীর-নরসিং মল্লিক ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহোদয়গণ সুপ্রীম কোর্টে প্রথম জুরির কার্য্য করেন।

আশুতোষ দেব—ইনি ছাতুবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যায় ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল এবং বিবিধ বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিয়া অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনার্থ তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশীধামে ও তারকেশ্বরে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে। বীডন ষ্ট্রীটে
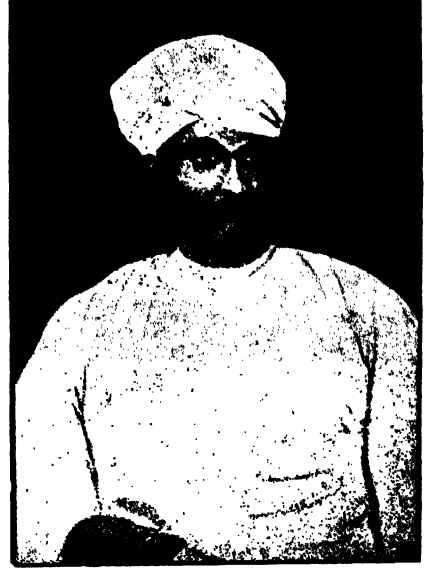
"ছাতু বাবু"র বাজার আজও বর্ত্তমান। তাঁহার জন্ম ১২১০ সালে ও মৃত্যু ১২৬২ সালে।

আনন্দীরাম—১৮০২ সালে ইনি হিন্দু ছাত্রদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

আত্মারাম ব্রহ্মচারী—ইনি একজন সাধক ছিলেন। জনপ্রবাদ, কালীঘাটের জঙ্গলের মধ্যে কালীকুণ্ড হ্রদের নিকট সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে করিতে তিনি এক অপূর্ব্ব দীপ্তিময় প্রস্তর-খোদিত মুণ্ড ও তৎসন্নিধানে পদাঙ্গুলি দর্শন করেন। তৎপরে অদূরে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ নকুলেশ্বর ভৈরবকেও দেখিতে পান। তিনিই এই মূর্ত্তি ও অঙ্গুলি স্থাপনা করিয়া পূজা প্রচার করেন।

আবদুল লতিফ—১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেবলমাত্র কিছু দিনের জন্য কলিকাতা পুলিস আদালতের অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি বহুদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর

ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। Mohammedan Literary Society ইঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সরকার

কর্ত্তৃক ইনি প্রথম "নবাব" পরে "সি-আই-ই" এবং শেষে "নবাব বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আনন্দমোহন বসু—১২৫৪ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮৪৭ সালে ময়মনসিংহ জেলায় ইঁহার জন্ম হয়। প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম Wrangler উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সিটি স্কুল ও কলেজ ইঁহার দ্বারাই স্থাপিত হয় ইনি ১৮৮৯ সালে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে

বঙ্গভঙ্গের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তি-স্থাপন-সভার সভাপতি হন। ১৩১৬ সালের ভাদ্র মাসে, ইং ১৯০৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আনন্দকৃষ্ণ বসু—ইনি স্যর রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র। ইনি ১৮২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে ইঁহার ন্যায় ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষিগণ ইঁহার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলি—ইনি ১৮৪৯ সালে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। অল্পদিন পরে সরকারী বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে যান এবং ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসেন। ১৮৮৪ সালে ইনি ঠাকুর-আইনের অধ্যাপক এবং পরিশেষে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতিরূপে

অক্ষয়কুমার সরকার

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মহম্মদ মহসীন

মনমোহন ঘোষ

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী

চৌদ্দ বৎসর সসম্মানে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হন এবং অস্থায়ী-ভাবে কিছুদিন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ইনি Central National Mohammedan Association নামে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে একটি সভা গঠন করিয়া সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল তাহার সম্পাদকের কাজ করেন। ছোটলাট ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত হন।

আবুল হোসেন—ইনি ১২৬৯ সালে হুগলী জেলার বাগনান্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইনি বিলাত, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশে গিয়া চিকিৎসা-বিষয় অধ্যয়ন করেন। ইনি M. D. ও C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি নিজ আবিষ্কৃত হোসেনি ছন্দে 'যমজ ভগিনী', 'স্বর্গারোহণ' 'জীবন্ত পুতুল' নামক তিনখানি কাব্য এবং 'ইসলাম ইতিহাস', 'সতীদাহ' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ইনি ১২২৭ সালের আষাঢ় মাসে বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে ইনি বীরসিংহ হইতে পিতার সহিত পদব্রজে কলিকাতায় আগমন করেন। সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি পান। প্রথম ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে পাঁচ টাকা বেতনে তিনি প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় সাহেবদের পড়াইবার অসুবিধা বোধ করায় ইনি হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে সংস্কৃত কলেজ ও ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে অধ্যাপনা করিয়া শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত হন। এই সময় Special Inspector of Schoolsএর কাজও তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি ছোটলাট হ্যালিডের সহিত পরামর্শ করিয়া নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি এককথায় চাকুরী ছাড়িয়া দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

তিনি বাংলা ভাষার সুহৃদ ছিলেন। "বর্ণ পরিচয়" হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি বিদ্যালয়ের বহু পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর দাতা অধুনা অতি অল্পই দেখা যায়। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ছয় মাস কাল অন্ন-বস্ত্র দান করিয়া শত সহস্র লোককে রক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় মেট্রপলিটান্ এবং বীরসিংহেও তিনি একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার বহু সৎকার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দান করিয়াছিলেন। ১২৯৮ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮৯১ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ইনি ১২১৮ সালে কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায়

আসেন এবং অধিকাংশ সময় জোড়াসাঁকোয় মাতামহের আলয়ে থাকিতেন। সামান্য বাংলা ভিন্ন অন্য কিছু তিনি শিক্ষা করেন নাই ; কিন্তু এই শিক্ষা লইয়াই তিনি তাঁহার সময়ে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদকতায় "সংবাদ প্রভাকর" সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পর "রত্নাবলী" নামে একখানি পত্রিকা তাঁহারই সাহায্যে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হইত। শেষে উহা দৈনিকে পরিণত হয়। "পাষণ্ড পীড়ন" ও "সাধুরঞ্জন" নামে দুই খানি পত্রিকা ও "প্রভাকর" নামে একখানি সুবৃহৎ মাসিকও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬২ সালে ভারতচন্দ্রের জীবনী-সম্বলিত তাঁহার গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন এবং দুই বৎসর পরে "প্রবোধ প্রভাকর" নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১২৬৫ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—ইনি প্রথম বাঙালী পদব্রজে] পৃথিবীপর্য্যটক করিয়াছিলেন।

উদয়নারায়ণ মণ্ডল—ইনি বাওয়ালী নিবাসী একজন জমীদার ছিলেন। কালীঘাটের শ্রীশ্রীশ্যামরাই বিগ্রহের মন্দির ১৮৪৩ সালে ইহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

উদয়নারায়ণ ব্রহ্মচারী—ঠনঠনিয়ায় শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী নামে যে দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন ইহা উদয়নারায়ণ নামক এক শাক্ত ব্রহ্মচারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন ইহার প্রতিষ্ঠা হয় তখন তথাকার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলময় ছিল। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর হালদার-বংশীয় একজন পুরোহিতের উপর এই মন্দিরের ভার অর্পিত হয়। তখন দেবীমূর্ত্তি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ছিল।

উদমন্ত সিংহ (রাজা)—ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা দেবী সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নশীপুরের মহারাজাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অধীনে অনেক নগদী-সেনা ছিল। রেওয়ার রাজার বিরুদ্ধে অভিযানকালে ইনি কোম্পানীকে সেনা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। মুর্শীদাবাদের নবাব নাজিম আলিজার সময় ১৮১০ হইতে ১৮২১ সাল পর্য্যন্ত ইনি দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারে ইহার নামে একটি রাস্তা আছে।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি সাধারণতঃ ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী নামে খ্যাত। ইনি ১২৫১ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮৪৪ সালে খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে এটর্ণীর কার্য্য গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই আইন-শিক্ষায় অনুরাগ জন্মে।
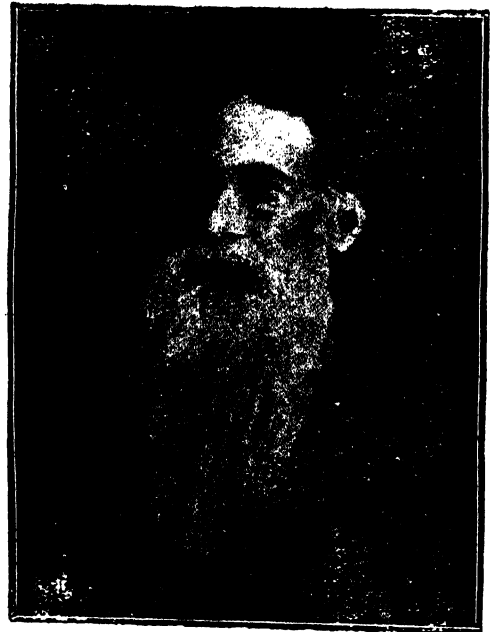
১৮৬৪ সালে বিলাত যাত্রা করেন এবং চারি বৎসর পরে তথা হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন ও কলিকাতায় উক্ত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ইনিই এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল

হন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য এবং উহার প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ লাভ করেন। ইনি জাতীয় মহাসমিতির প্রথম সভাপতি এবং পরে আর একবার ঐ আসন গ্রহণ করেন। দুইবার হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯০২ সালে ইংলণ্ডে গিয়া প্রিভি-কাউন্সিলে ব্যবসায় করিতে থাকেন। তথায় ১৯০৬ সালে ক্রয়ডনে "খিদিরপুর হাউসে" তাঁহার মৃত্যু হয়।

উমেশচন্দ্র দত্ত—ইনি রামবাগানের দত্তবংশ-সম্ভূত। ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান্ ছিলেন এবং বহু দিন যাবৎ কলেক্টরের কার্য্য করেন। ইঁহার নামে একটি রাস্তা আছে।

উমেশচন্দ্র দত্ত—ইনি ১৮৪০ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি হিন্দু স্কুলে, কোন্নগরে ও বেথুন্ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। হরিনাভিতে ইনি একটি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন, কিন্তু তথাকার লোকের প্রতিকূলতায় উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় ইঁহার দেশবাসী এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ইঁহার পিতামহীর দেহত্যাগ ঘটিলে দোকানদারেরা শবদাহের জন্য কাষ্ঠ বিক্রয়ও করে নাই। উমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, সিটি কলেজ ও মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ৪৫ বৎসর ধরিয়া ইনি "বামাবোধিনী" পত্রিকা পরিচালিত করেন। ১৩১৪ সালে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

উমেশচন্দ্র দত্ত—ইনি ১৮২৭ সালে বহুবাজারের দত্ত-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী হইতে বঙ্গানুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সঙ্গীতরচনায়ও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তাঁহার গানগুলি অধিকাংশই হাস্যরসাত্মক ছিল। তাঁহার অধিকাংশ গানই চন্দননগরের ধীরাজ নামক বিখ্যাত গায়ককর্ত্তৃক গীত হইত। উমেশচন্দ্র Hindoo Metropolitan College প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১৮৬১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (মহারাজা)—১৮৩৩।৩৪ সালে দুস্থ ছাত্র ও দরিদ্র বিধবাদের সাহায্যার্থ "শোভাবাজার বেনেভোল্যাণ্ট্ সোসাইটি" নামে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ইনিই তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কেশব রায়চৌধুরী—ইনি বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ। কিংবদন্তী এইরূপ, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়া কালীকুণ্ডতীরে প্রস্তর-খোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া ইনি এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই কালীঘাটের শ্রীশ্রীকালীমাতার প্রতিষ্ঠার মূল। তিনিই প্রথম দেবীর একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। আবার এরূপও জনশ্রুতি আছে, তাঁহার পুত্র সন্তোষ রায়ের অর্থে তদীয় পুত্র রামলাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন রায়ের যত্নে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে কালীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কালীশঙ্কর ঘোষ—ইনি সেকালের একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন। ইঁহার বাটীতে তান্ত্রিকমতে অতি ভয়ানক ভাবে কালীপূজা হইত। শ্যামাপূজার রাত্রে মদ্যপান অব্যাহতভাবে চলিত এবং বলির রক্তে প্রাঙ্গণ ডুবিয়া গিয়া, নর্দ্দামা দিয়া রক্তস্রোত বহিয়া যাইত।

কালীপ্রসাদ দত্ত—ইঁহার পিতার নাম চূড়ামণি দত্ত। ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের পূর্ব্বতন ধনীলোক। চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের সময় একটা গোলযোগ ঘটায় নবকৃষ্ণ তাঁহার দলস্থ কায়স্থগণকে শ্রাদ্ধসভায় যোগদান করিতে না দেওয়ায়, কালীপ্রসাদ বড়িশা বেহালার জমিদার সন্তোষ রায়ের শরণাপন্ন হন। তিনি তথা হইতে নিজ দলস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে লইয়া কালীপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পিতৃদায় হইতে উদ্ধার

করেন। এজন্য দত্ত-মহাশয় ব্রাহ্মণদের পাথেয় বিদায় হিসাবে বহু অর্থ দান করেন। কথিত আছে, এইরূপ দান-গ্রহণ সমীচান নহে বিবেচনা করিয়া সন্তোষ রায় তাহা কালীঘাটের মন্দির-নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করেন।

কৃষ্ণরাম বসু—ইনি ১৭৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নবাবকর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর ক্ষতিপূরণের টাকা অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয়, ইনি তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইনি প্রথমে লবণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। তৎপরে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে হুগলীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইনি বহু সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাশীতে বহুমন্দির প্রতিষ্ঠা, কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত পথিপার্শ্বে আম্র বৃক্ষ রোপণ, গয়ায় রামশীলার সোপানশ্রেণী প্রস্তুত এবং ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময় একলক্ষ টাকার চাউল বিতরণ উল্লেখযোগ্য। মাহেশের সুপ্রসিদ্ধ রথের ইনিই প্রবর্ত্তক।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড)—ইনি ১৮১৩ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যাপক ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে এবং ডাক্তার ডফের সহিত পরিচয়ের ফলে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। "The Inquirer" নামে তিনি একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সরকারের সহায়তায় তিনি Encyclopaedia Bengalensis নামে ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত একখানি গ্রন্থ ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশ করেন এবং ষড়্‌দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ এগারটি ভাষা জানিতেন। তিনি প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎপরে বিশপ কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ডক্টর্ অব্ ল ডিগ্রী এবং সি-আই-ই উপাধির দ্বারা সম্মানিত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বেথুন সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশন, এসিয়াটিক সোসাইটি, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন ও বোর্ড্ অব্ একজামিনারের সদস্য ছিলেন।

কান্তবাবু—সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর পূরানাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। তিনি কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৃটিশের অভ্যুদয় সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি প্রথম হইতেই তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং হেষ্টিংসের বিশেষ উপকার করেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া পরে মুচ্ছুদ্দি এবং শেষে দেওয়ানের (Confidential Secretary) পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি গভর্ণরের সহিত কলিকাতায় বাস করিতেন। সে সময় সরকারের নিকট তাঁহার ন্যায় খ্যাতি-প্রতিপত্তিশালী আর কেহ ছিলেন না। কলিকাতায় জাতিঘটিত মোকদ্দমার বিচারের ভার তখন তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল।

কিশোরীচাঁদ মিত্র—ইনি প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ১৮২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ডফ্ স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৪৪ সালে এসিয়াটীক্ সোসাইটীর সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। "বেঙ্গল স্পেক্টেটর," "বেঙ্গল হরকারা" এবং "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর "ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড" নামক সংবাদপত্রখানি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সদস্য হইয়াছিলেন। হালিডে সাহেব তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় প্রথমে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরে জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—মহাভারত-অনুবাদক সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতের অনুবাদ তাঁহার অতুল কীর্ত্তি হইলেও তাঁহার রচিত "হুতোম পেঁচার নক্সা" সেকালের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল। মহাভারত প্রকাশকল্পে তিনি এত অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল এবং সে জন্য মূল্যবান জমিদারী ও কলিকাতার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। লং সাহেব নীলদর্পণের

ভাষান্তর করিয়া দণ্ডিত হইলে তিনি টাকা দিয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের

তিনি একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট্" পত্রিকার একজন প্রথম ট্রাষ্টী ছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন—সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সমাজ-ধর্ম্ম-সংস্কারক কলুটোলার খ্যাতনামা রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র ১২৪৫ সালে ৫ই অগ্রহায়ণ, ইং ১৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বেঙ্গল ব্যাঙ্কে সামান্য বেতনের একটি চাকুরী গ্রহণ করেন, তৎপরে উহা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হন এবং "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর তিনি "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। পরে তিনি মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে প্রচারার্থ গমন করিয়া তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিক্ষেপ করিয়া আসেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইলে সমাজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিয়া "ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভা" নামক তৎপ্রতিষ্ঠিত সভাকে আশ্রয় করিয়া একটি ব্রাহ্মমণ্ডলী গঠন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। এই সময়েই নারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে "ব্রাহ্মিকা সমাজ" নামে একটি নারী-সমাজও প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬৬ সালে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক এক নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম রাখা হয়। কেশবচন্দ্র উক্ত নব সমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণার্থ সদলে নগরকীর্ত্তন করিয়া তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ছয়-সাত মাস তথায় থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে বহু বক্তৃতা করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই "ভারত-সংস্কার সভা" নামে একটি সভা এবং "ভারতাশ্রম" নামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার কন্যার কুচবিহারে বিবাহ ব্যাপার লইয়া দলাদলির সৃষ্টি

হয় এবং তাঁহার দলের অধিকাংশ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" নাম দিয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ

স্থাপন করিলে, তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত সমাজের "নববিধান" নাম দিয়া তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। ১২৯০ সালে, ইং ১৮৮৪ তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম মেডিক্যাল্ কলেজের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন।

কাশীপ্রসাদ মিত্র—ইনি একজন স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। শবদাহের জন্য তাঁহার নামে চিৎপুরে একটি ঘাট আছে।

কৃষ্ণদাস পাল—১২৪৫ সালে বৈশাখ মাসে, ইং ১৮৩৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি ২৪ পরগণার জজ্ আদালতে অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়েই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিতে থাকেন। পরে উহার সম্পাদক হন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তেজস্বিতার সহিত উহার পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও বড়লাটের সভার সদস্য ছিলেন। তাঁহার

সময়ে তাঁহার ন্যায় সুবক্তা বিশেষ কেহ ছিলেন না। সরকারকর্ত্তৃক তিনি প্রথমে রায় বাহাদুর, পরে C.I.E. উপাধি প্রাপ্ত হন। জনসাধারণের নিকটও তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে তাঁহার একটি প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১২৯১ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮৮৪ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—ইনি আনুমানিক ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষিত প্রজাহিতৈষী জমিদার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি দানশীল ছিলেন, অভাবগ্রস্ত লোকেদের কখনও বিমুখ করিতেন না। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনেক অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। বীডন-উদ্যানে ইঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১২৫৩ সালে মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। হাইকোর্টে ওকালতি
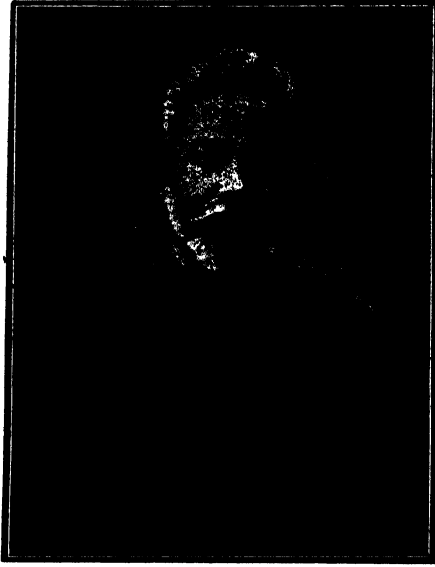
করিতেন। ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী রেজিষ্ট্রার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে শিক্ষা-বিষয়ে ইনি বহু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যন্ সভা স্থাপনে ইনি অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ইনি একজন নির্ভীক সদস্য ছিলেন। ইনি তৎ সময়ে অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। বীডন-উদ্যানে ইঁহার স্মৃতি-চিহ্ন আছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত—১৮৫১ সালে ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। এখানকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন এবং তথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং বাখরগঞ্জের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি নানা স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কাজ করিয়া কলিকাতায় রাজস্ব-পরিষদে জুনিয়ার সেক্রেটারী পদে কার্য্য করেন। তিনি বাংলার এক্সাইস্ কমিশনার এবং তৎপরে উড়িষ্যার কমিশনার এবং ট্রিবিউটারি মহলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। ইনিই প্রথম বাঙালী অস্থায়ী ভাবে কলিকাতার রাজস্ব-পরিষদের সদস্য হন। তিনি বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং কিছুকাল ভারতীয় মৎস্য-সমিতিরও নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। লণ্ডনে ভারত-সচিবের সভারও তিনি সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এ-পদ পান নাই। সরকার তাঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৬ সালে তিনি লোকান্তরিত হন।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়—১২২৭ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহাদের বংশ কৃষ্ণনগর রাজপরিবার দেওয়ান-চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পার্সী ও বাংলা শিখিয়া ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন। ইনি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়া পরে তথাকার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত" নামক কৃষ্ণনগর রাজবংশের একখানি বৃহৎ ইতিহাস ইনি রচনা করেন। ইহা ব্যতীত "গীতমঞ্জরী" এবং একখানি আত্মজীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। সুবিখ্যাত নাট্যকার ও হাস্যরসাত্মক গীত রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার অন্যতম পুত্র। ১২৯২ সালে, ইং ১৮৮৫ সালে ইঁহার দেহান্ত ঘটে।

কৈলাসচন্দ্র বসু—ইনি ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎপরে মিলিটারী একাউন্টেন্ট্ অফিসে একটি কার্য্য পান। ইনি "Literary Chronicle" নামে একখানি ইংরেজী মাসিক বাহির করেন। হিন্দু প্রেট্রিয়ট্, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড ও বেঙ্গলী পত্রে ইনি ইংরেজীতে নানা বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এ-দেশের স্ত্রীলোকদিগের উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। অষ্টাদশ বর্ষকাল তিনি বেথুন্ সভার সম্পাদক ছিলেন এবং Civil Finance Commissionএর সহকারী

সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৮ সালে ইঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইনি ফেয়ার্লী ফার্গুসন্ কোম্পানীর অফিসে মুচ্ছুদ্দির কার্য্য করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে একটি গলি আছে। জন্ম ১২১৬ সালের শ্রাবণ ও মৃত্যু ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে। হিন্দু ইন্টেলিজেন্স্ নামে বিখ্যাত কাগজের সম্পাদক এবং ইংরেজীতেও সুকবি ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—১২৬৬ সালে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ভবানীপুরে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি বার বৎসর কাল "হিতবাদী" নামক সংবাদপত্র অতি নির্ভীক ও তেজস্বিতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি এলাহাবাদে "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" নামক পত্রিকাখানি দেড় বৎসরকাল যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি "এন্টি-ক্রিষ্টিয়ান" এবং "কস্মোপলিটান" নামক আর দুইখানি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি "কড়ি ও কোমল" নামক একখানি কবিতা গ্রন্থ এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সটীকা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিতবাদী পত্রিকায় "রুচিবিকার" নামে ব্রাহ্মগণের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ দ্ব্যর্থবোধক একটি কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি জাপান ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে জাহাজে (১৩১৪ সালে ১৯শে আষাঢ়, ইং ১৯০৭ সালের) ৪ঠা জুলাই তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়।

কাশীনাথ ঘোষ—সিমলার প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাশীনাথ ১৭৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ধনকুবের রামদুলাল সরকারের সহিত একত্র ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। তিনি একজন দাতা, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি এক সময় লটারি খেলায় ৫০,০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় তাঁহার অধীনস্থ আর চারিজন তাঁহার কর্ম্মচারীর অর্থে আর চারিখানি টিকিট তাঁহারই নামে ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি নিজে পঞ্চমাংশের এক অংশ মাত্র লইয়া ৪০,০০০৲ টাকা কর্ম্মচারীদের প্রদান করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কামিনী রায়—ইনি এ-যুগের মহিলা কবিদের শীর্ষস্থানীয়া। ইনি বাখরগঞ্জ জেলায় বাসণ্ডাগ্রামে ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা চণ্ডীচরণ সেন। প্রথম

কবিতা পুস্তক "আলো ও ছায়া" কবি হেমচন্দ্রের ভূমিকাসহ ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। গুঞ্জন, নির্ম্মাল্য, পৌরাণিকী, মাল্য ও নির্ম্মাল্য, অম্বা ইত্যাদি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কবি-প্রতিভার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বিখ্যাত 'জগত্তারিণী' পদক ১৩৩৬ সালে প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি দ্বিতীয় মহিলা এই পদক পান। ১৩৪০ সালে আশ্বিন মাসে তাঁহার বালীগঞ্জের বাটীতে মৃত্যু হয়। সিভিলিয়ান জজ কে, এন, রায় তাঁহার স্বামী ছিলেন। ইনি ১৮৮৬ সালে বেথুন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালে ভারতে প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হন চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। কামিনী সেন (রায়) দ্বিতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট হইয়াছিলেন।

খেলাতচন্দ্র ঘোষ—পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষের পৌত্র খেলাতচন্দ্র একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্ ছিলেন এবং ধর্ম্মরক্ষিণী সভার একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার নামে ও দানে খেলাৎ ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন আজিও বর্ত্তমান।

গুরুচরণ দত্ত—ইনি হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪২ সালে গরাণহাটার বাঁধা-বটতলার উত্তরদিকে মেট্রপলিট্যান একাডেমী নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র বসাক—১৮২৯ সালে ইঁহার দ্বারা একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইঁনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র। ইনিই বাঙালার মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায় তিনি পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন।

গোবিন্দরাম মিত্র—কুমারটুলীর মিত্র-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম রত্নেশ্বর মিত্রের পুত্র ও হংসেশ্বর মিত্রের পৌত্র ছিলেন। ১৬৮৬।৮৭ সালে ব্যারাকপুরের নিকট হইতে প্রথমে গোবিন্দপুর, পরে কুমারটুলীতে উঠিয়া আসেন। পলাশী-যুদ্ধের পর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে ডেপুটী ফৌজদার নিযুক্ত করেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহাকে "ব্ল্যাক ডেপুটী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী ও দুর্দ্দান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আনুমানিক ১৭৩০ সালে তিনি নবরত্নের মন্দির নামে একটি সুবৃহৎ ও সুউচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, বর্ত্তমান অকৃটার্লনী মনুমেণ্ট অপেক্ষা উচ্চতায় ইহা অধিক ছিল। ১৮২০ সালের ভূমিকম্পে ইহা ভূমিসাৎ হয়।

গোকুলচন্দ্র মিত্র—বাগবাজারের মদনমোহন-মূর্ত্তি ইঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনিই বহু অর্থব্যয়ে শ্রীরাধা মদনমোহনের ঠাকুর-বাড়ী, রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এখানে বহু দিন পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত পূজা-পার্ব্বণ যথেষ্ট ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইত। শ্রীশ্রীমদনমোহন-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে

কিংবদন্তী এইরূপ—বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহ মিত্র মহাশয়ের নিকট তাঁহার গৃহদেবতা মদনমোহন-বিগ্রহ বন্ধক দিয়া এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ লন। পরে রাজা মদনমোহনকে যখন উদ্ধার করিতে আসেন তখন একটি অনুরূপ বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া তাহাই রাজাকে প্রদান করা হয়। শ্রীরাধিকার মূর্ত্তিটি তিনিই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। চাঁদনী চকটি এই বংশের সম্পত্তি।

গণেশচন্দ্র চন্দ্র—ইনি একজন খ্যাত-নামা এটর্ণী ছিলেন। জি, সি, চন্দ্রএণ্ড কোম্পানী নামক এটর্ণী ফার্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি শেরিফ, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কলিকাত মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য রূপে নানা জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন।

গুরুদাস রায় (রাজা)—ইনি মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র। ইনিই নবাব মীরজা-ফরের আমলে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, বর্ত্তমানে বীডন গার্ডেন যে স্থানে অবস্থিত, তথায় তাঁহার আবাস-ভবন ছিল। নন্দকুমারের ফাঁসীর পর তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া যান।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—১২৩৬ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮২৯ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম ১৫৲ টাকা বেতনে একটি সামান্য কেরাণীরূপে কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া শেষে রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালী এই পদ প্রাপ্ত হন। সংবাদপত্র-সেবক ও বক্তারূপেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫০ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ চন্দ্রের সহিত একত্র "The Bengal Recorder" নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করেন। "The Hindoo Patriot" পত্রিকা প্রথমে ইনিই প্রকাশ করেন এবং প্রায় তিন বৎসর সম্পাদকতা করেন। তৎপরে হরিশ্চন্দ্র উহার ভার

গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বন্ধুর মাতা ও পত্নীর জন্য তিনি আবার কিছুদিন পেট্রিয়টের ভার লইয়াছিলেন। "বেঙ্গলী" পত্রিকাও তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর অতি দক্ষতা ও স্বাধীনতার সহিত উহা সম্পাদন করেন। শেষজীবনে বেলুড়ে বাসকালীন তথায় একটি সামান্য পাঠশালাকে তিনি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। ১২৭৬ সালে আষাঢ় মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

গঙ্গা ময়রা—বাগবাজারে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি কবি ভোলা ময়রার বংশ-সম্ভূত ছিলেন। ইনি একজন ভূতের ওঝা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

গোপালচন্দ্র শীল—চিকিৎসাশিক্ষার্থ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম যাঁহারা বিলাত যান ইনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন এবং একটি সুবৃহৎ ছাপাখানার মালিক ছিলেন। তাঁহার নামে একটি গলিপথ আছে।

গৌরমোহন ধর—ইনি প্রথম বাঙালী প্লাম্বার ছিলেন। ইঁহার নামে একটি গলিপথ আছে।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—ইনি ১২৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর চারি বৎসর বাটীতে করেন। গ্রেট্ ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি প্রথম অবৈতনিক ভাবে প্রবেশ করিয়া পরে একশত টাকা বেতনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎপরে একে একে মিনার্ভা, ষ্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক ও কোহিনূর থিয়েটারে যোগদান এবং অভিনয়ও করেন। অনেক সময় অধ্যক্ষতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় সুনিপুণ অভিনেতা এবং নাট্যকার কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বসমেত প্রায় সত্তরখানি নাটক, প্রহসন, গীতি-নাট্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ের উপর গিরীশপার্কে (রামবাগানে) প্রতিষ্ঠিত।

গৌরীশঙ্কর দে—ইনি ১৮৪৫ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা ও এম-এ পরীক্ষায় ইনি প্রথমস্থান অধিকার করেন, তৎপরে বি-এল পাস করেন ও রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। তিনি সাতচল্লিশ বৎসর ধরিয়া জেনারেল এসেম্বিলিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন।

অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন, ইহাই পরে ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম প্রাপ্ত হয়। ইহাতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে তিনি ইহার সংশ্রব ত্যাগ

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক এবং সদস্য ছিলেন।

গৌরী সেন—অনুমান তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম সামান্য মূলধনে একটি ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া বড়বাজারে বসতি স্থাপন করেন এবং তখনকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের অংশীদার হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। কথিত আছে, তিনি সাতখানি নৌকা বোঝাই করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে রাং চালান দেন। তথায় উহা পৌছিলে তাঁহার কর্ম্মচারী ভৈরবচন্দ্র দত্ত দেখিলেন উহা রাং নহে, রৌপ্য পূর্ণ। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ফেরত পাঠান। এদিকে নৌকা ফেরত আসিবার পূর্ব্বেই গৌরী স্বপ্নে দেখিলেন দেবানুগ্রহে তাঁহার প্রেরিত রাং রূপা হইয়া গিয়াছে। পরে তিনি এই রৌপ্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করেন এবং দেবতার প্রত্যাদেশ অনুসারে হুগলীতে নিজগৃহে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিবস্থাপনা করেন। তিনি অসাধারণ দাতা ছিলেন। এই দানশীলতার সুযোগ লইয়া অনেক অসাধু ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে। কেহ অর্থাভাবে আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে অসমর্থ হইলে গৌরী সেনের নিকট প্রার্থী হইলেই তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। ইহা হইতেই "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন" কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণের উজ্জ্বল আদর্শ স্যর গুরুদাস ১২৫০ সালে মাঘ মাসে, ইং ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ সালে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। হিন্দু আইনে অভিজ্ঞতার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এল উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ সালে ছোটলাটের কাউন্সিলের সদস্য ও ১৮৮৯ সালে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন এবং এই বৎসরই "নাইট্" উপাধি ভূষিত হন। পর বৎসর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-

চ্যান্সেলার (প্রথম বাঙালী ভাইস্ চ্যান্সেলার) পদে ব্রতী হন এবং পরে গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় সভার কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত পরিচালন করেন। ইংরেজী ও বাংলায় তিনি অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাশ্চাত্য বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াও তিনি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতজ্ঞ ও অন্তরে-বাহিরে খাঁটি হিন্দু ছিলেন। ১৩২৫ সালে অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।
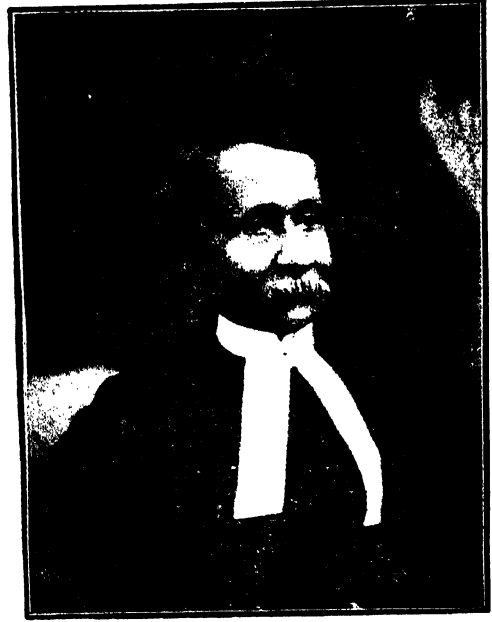
গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত—স্বর্ণকুমারী দেবীর সমসাময়িক ছিলেন। কলিকাতা, ভবানীপুরে ১২৩৫ সালে গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয়। এ-যুগে মহিলা কবিদের মধ্যে ইনিই অগ্রণী। কলিকাতায় বহুবাজারের অক্রূর দত্ত-বংশে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। ইনি অল্প বয়সেই বিধবা হন। "অশ্রুকণা" প্রকাশের সঙ্গে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির মহিমা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার অন্যান্য পুস্তক 'ভারত-কুসুম', 'কবিতাহার,' 'আভাষ, 'পূর্ব্বচ্ছায়া,' 'শিখা,' 'সিন্ধু-গাথা,' 'স্বদেশিনী'। হিন্দু কুলবধূ হইয়া তাঁহার এরূপ কবিত্ব-শক্তি বিকাশ আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৩৩২ সালে ভবানীপুরের বাটীতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার তৈলচিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রতিষ্ঠিত আছে।

চিত্তে ডাকাত—কথিত আছে, চিত্তে নামক একজন দস্যুদলপতি বাগবাজারে গঙ্গার ধারে চিত্রেশ্বরী নামক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবীর নাম হইতেই চিৎপুর নাম হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক নরবলি হইত বলিয়া জনপ্রবাদ আছে।

চন্দ্রমাধব ঘোষ—ইঁহার পিতার নাম দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, জন্মস্থান বিক্রমপুর। ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বর্দ্ধমানে উকীল সরকারে কাজ করেন। পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া ডেপুটী-কলেক্টর হন।
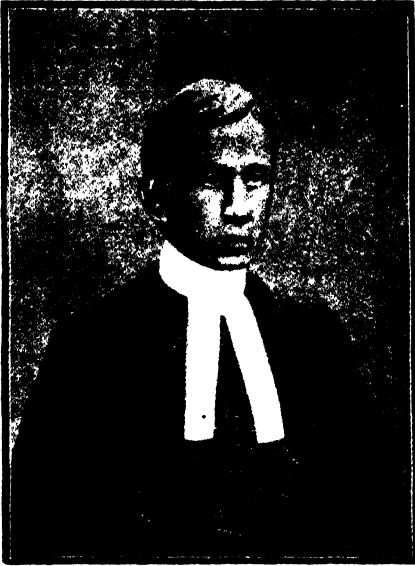
তৎপরে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া ১৮৮৫ সালে হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করেন। তিনি কিছুদিন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির কাজও করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। পরে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "নাইট্" উপাধিতে ভূষিত হন।

চিত্তরঞ্জন দাশ—চিত্তরঞ্জনকে সাধারণতঃ লোকে সি, আর, দাশ বলিয়া জানিত। তিনি ১২৭৭ সালে ২০শে ফাল্গুন, ইং ১৮৭০ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি-এ পাস করিয়া ইংলণ্ড যান এবং তথা হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন ও হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে প্রবেশ করেন। তৎপরে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মোকদ্দমায় তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অতি শীঘ্র যশস্বী হইয়া উঠেন এবং আদালতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার বলিয়া পরিগণিত হন। সাহিত্যিক-হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি বড় কম নহে। তাঁহার রচিত "মালঞ্চ" ও "সাগর-সঙ্গীত" বঙ্গভাষার অমূল্য সম্পদ। "নারায়ণ" নামক একখানি মাসিক পত্র দক্ষতার সহিত তিনি কতিপয় বৎসর সম্পাদন করেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বব্যাপী যশের কারণ এ-সব নহে। এ-সব ত্যাগ করিয়া যেদিন হইতে তিনি দেশের জন্য তথা ভারতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিলেন সেই দিন হইতে তিনি "দেশবন্ধু" আখ্যা পাইলেন। ১৯২০ সালে তিনি ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অতি শীঘ্র (শুধু বাংলায় নয়) একজন ভারতপূজ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। দেশের কাজ করিতে গিয়া তিনি অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯২১ সালে এজন্য তাঁহার কারাবাস হয়।

তিনি দুইবার প্রাদেশিক সভার সভাপতি এবং একবার জাতীয় মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনিই কলিকাতার প্রথম মেয়র হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি দেশের একজন প্রধান নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। ইহার ফলে ও রাজনৈতিক কার্য্যে অজস্র পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার-মানসে কিছুদিনের জন্য দার্জ্জিলিঙের "ষ্টেপ্ এসাইড্" নামক ভবনে অবসর গ্রহণের জন্য বাস করেন।

কিন্তু বাংলা তথা ভারতের দুর্ভাগ্য, ১৩৩২ সালে ২রা আষাঢ়, ইং ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন অসময়ে তিনি তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার শোকে সমগ্র দেশ অভিভূত হয় এবং তাঁহার নশ্বর দেহ কলিকাতায় আনীত হইলে, যে অপূর্ব্ব আড়ম্বরের সহিত বিপুল জনসঙ্ঘ তাহা কেওড়াতলার শ্মশানে লইয়া যায় তাহা ভারতের ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি একজন অসাধারণ দাতা ছিলেন। তাঁহার শেষ সম্বল তাঁহার রসারোডের বাসভবনখানিও তিনি সাধারণের জন্য দান করিয়া যান। সেই বাটীতে "চিত্তরঞ্জন সেবা সদন" প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতার একটি প্রধান পথ 'চিত্তরঞ্জন এভেনিউ' তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতিমন্দির ৫৬ হাত উচ্চ প্রস্তরের সৌধ কেওড়াতলার শ্মশানক্ষেত্রে নির্ম্মিত।

চন্দ্রনাথ বসু—ইনি ১২৫১ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম এবং বি-এল পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রথমে ওকালতি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ভাল না লাগায় জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎপরে বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ এবং পরিশেষে গভর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি একজন বঙ্গভাষার চিন্তাশীল লেখক। শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, সাবিত্রী-তত্ত্ব, ফুল ও ফল প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালে ইনি পরলোকগত হন।

চন্দ্রনাথ পাল—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ষ্ট্রাণ্ড রোডের চাঁদপাল ঘাট যথায় অবস্থিত, সেইস্থানে চন্দ্রনাথ পাল নামে এক মুদী দোকান করিতেন। তাঁহার নাম হইতেই চাঁদপাল ঘাটের নাম হইয়াছে।

জগবন্ধু বসু—ইনি ১৮৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি সম্মানের সহিত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এম-ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম আকায়াব হাসপাতালের ভার গ্রহণ করেন, তৎপরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ডিমনষ্ট্রেটর, পরে এনাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের সভাপতি এবং ১৮৯৬ সালে তিনি মেডিক্যাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগণার দণ্ডিরহাট গ্রামে, তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জগদীশনাথ রায়—ইনি কাঁচড়াপাড়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ইনি ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর ইনি বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার "বিষবৃক্ষ" ইহার নামেই উৎসর্গ করেন। ইহার নামে একটি পথ আছে।

জনার্দ্দন শেঠ—ইনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিতীয় দালাল। এই কার্য্যের দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার আদি পুরুষ মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সপ্তগ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া সর্ব্বপ্রথম গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম হইয়াছে, এইরূপ জনপ্রবাদ। জনার্দ্দনের পুত্র বৈষ্ণবচরণ ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণ মাষ্টার—১৮২৯ সালে নিমতলায় ইনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

জয় মিত্র—বরাহনগর ঘাটের দ্বাদশ মন্দির ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবমী পূজার দিন ইহার বাটীতে অসংখ্য মহিষ, মেষ ও ছাগবলি হইত এবং বলিদানের রক্ত মাখিয়া মহাউল্লাসে গীতবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পথে মিছিল বাহির হইত।

জয়নারায়ণ চন্দ্র—ইনি ১৭৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী বাংলা ভিন্ন সংস্কৃত, পার্সী ও ফরাসী ভাষায়ও ইঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। তিনি একজন ব্যারিষ্টারের সহকারীর কার্য্য করিতেন। বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমায় সহায়তা করায় তিনি ইঁহাকে একখানি তলোয়ার ও একটি বন্দুক উপহার দিয়াছিলেন। প্রতাপচাঁদ কিছুকাল তাঁহার চাঁপাতলার বাটীতে লুকাইয়া ছিলেন। ইনি একজন দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বৃন্দাবনের বর্ষাণ গ্রামে ইনি কতিপয় ইন্দারা এবং কাল্‌নায় ভগবান দাস বাবাজীর ব্রহ্মদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

জয় গোবিন্দ লাহা—ইনি ১৮৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়-কার্য্যে তাঁহার প্রথম প্রসিদ্ধিলাভ ঘটে। সাধারণের কার্য্যেও তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন। তিনি কলিকাতার শেরিফ হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, পোর্ট কমিশনার, জেলপরিদর্শক, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পরামর্শ সভার সভ্য, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশ্যনের সহকারী সভাপতি, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভ্য, বেঙ্গল্ ন্যাশন্যাল্ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, সুবর্ণ বণিক দাতব্য সমিতির সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ও বন্যা-প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থ একলক্ষ টাকার মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার দান করেন এবং জুলজিক্যাল গার্ডেনে একটি রসায়নাগার নির্ম্মাণ-কল্পে ১৫,০০০৲ দান করিয়াছিলেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—ইনিই সর্ব্বপ্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত বিশুদ্ধভাবে ছাপাইয়াছিলেন।

জয়নারায়ণ ঘোষাল (মহারাজা)—ইনি খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষরা গোবিন্দপুরে বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কিছুকাল সানদ্বীপের কানন্-গো ছিলেন। জয়নারায়ণ ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। বিনাব্যয়ে শিক্ষা দিবার জন্য বারাণসীতে একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা "জয়নারায়ণ কলেজ" নামে খ্যাত। তথায় গুরুধাম নামে একটি ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া করুণানিধান মহাদেবের নামে উৎসর্গ করেন। তিনি ভূকৈলাসে দুইটি অতি বৃহদায়তনের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্ণময় পতিতপাবনী দেবীর জন্য সুন্দর মর্ম্মরখচিত দেবায়তন নির্ম্মাণ এবং শিবগঙ্গা ও সত্যগঙ্গা নামক দুইটি দীঘিকা খনন করান। বহু সৎকার্য্যের জন্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে তিনি মহারাজা বাহাদুর উপাধি এবং ৩৫০০ ঘোড়সওয়ার সনন্দ প্রাপ্ত হন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—ইনি ১৬৯৬ সালে হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, পিতা রুদ্রনাথ তর্কবাগীশ দেবতার প্রত্যাদেশে পুত্রের নাম জগন্নাথ রাখেন। স্থানীয় টোলে শিক্ষালাভ করিয়া জগন্নাথ স্বীয় বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভাবলে স্মৃতি ও ন্যায়-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং তর্কপঞ্চানন উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজা নন্দকুমার, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা নবকৃষ্ণ হইতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, স্যার উইলিয়ম্ জোন্স, স্যার জন্ শোর প্রমুখ তদানীন্তন খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা, রাজা নবকৃষ্ণ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে বহু জমি, তালুক ও অর্থ দান করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট আবশ্যক হইলে হিন্দু দায়ভাগ-সংক্রান্ত পরামর্শাদি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। মাসিক ৭০০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট "অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ" ও "বিবাদ ভঙ্গার্ণব" নামক দায়ভাগ-সংক্রান্ত দুইখানি বিরাট গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা লিখাইয়া লন।

তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের দুইখানি সংগ্রহ-পুস্তক ও দুই-একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একজন শ্রুতিধর পুরুষ ছিলেন। ১৮০৬ সালে ১১১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একজন বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত এবং নাট্যকার, কবি ও রেখা-চিত্রশিল্পী ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা হইতে বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিলোকরাম পাকড়াশী—পলাশী-যুদ্ধের পর ইনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দেওয়ান ছিলেন। বৌবাজারের নবরত্ন মন্দির ও শিবমন্দির ইঁহার দ্বারা নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—কমল বসুর বাটীতে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ইনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এবং "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা"র সভাপতি ছিলেন। তিনি একখানি বাংলা-ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করেন এবং কিছুকাল "কুইন" নামক একখানি ইংরেজী পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বর্দ্ধমান-রাজের প্রধান সচিব হইয়াছিলেন।

তনু বাবু—হাটখোলার দত্তবংশের খ্যাতনামা মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতনু দত্তকে লোকে তনু বাবু বলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে আটজন "বাবু" বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তনু বাবুই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কথিত আছে, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দামের ঢাকাই কাপড় ভিন্ন তিনি ব্যবহার করিতেন না এবং একবার ব্যবহারের পর তাহা ত্যাগ করিতেন। তাঁহার বাটীতে স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন পিতল কাঁসার তৈজসাদি ব্যবহার হইত না এবং বাটির উপর নীচে সকল অংশ আতর ও গোলাপ জল দ্বারা ধৌত করা হইত বলিয়া প্রবাদ আছে।

তুলসীরাম ঘোষ—ইনি হাওড়ার সন্নিকট জৈতাল গ্রামে হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ঢাকায় খাতাঞ্চির কাজ করিয়া তিনি বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে একটি শিবমন্দির এবং ঢাকায় কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তারকনাথ প্রামাণিক—তারকনাথ তাঁহার সময়ে দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ এবং দীন দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধাতবদ্রব্যের বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল এবং উপার্জ্জিত অর্থের বহুল অংশ দানধ্যানে ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রতি একাদশীর দিন তিনি বহু দীনদুঃখীকে ভিক্ষা, আহার্য্য ও বস্ত্র দান করিতেন। ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্ঞী উপাধি প্রাপ্তিতে কলিকাতার দরবারে সরকারকর্ত্তৃক তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন। সিমলা কাঁসারীপাড়ায় তাঁহার আবাস ছিল।

তারকনাথ পালিত—ইনি ১২৫৮ সালে চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে
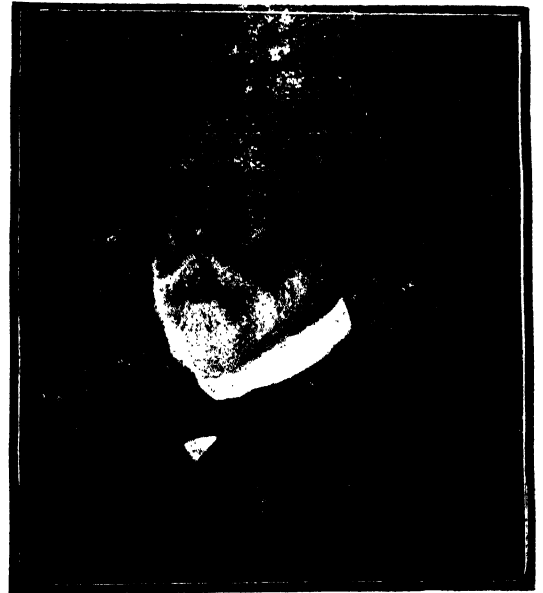
ব্যারিষ্টারী করিয়া প্রভূত ধন ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদের বিজ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে তাঁহার বিশাল বালীগঞ্জ প্রাসাদ, যাবতীয় সম্পত্তি (প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের) ও পনের লক্ষ টাকা দান করেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩২১ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৯১৪ সালে ইঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—১৮১২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান এবং বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য তিনি তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ৮০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া "বাচস্পত্য বৃহৎ অভিধান" নামক সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ন করিয়া তিনি অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। "শব্দস্তোম মহানিধি," "বিধবা বিবাহ খণ্ডন" প্রভৃতি অন্যান্য বহু গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯২ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮৮৫ সালে তিনি কাশীধামে পরলোকপ্রাপ্ত হন।

তারকনাথ ঘোষ—ইনি ১৮১৫ সালে চোরবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যয়নকালে তিনি হেয়ার সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাধারণের সাহায্যে হেয়ার সাহেবের যে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয় তাহার মধ্যে তারকনাথও স্থান পাইয়াছেন। তিনি ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন। প্রথম বাঙালী ডেপুটী কলেক্টরদিগের মধ্যে তিনিই অন্যতম।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র—১২৫১ সালে কোন্নগরে ইঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজ; তৎপরে হুগলী কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর অব্ ল উপাধি প্রাপ্ত হন। অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের অধ্যাপক হন ও হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে তিনি ঠাকুর-আইন অধ্যাপক হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, সিণ্ডিকেটের সদস্য, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও বিলাতের
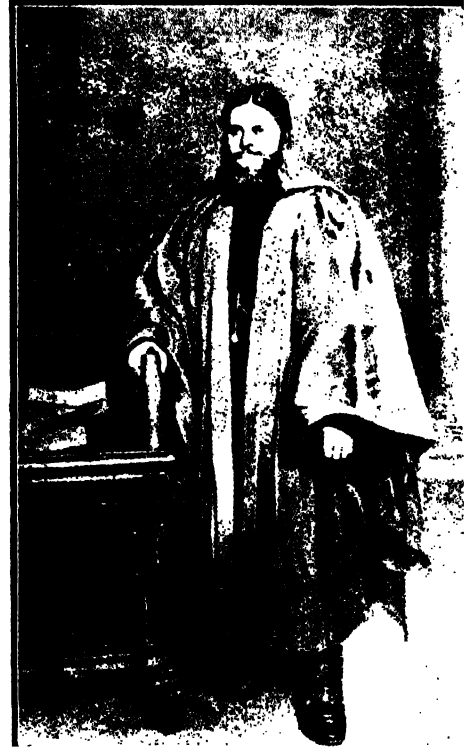
রয়েল্ সোসাইটির সভ্য ছিলেন। ১৮৯৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—২৪ পরগণার অন্তর্গত বাহুড়া গ্রামে ১২৫৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ না পাইলেও নিজের চেষ্টায় কতিপয় ভাষা এবং ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রথম ১৮৲ বেতনে একটি সামান্য কার্য্যে প্রবেশ করিয়া শেষে ৬০০৲ বেতনে যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়কের পদ প্রাপ্ত হন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি-বাণিজ্যের অফিসে কার্য্য করিবার সময় তিনি দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অনেক দেশীয় শিল্প রক্ষা পায়। বড় বড়

রেল ষ্টেশনে ভারতীয় কারুকার্য্যের যে সকল দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারই চেষ্টায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে গাজরের চাষ দ্বারা তিনি যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে বিলাতের প্রদর্শনীতে তিনি গমন করিয়াছিলেন এবং ইউরোপের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া "Visit to Europe" নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে "Art Manufacturers of India" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। এতদ্ভিন্ন "জন্মভূমি" "Wealth of India" প্রভৃতি পত্রিকায় খনিজ, উদ্ভিদাদি বিষয়ে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। "বিশ্বকোষ" নামক সুবৃহৎ অভিধানখানি ইনি এবং ইঁহার অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম আরম্ভ করেন। ১৩২৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তরু দত্ত—বিখ্যাত রামবাগানের দত্ত-বংশে ১৮৫৬ সালে তরুবালা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয় তাঁহাকে ও তাঁহার ভগ্নী অরুকে লইয়া বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য ১৮৬৯ সালে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইউরোপ-যাত্রায় ভারত-মহিলার মধ্যে তরু দত্তই সর্ব্বপ্রথম। ইংলণ্ড হইতে তাঁহারা ফ্রান্সে যান। তরুবালা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অল্প বয়সেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ফ্রান্সে অবস্থান কালে তাঁহার লিখিত "A Sheaf Gleaned French Field" ও "Ballads & Legends of Hindusthan" খুবই আদৃত হইয়াছিল। অকাল মৃত্যু না হইলে তাঁহার কবি-প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিত। ১৮৭৮ সালে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সাধারণতঃ ইনি ডি, এল, রায় নামেই পরিচিত। ইনি স্বনাম-প্রসিদ্ধ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১২৭০ সালে ৪ঠা শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। এম-এ পাস করিয়া ষ্টেট্ স্কলারসিপ্ লইয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষার্থ ইনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া প্রথমে জরীপ বিভাগে কার্য্য শিক্ষা করেন। পরে সেটেল্‌মেণ্ট্ অফিসার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং আবগারী বিভাগের ইনস্পেক্টরের কার্য্য করেন। ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন এবং "শাজাহান", "দুর্গাদাস", "রাণাপ্রতাপ", "মেবারপতন", "চন্দ্রগুপ্ত", "নূরজাহান" প্রভৃতি বহু নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রস-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার "হাসির গান" অতুলনীয়। তাঁহার রচিত "আমার জন্মভূমি" "আমার দেশ" "ভারতবর্ষ" "বাঙ্গালা ভাষা" প্রভৃতি গান বাংলা ভাষার চিরস্থায়ী সম্পদ। তিনি ইংরেজী ভাষায় "Lyrics of India" এবং "Crops of Bengal" নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ১৩২০ সালে ৩রা জ্যৈষ্ঠ তঁহার মৃত্যু হয়।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চক ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রামে ১২৬০ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার ন্যায় অধ্যবসায়শীল সাহিত্যিক কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে ইনি কার্য্য করিতেন। "অনুসন্ধান" নামে একখানি পত্রিকা ১৮ বৎসর কাল দক্ষতার সহিত ইনি পরিচালন করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ইঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসীম। "পৃথিবীর ইতিহাস", "বাঙ্গালীর গান", "স্বাধীনতার ইতিহাস", "রাণী ভবানী", "বঙ্গের ইতিহাস", "বেদ" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।

দীপচাঁদ বেলা—ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম দালাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি খরিদ মালের উপর প্রতি টাকায় আধ পয়সা দালালি পাইতেন।

দর্পনারায়ণ মল্লিক—কৃষ্ণদাস মল্লিকের পৌত্র দর্পনারায়ণ ত্রিবেণী হইতে আসিয়া প্রথম কলিকাতার বড়বাজারে বাসস্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র নয়ানচাঁদ

এবং দামোদর দাস বর্ম্মণের পূর্ব্বপুরুষ মুল্লুকচাঁদ উভয়ে বড়বাজারের পত্তন করেন।

দুর্গাচরণ পিতুড়ী—ইনি একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তেজারতি ও ঠিকাদারী কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর ইনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর—মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ইনি বৃদ্ধপিতামহ ছিলেন। চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অধীনে দেওয়ান থাকিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন।

দ্বারকানাথ মিত্র—১২৪০ সালে, ইং ১৮৩৩-এ হুগলী জেলায় ইঁহার জন্মগ্রহণ হয়। প্রথমে হুগলী কলেজ পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৫৬ সালে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন এবং এ-কার্য্যে অশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ১৮৭৪ সালে ৪১ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। বাঙালী হাইকোর্টের জজের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

দুর্গাচরণ লাহা (মহারাজা)—১৮২২ সালে চুঁচুড়ায় দুর্গাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়-কার্য্যে তিনি বহু অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্ হন, পরে পোর্ট কমিশনারের, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেনেটের সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। তিনি দুইবার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতার শেরিফ এবং মেয়ো হাসপাতালের গভর্ণর হন। তিনি বহু সৎকার্য্যে দান করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি সি-আই-ই, রাজা এবং পরে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে তিনি বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি বারাকপুরের সন্নিকট মণিরামপুরে ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুকলেজের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু পিতার অবস্থার অসচ্ছলতা বশতঃ পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। তিনি প্রথম ডেভিড হেয়ারের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। হেয়ার সাহেবের কৃপায় সেই সময় তিনি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া মেডিক্যাল্ কলেজে পড়িবার

অনুমতি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল্ কলেজে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ এখানকারও পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়মে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি অবসর পাইলে চিকিৎসাও করিতেন, পরে চিকিৎসাই তাঁহার ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করেন এবং অতি শীঘ্র সুচিকিৎসক বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় রোগ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা কোন চিকিৎসকের ছিল না। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুত্র। ১২৭৬ সালে ফাল্গুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ গুপ্ত—ইনি সাধারণতঃ ডি, গুপ্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজের একজন পুরাতন ছাত্র। তাঁহার পেটেন্ট ঔষধ "ডি-গুপ্ত" বিক্রয় দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—১২২৭ সালে, ইং ১৮২০ সালে কলিকাতার নিকট চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালাভ করিয়া প্রথমে তথাকার গ্রন্থরক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া পরে তথাকার অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি কতিপয় বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন, কিন্তু "সোমপ্রকাশ"ই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। "কল্পদ্রুম" নামক একখানি মাসিক পত্রিকাও তিনি কিছু দিন বাহির করিয়াছিলেন। ১২৯১ সালে ভাদ্র মাসে, ইং ১৮৮৬ সালে রেওয়া রাজ্যের সাতনা নামক স্থানে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়—ইনি সরকারের অধীনে কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বাগবাজারে গঙ্গাতীরে তিনি একটি স্নানের ঘাট নিম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

দেবী সিংহ (রাজা)—পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা ঠিক-পরে দেবী সিংহ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং তৎকালে তিনি ক্লাইবের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অতি বিশ্বাসের সহিত কোম্পানীর খাজনা আদায়ের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৮১ সালে তিনি দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই সকল কার্য্যে তিনি অতুল যশ ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোম্পানী একটি অভিযোগ আনয়ন করায় বহুদিন তাঁহাকে বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, পরে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলে "মহারাজা" উপাধিতে ভূষিত হন।

দিগম্বর মিত্র (রাজা)—১৮১৭ সালে কোন্নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমিনরূপে প্রথমে ইনি মুর্শিদাবাদে কার্য্য করেন এবং তথায় ক্রমে রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষক ও পরে বিস্তৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে পুরস্কার-স্বরূপ এক লক্ষ টাকা দান করেন। ইহা অবলম্বন করিয়াই প্রথমে নীল ও পরে রেশমের কাজ এবং তৎপরে জমিদারীর দ্বারা প্রভূত সৌভাগ্যের অধিকারী হন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের তিনি প্রথম সহকারী সম্পাদক হইয়া পরে সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটির সম্পাদক ও কলিকাতার প্রথম দেশীয় শেরিফ্ নিযুক্ত হন। তিনি সরকার কর্ত্তৃক রাজা ও সি-আই-ই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৭৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১নং ঝামাপুকুরে তাঁহার আবাস-বাটী অবস্থিত।

দীনবন্ধু মিত্র—কলিকাতার অদূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে ১২৩৬ সালে চৈত্র মাসে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া পরে

কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া তিনি ডাক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মসূত্রে তিনি নানা

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন, কলিকাতা ১৩৪১

শ্রীযুক্ত স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর বিমানবিহারী দে
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি।

শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী।

স্থান ভ্রমণ করেন। ১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধের সময় তাঁহার উপর ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পিত হয়। তিনি এ-কার্য্য সুনির্ব্বাহ করায় "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কবি ও নাট্যকার রূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যে পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন তাহার নাম "মানব চরিত্র"। নীলকরদের অত্যাচারে প্রজাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া ঢাকা হইতে "নীলদর্পণ" প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া রেভারেণ্ড জেমস্ লং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। তৎপরে তিনি "নবীন তপস্বী", "সধবার একাদশী", "লীলাবতী", "সুরধুনী কাব্য", "দ্বাদশ কবিতা" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন। ১২৮০ সালে কার্ত্তিক মাসে, ইং ১৮৭৩ সালে তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর—(প্রিন্স)—ইঁহার কলিকাতার বংশ অতি প্রাচীন। কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ হইতে এই বংশের উৎপত্তি।

তাঁহারই ষষ্ঠবিংশতি বংশধর পঞ্চানন যশোহর হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন এবং তিনিই প্রথম ঠাকুর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইঁহারই পুত্র নীলমণি হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের উৎপত্তি। দ্বারকানাথ নীলমণির পৌত্র। তিনি ১৭৯৪-৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আইন অধ্যয়ন করেন। তৎপরে চব্বিশ পরগণার লবণ বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়ান পদে উন্নীত হন। তাঁহারই চেষ্টায় পরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং কার ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুস্থানে তিনি নীলের কারখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও জমিদার সভা প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক কার্য্যে তিনি একজন সহায়ক ছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ তাঁহারই পরামর্শে সৃষ্ট হয়। ১৮৪২ ও ৪৫ সালে তিনি দুইবার বিলাত যান এবং তথায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ফ্রান্সের রাজা, ইটালীর রাজা প্রভৃতিও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটীতে দশ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ সালে তিনি লণ্ডননগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বেলগেছিয়া বাগানের Adam and Eve চিত্র একলক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করেন।

দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়—ইনি মহারাজা সুখময় রায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার রূপে ও অন্য প্রকারে দেশের সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহার নামে একটি রাস্তা আছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি)—স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১২২৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে, ইং ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত, পারসী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে তিনি "তত্ত্ববোধিনী সভা" প্রতিষ্ঠা করেন, পরে ইহা ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সময় তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং সমাজকে ভগ্নদশা হইতে রক্ষা করেন। তিনি

একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার পিতা কার কোম্পানীর নামে প্রায় এক কোটি টাকা ঋণ করিয়া

মারা যান, কিন্তু এই ঋণ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জমিদারীর কতকাংশ ট্রাষ্টিদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। কোম্পানীর ঋণের জন্য ট্রাষ্ট সম্পত্তি দায়ী নহে ইহা জানা সত্বেও তিনি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এবং বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ বিক্রয় করিয়া ক্রমে ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক সময় হিমালয়ের নিভৃত স্থানে ভগবদারাধনায় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহাকে সাধারণে "মহর্ষি" উপাধি দিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের দানও কম ছিল না। তাঁহার "আত্মজীবনী," "আত্মতত্ত্ববিদ্যা," "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস," "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় বঙ্গভাষার অলঙ্কারসদৃশ। তিনি ১৩১১ সালে মাঘ মাসে, ইং ১৯০৫ সালে বাংলার গৌরব দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পুত্র কন্যাগণকে রাখিয়া মহাপ্রয়াণ করেন। বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—১২২১ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮১৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ডিরোজিও

সাহেবের ইনি একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি প্রথমে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কলেক্টর, পরে বাংলার নবাব নাজিমের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎপরে বর্দ্ধমানের ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫১-৫২ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করার জন্য লর্ড ক্যানিং রায়বেরেলির অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীর-স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন এবং পরে রায় উপাধি দান করেন। ইঁহারই চেষ্টায় "আউধ

তালুকদার এসোসিয়েসন্'' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনিই উহার প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। "লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স্‌'' নামক সংবাদপত্র ক্রয় করিয়া উহাকে তালুকদারদিগের মুখপত্ররূপে পরিণত করেন। কলিকাতার বেথুন্ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং এজন্য জমি দান করিয়াছিলেন। ১২৮৫ সালে আষাঢ় মাসে (১৮৭৭ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ সেন—ফরিদপুর জেলার খাঁদারপাড়া গ্রামে ১৮৪৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অভিরাম, রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য ছিলেন। দ্বারকানাথ সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার সময়ে তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মেবারের যুবরাজের পীড়া হইলে তথাকার রাজসরকার গভর্ণমেণ্টের কাছে একজন সুবৈদ্য চাহিলে তিনিই নির্ব্বাচিত হইয়া প্রেরিত হন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি একজন ঋষিকল্প মহা-

পুরুষ ছিলেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতম পুত্র। ইনি একজন যথার্থ ত্যাগী, কবি, অদ্বিতীয় দার্শনিক এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ইনি শুধু অগ্রজ ছিলেন না, সাহিত্য-সাধনায় গুরুস্থানীয় ছিলেন। কিছুদিন ইনি তত্ত্ববোধিনী ও ভারতী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কিছুদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং একবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।
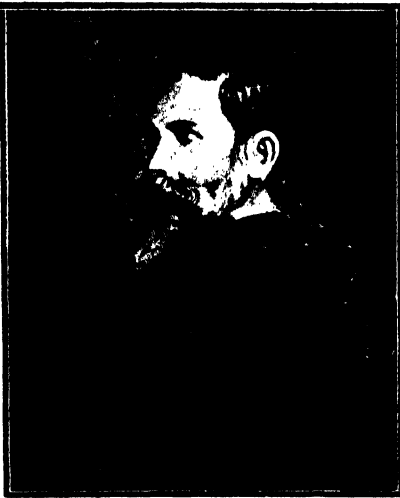
ধর্ম্মদাস সুর—ইনি ১৮৫২ সালে কলিকাতায় বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম অভিনেতারূপে দুই-একটি সখের থিয়েটারে যোগদান করেন। তাঁহারই চেষ্টায় গ্রেট্ ন্যাশন্যাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগে তাঁহার ন্যায় নাট্যমঞ্চের শিল্পী আর কেহ ছিল না। ১৯১০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিধুরাম বসু—ইংরেজ আগমনের বহু পূর্ব্বে ইনি সাইনগর হইতে বাগবাজারে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইনি দেওয়ান নিধুরাম বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

নীলমণি মিত্র—ইনি পলাশী যুদ্ধের সময়ের লোক, কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর শহরবাসীর ক্ষতিপূরণের জন্য যে কমিশন বসে নীলমণি বাবু তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। দরজীপাড়ায় তাঁহার বাটী যে রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত তাহার নাম নীলমণি মিত্রের গলি।

নলিনবিহারী সরকার—১৮৫৬ সালে নৈহাটীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া পিতার সুবিখ্যাত 'কারতারক' কোম্পানী নামক ফার্ম্মে প্রবেশ করেন এবং পরে উহার অংশীদার হন। তিনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের, পোর্ট্ ট্রাষ্টের ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং কলিকাতার শেরিফ্ হইয়াছিলেন। তিনি

অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং বেঙ্গল চেম্বার্সের, কলিকাতা ইম্প্রুভ্‌ ট্রাষ্ট এসোসিয়েসন

এর চেয়ারম্যান ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কৈশর-ই-হিন্দ্ পদক ও C. I. E. উপাধি পাইয়াছিলেন।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪২ সালে যশোহরের কুলিয়ারাণ ঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

এম-এ, বি-এল্ পাস করিয়া প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্ট, পরে পঞ্জাব চীফ্ কোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৬৮ সালে কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন। মহারাজা তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সনদ ও উপহারাদি দান করিয়া এবং অর্থ-সচিবের পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি কার্য্যত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৮৯৬ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস্-চেয়ারম্যান্ হন এবং দীর্ঘকাল এই পদে থাকিয়া সম্মানের সহিত কার্য্য করেন।

নন্দকুমার রায় (মহারাজা)—সম্ভবতঃ ১৭০৫ সালে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা মুর্শিদাবাদ জেলার জরুল গ্রামে বাস করিতেন। পিতার শিক্ষাধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়া প্রথম আমীন নিযুক্ত হন এবং ক্রমে হুগলীর ফৌজদারের অধীনে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। পরে ফৌজদারের পদ প্রাপ্ত হন এবং নদীয়া ও হুগলীর কলেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৬৫ সালে ইনি বাংলার নায়েব-সুবার পদ প্রাপ্ত হন। নন্দকুমার নবাব সরকারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে। হেষ্টিংসের ইহা মনঃপুত না হওয়ায় নানা উপায়ে তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করেন। এই সময় ক্লাইব নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করিলেও, বৃটিশ-প্রাধান্য বৃদ্ধির সহিত হেষ্টিংসের চেষ্টায় তাঁহার ক্ষমতা লোপ পাইতে থাকে। পরে তিনি কর্ণেল কূটের সহিত প্রধান কর্ম্মচারীরূপে পাটনায় প্রেরিত হন। মীরজাফরের দ্বিতীয়বার সিংহাসন প্রাপ্তির পর তিনি পুনরায় দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পরে ইংরেজদের গোপনে অনিষ্ট-চেষ্টা অভিযোগে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পদচ্যুতি ঘটে। ইহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার

সময়ে বাঙালীর মধ্যে সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তিতে তিনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে হেষ্টিংস্ প্রমুখ কতিপয় পদস্থ ইংরেজের বিরাগভাজন হইয়া শেষে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র জাল-করা অপরাধে তিনি ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিতে বাধ্য হন। ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট খিদিরপুরের নিকট কুলীবাজারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

নীলকমল মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮৩৯ সালে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম কৃষ্ণনগর ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইনি ব্যাঙ্কে একটি সামান্য কার্য্য গ্রহণ করিয়া পরে ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান, চায়না এবং জাপানে দেওয়ানের পদ পাইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—সাধারণতঃ ইনি N. N. Ghose নামে পরিচিত ছিলেন। ১২৫১ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সিবিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া ফিরিয়া আসেন। ইনি অল্পদিন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়া মেট্রোপলিটন্ কলেজে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি "Indian Echo" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রথম সম্পাদন করেন, পরে "Indian Nation" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদকতা করেন। কৃষ্ণদাস পাল ও মহারাজা নবকৃষ্ণের জীবনী লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহার বক্তৃতার ক্ষমতা, ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি অসাধারণ ছিল। ১৩১৪ সালে চৈত্র মাসে, ইং ১৯০৯ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নরেন্দ্রনাথ সেন—ইনি ১২৯৪ সালে ফাল্গুন মাসে, ইং ১৮৪৩ সালে কলুটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬১ সালে মনোমোহন ঘোষের সম্পাদকতায় "ইণ্ডিয়ান মিরর" প্রকাশিত হইলে নিয়মিত ভাবে ইনি তাহার লেখক হন। ঘোষ-মহাশয়ের বিলাত-যাত্রার পর নরেন্দ্রনাথের উপরই ইহার সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হয়। তৎপরে এটর্নীর কাজে নিযুক্ত হইলে তিনি কিছু দিনের জন্য মিররের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি পুনরায় ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পর তিনি পুনরায় সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন এবং স্বত্বাধিকারী হইয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যোগ্যতা ও নির্ভীকতার সহিত উহা সম্পাদন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক নবপর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, গীতা সভার সভাপতি এবং থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। ইনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩১৮ সালে (১৯১১ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

নবীনমাধব দে—১৮৩১ সালে ইনি একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

নিত্যানন্দ সেন—অনুমানিক ১৮০৮ সালে ইনি কলুটোলায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

নন্দরাম সেন—১৭০০ সালে কলিকাতার প্রথম

কলেক্টর রাল্‌ফ্ শেল্‌ডনের ইনি সহকারী ছিলেন। রথতলার ঘাট ইঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

নিমাইচরণ গোস্বামী—ইনি নিমু গোস্বামী নামেই খ্যাত ছিলেন এবং আহিরীটোলায় এই নামে একটি গলি আছে। গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে মহা ধুমধামের সহিত চৈত্রমাসে বলরামের রাস হইত। এই অভিনব রাসোৎসব হইতে "জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস" কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে।

নবকৃষ্ণ দেব (মহারাজা)—শোভাবাজার রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ দেব আনুমানিক ১৭৩২ সালে গোবিন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গনির্ম্মাণের জন্য কোম্পানী গোবিন্দপুর লইলে তাঁহার পিতা রামচরণ সুতানুটীতে আসিয়া একখানি বাটী ক্রয় করেন। ইহাই বর্ত্তমান রাজবাড়ীর সূত্রপাত। নবকৃষ্ণ পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি

ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে পারসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। লর্ড ক্লাইবের চেষ্টায় তিনি প্রথম একটি সামান্য কর্ম্ম পান, তৎপরে কোম্পানীর মুন্সীপদে নিযুক্ত হন। নবাব সিরাজোদ্দৌলা সম্বন্ধে গুপ্ত সংবাদ, ক্লাইবের সহিত মীরজাফরের সম্মিলন, উভয়ের মধ্যে সুবেদারী সম্বন্ধে অঙ্গীকারপত্র-লিখন, সম্রাট শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন, বলবন্ত সিং এবং খেতাব রায়ের সহিত চুক্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ের মধ্যেই নবকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধের সময় ইনি মেজর এডাম্‌সের সঙ্গে ছিলেন। ১৭৬৬ সালে ক্লাইব সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট রাজা বাহাদুর ও মন্‌সব্ দশহাজারী উপাধি ও সেই সঙ্গে ৩,০০০ অশ্বারোহী ও পাল্‌কি প্রভৃতি রাখিবার অধিকার আনাইয়া দেন। পর বৎসর মহারাজা বাহাদুর ও ষষ্ঠহাজারী উপাধি ও ৪,০০০ অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার এবং সেই সঙ্গে একটি স্বর্ণপদক সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৭৭৮ সালে সুতানুটীর জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি মুন্সী দপ্তর, জাতিমালা কাছারি, খাজনাখানা, মাল আদালত প্রভৃতির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৮০ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের অভিভাবক এবং বর্দ্ধমান ষ্টেটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইঁহার বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৭৯৭ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

নবকৃষ্ণ ঘোষ—ইনি রামশর্ম্মা নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ-বংশে ১৮৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী ভাষায় ইঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। ৮৬৫ সালে প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌সের ভারত আগমনকালে ইংরেজী কবিতায় The Ode in Welcome to Prince Albert লিখিয়া সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। প্রিন্স্ এলবার্টের কথামত উহার কয়েকখণ্ড মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। A Reply to Moncrieff's Fidelity of Conscience নামক একখানি পুস্তিকা এবং তাঁহার বহু সংখ্যক ইংরাজী কবিতার মধ্যে কতকগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় প্রথম জ্যোতিষগ্রন্থ 'জ্যোতিষ প্রকাশ' তিনি প্রকাশ করেন। তিনি একজন সামান্য কেরাণী হইতে বাংলার একাউন্টেন্টের সহকারীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (মহারাজা)—ইনি শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের সপ্তম পুত্র। ১২২৯ সালে আষাঢ় মাসে (১৮২২ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কিছুদিনের জন্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ইনি প্রথম রাজা, পরে মহারাজা ও কে-সি-আই-ই এবং পরিশেষে মহারাজা বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৩০৯ সালে (১৯০৩ সালে) ইঁহার মৃত্যু হয়।

নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮২৪ সালে নদীয়া জেলার ঘোষপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছয় বৎসর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র এবং কিছুদিন "হিন্দু পেট্রিয়টের" ও "এডুকেশন গেজেটে"র সম্পাদকতা করেন। ১৮৯৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পীতাম্বর মিত্র (রাজা)—সর্ব্বপ্রথম দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে চাকুরী-সূত্রে রাজা বাহাদুর উপাধিসহ জায়গীর পাইয়াছিলেন ও দশ হাজার অশ্বারোহীর মুনসব্‌দার হইয়াছিলেন। ইনি শুঁড়োর প্রসিদ্ধ রাসোৎসবের প্রবর্ত্তক। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইঁহারই প্রপৌত্র।

প্রীতিরাম মাড়—ইনি সুবিখ্যাত রাণী রাসমণির শ্বশুর ছিলেন। ইনি মহাসমারোহে রথের উৎসব সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার রৌপ্যনির্ম্মিত রথ এখনও মাড়েদের রথ নামে খ্যাত।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—ইনি ১৮৪০ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া ভারতের বহুস্থান এবং ইউরোপ, আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতার দ্বারা প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেন। শিকাগো Parliament of World Religion-এ ভারতের প্রতিনিধি হইয়া যান। ইংরেজীতে বক্তৃতা দিবার ও লিখিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি "Heart Beats" "Oriental Christ", "The Life and Teaching of Keshub

Chandra Sen" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং "Interpreter" নামক একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্যারীচরণ সরকার—১২৩০ সালে মাঘ মাসে, ইং ১৮২৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। শিক্ষালয় ত্যাগ করিয়া ইনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল ও বারাসত স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া পরে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। পরিশেষে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এডুকেশন গেজেট পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক হন। তাঁহারই চেষ্টায় সুরাপান নিবারণী সভা ও চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইংরেজীতে "Well-wisher" এবং বাংলায়

"হিত-সাধক" বলিয়া দুইখানি পত্রিকা প্রচার করেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একটি অন্নসত্র খুলিয়া বহু লোককে অন্নদান করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত

ইংরেজী শিক্ষা-বিষয়ক বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকগুলি আজিও সর্ব্বত্র সমাদৃত। ১২৮২ সালে ১৫ই আষাঢ় তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—১২০৮ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া, তাঁহার জমিদারীর আয় একলক্ষ টাকার অধিক হইলেও, তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইনি হিন্দু কলেজ ও মেয়ো হাসপাতালের গভর্ণর, শিক্ষা পরিষদের সদস্য এবং নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থপূর্ণ একটি গ্রন্থশালা ছিল। তাঁহার বহু সৎকার্য্যের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর-ল-প্রোফেসরশিপ্ সৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, এস, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। সেনেট হাউসের প্রবেশ-

পথে তাঁহার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১২৭৪ সালে ভাদ্র মাসে, ইং ১৮৬৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপচন্দ্র সিংহ (রাজা)—কোম্পানীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর ছিলেন। ইনি প্রথম হইতেই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একজন সদস্য ও সহকারী সভাপতি ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে ও অন্যান্য স্থানে দানের জন্য তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র রাজা উপাধি পান। প্রতাপচন্দ্র C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু বিধবা বিবাহ ভাণ্ডারে তাঁহারা ২৫০০০৲ দান করিয়াছিলেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় তাঁহারা বেলগেছিয়াতে একটি নাট্যশালা

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ সালে প্রতাপচন্দ্র কালগ্রাসে পতিত হন।

প্যারীচাঁদ মিত্র—১২২১ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮১৪ সালে প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে তিনি ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বেথুন্ সোসাইটী ও বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

কলিকাতা থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটীর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন স্কুল বুক্ সোসাইটী, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটী, এগ্রিকালচারাল ও হার্টিকালচারাল সোসাইটী প্রভৃতি বহু সভাসমিতির তিনি সভ্য ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" তাঁহারই দ্বারা লিখিত। ১২৯০ সালে (১৮৮৩ সালে) তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

পশুপতিনাথ বসু—ইনি ১৮৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাগবাজারের "পল্লী সমিতি" তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া তিনি বহু লোকের উপকার করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কমিশনার, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একজন বিশিষ্ট সদস্য, এবং সঙ্গীত সমাজের সভ্য ছিলেন। ১৯০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রাণনাথ দত্ত—ইনি ১৮৫০ সালে হাটখোলার দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের পর "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও "রহস্য সন্দর্ভে"র তিনি সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় ব্যবসাও প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচিত সদস্যের পদ সৃষ্টি হইলে তিনি প্রথম দলেই নির্ব্বাচিত হন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের এবং ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সভ্য ছিলেন। "বসন্তক" নামে একখানি হাস্যরসপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক সচিত্র মাসিক পত্র তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর পত্রিকা ইহাই প্রথম। শেষ জীবনে কাশীপুরে বাসকালীন ১৮৮৮ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪৮ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এম-এ, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন এবং তৎপরে লাহোর আদালতে ওকালতি করিতে যান। তথায় তিনি প্রধান আদালতের বিচারপতি হইয়াছিলেন। তিনি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং পরে ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। তিনি পঞ্জাব সাধারণ পুস্তকাগার এবং ডায়মণ্ড জুবিলী হিন্দু

টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলের সভাপতি ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি প্রথম রায় বাহাদুর এবং পরে দিল্লী দরবারের সময় সি. আই. ই. ও নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪৮ সালে উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় শিক্ষা শেষ করিয়া প্রথম কিছুদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করেন, তৎপরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। তিনবার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব্ ল'র সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—ইনি হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১২৩২ সালে, ইং ১৮২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় থাকিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উপকারিতা-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া সিনীয়র স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ঢাকা, বহরমপুর ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বাংলার গণিত গ্রন্থ ও গণিত-সংক্রান্ত বাংলা পরিভাষার তিনিই পথপ্রদর্শক ছিলেন। ১২৯৩ সালে (১৮৮৬ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—১৮০৬ সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া তথাকার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। "উত্তররাম চরিত" "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা ইনি রচনা করেন। ভারতের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনে ইনি জেমস্ প্রিন্সেপকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এডুকেশন্ কমিটী ইঁহাকে "তর্কবাগীশ" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৬৭ সালে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রতাপচন্দ্র রায়—১৮৪১ সালে বর্দ্ধমান জেলার সাঁকো গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অন্যের কৃপায় শিক্ষালাভ করিয়া ষোল বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট মাসিক সাত টাকা বেতনে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে একটি পুস্তকের দোকান করেন। সাত বৎসরব্যাপী পরিশ্রমে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি প্রতি খণ্ড ৪২৲ টাকা মূল্য হিসাবে দুই সহস্র খণ্ড মহাভারত বিক্রয় করিবার পর প্রায় এক সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়া বহু সহস্র গ্রন্থ নামমাত্র মূল্য লইয়া বিক্রয় করেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ। এই কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দান করেন। ১৮৯৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি একজন তেজস্বী সাময়িক পত্র-পরিচালক, সমালোচক, সাহিত্যিক ও সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বিশেষ দক্ষতার সহিত "নায়ক" সম্পাদন করিয়াছিলেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পর কিছুদিন "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকাখানি সম্পাদন ও পরিচালন করেন। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা বলিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। বাংলা রচনায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল।

বিশ্বনাথ মতিলাল—বিখ্যাত মতিলাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ মতিলাল কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের গোলায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকুরীতে ঢুকিয়া শেষে তথাকার দেওয়ান হন। তিনি একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার এক পুত্রবধূ তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে উহাই বৌবাজার নামে খ্যাত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর

প্রথমার্দ্ধে বঙ্গীয় সমাজে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন।

বংশীধর মিত্র—সিমুলিয়ার অনাথনাথ দেবের বাজারের দক্ষিণে ইঁহার বাটীতে রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে মহা

ধূমধাম হইত এবং বহুসংখ্যক মাটির সং-তামাসা ও পুত্তলিকা দ্বারা সাজান হইত। এ জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ রায় (রাজা)—ইনি মহারাজা সুখময় রায়ের তৃতীয় পুত্র। দাতব্যের দ্বারা ইনি বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ইঁহার আদি নিবাস হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুর। ইনি জাষ্টিস্ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। ইঁহার নামে পাথুরিয়াঘাটায় একটি পথ আছে।

বনমালী সরকার—আত্মারাম সরকার ভদ্রেশ্বর হইতে কুমারটুলীতে আসিয়া বাস করেন। ইনি তাঁহার প্রথম পুত্র। ইনি পাটনায় কমার্সিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান ছিলেন এবং কিছুকাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটী ট্রেডার ছিলেন। তাঁহার কুমারটুলীর বাটী সেকালের কলিকাতার মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। উহা ১৭৫৬ সালের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহার বাটীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়াটি প্রচলিত আছে।

"বনমালী সরকারের বাড়ী।
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
আমিরচাঁদের দাড়ি।
হুজুরিমলের কড়ি।"

বিহারীলাল সরকার—ইনি ১২৬২ সালে হাওড়ার আন্দুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই কলিকাতায় আসিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে প্রথম ছাপাখানার কার্য্য পরিদর্শকের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং কিছুদিন পরে "বঙ্গবাসী" অফিসের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্যগ্রহণ করেন এবং অন্যূন ত্রিশ বৎসর কাল এই বিভাগে কার্য্য করেন। "ইংরাজের জয়", "তিতুমীর", "বিদ্যাসাগরের জীবনী" প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। "গান" নামক ইঁহার একখানি পুস্তকে ইঁহারই সঙ্কলিত অনেকগুলি গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রায় সাহেব" উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৯২১ সালে ইনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

বারাণসী ঘোষ—ইনি বলরাম ঘোষের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ছিলেন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের জামাতা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাধাকান্ত ঘোষ। বারাণসী ২৪ পরগণার কলেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। তিনি একটি স্নানের ঘাট ও বারাকপুরে ছয়টি শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিহারীলাল গুপ্ত—ইনি ১৮৪৯ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি বাটীর সকলের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ড যান এবং তথায় সিবিল্ সার্বিস্ ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। মানভূম, হুগলী প্রভৃতি স্থানে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কার্য্য করিয়া শেষে ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স্ জজ, Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs এবং হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ্ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। রাজকার্য্য

হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি কিছুকাল বরোদারাজ্যে ব্যবস্থা-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশীয় সিবিলিয়ান্‌গণ ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করিতে আইন অনুসারে অসমর্থ থাকায় তিনি একটি মন্তব্য লিখিয়া তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এ্যাস্‌লে ইডেনের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই প্রসিদ্ধ ইলবার্ট বিলের মূল ভিত্তি। সরকার কর্ত্তৃক ইনি সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ সালে ইঁহার দেহান্ত ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১২৪৫ সালে আষাঢ় মাসে (১৮৩৮ সালে) কাঁটালপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি হুগলী কলেজ ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা-লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বৎসর তিনি উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি নানাস্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া শেষে আলিপুর হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার প্রতাপ চ্যাটার্জ্জির লেনস্থ ভবনে বাস

করিতে থাকেন। এখানে সরকার দ্বারা চিহ্ন প্রস্তর-ফলক আছে। প্রথম রচনা "ললিতা ও মানস" এবং তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হইলে তৎকালেই তিনি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারাম, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাস; কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ সকল বাংলা ভাষার অলঙ্কার। "বঙ্গদর্শন" নামক তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাখানি তাঁহার সম্পাদকতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষায় রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কতিপয় উপন্যাস ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি সরকার কর্ত্তৃক "রায় বাহাদুর" এবং সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালে চৈত্র মাসে (১৮৯৪ সালে) তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার একটি আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বটকৃষ্ণ পাল—ইনি ১৮৩৫ সালে হাবড়া জেলার শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজের পরিশ্রম ও সততার দ্বারা যাঁহারা উন্নতিলাভ করিয়াছেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। দ্বাদশ বৎসর বয়সে মাতুলের মসলার দোকানে কাজ শিখিতে প্রবিষ্ট হন। তৎপরে কিছু দিন পাটের ব্যবসা করিয়া খোঙ্গরাপটীতে একখানি সামান্য মসলার দোকান ক্রয় করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে এই দোকানেই সামান্য বিলাতী ঔষধ-বিক্রয় আরম্ভ করেন। পরে তিনি কলিকাতার ঔষধ ব্যবসায়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনি শিবপুরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং বেণেটোলায় নিজ পল্লীতে দুইটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৪ সালে তিনি কাশী প্রাপ্ত হন। হেদুয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে তাঁহার একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিবেকানন্দ (স্বামী)—১৮৬২ সালে সিমুলিয়ার দত্তবংশে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। সংসারাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ, শৈশবে বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আর্ত্তের

প্রতি সহানুভূতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া প্রথমে তিনি নাস্তিক ভাবাপন্ন হন। পরে সে ভাব পরিবর্ত্তন হইলেও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার উপশম না হওয়ায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। যখন তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় এবং প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য হইয়া উঠেন। পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটিলে ছয় বৎসর কাল তিনি হিমালয়ের নিভৃত স্থানে অতিবাহিত করেন। সেই সময় তিনি তিব্বত গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অনুশীলন করেন। ১৮৯৩ সালে মাদ্রাজবাসীদের অনুরোধে ও অর্থসাহায্যে আমেরিকার শিকাগো প্রদেশে Parliament of Religion নামক সমিতির বৈঠকে হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে গমন করেন। তথায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও সারবত্তা সম্বন্ধে বক্তৃতায় যে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দেন তাহাতে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। পরে তিনি ইংলণ্ডে এবং প্যারিসের Congress of Religions ও গিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত স্থানে তিনি ফরাসী ভাষায় হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। জাপানের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কংগ্রেসেও তিনি মিলিত হইয়াছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন সেখানে যাইতে পারেন নাই।

স্বামীজী প্রথমে বেলুড় ও আলমোড়ায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা-দানার্থ মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য্য। আমেরিকার স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কোনগরে একটি বেদান্ত সোসাইটী ও শান্তি আশ্রম সংস্থাপিত করেন। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রভৃতি আরও কতিপয় প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকার মাদাম লুই ও মিষ্টার স্যাণ্ডস্‌বের্গকে ও ইংলণ্ডের কুমারী মার্গারেট নোবেলকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। কুমারী মার্গারেটই পরে সিষ্টার নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা হন। অধ্যাপক মোক্ষমূলারের সহিত আলাপ করিয়া তিনিই তাঁহাকে Sayings of Ramkrishna নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত করেন।

ত্যাগ ও সেবা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সার্ব্ব-জনীন ধর্ম্মসংস্থাপন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মপ্রাণতা, বহু ভাষাজ্ঞান ও বক্তৃতা-শক্তি-সম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার "জ্ঞানযোগ", "ভক্তিযোগ" "রাজযোগ" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষার সম্পদ। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে ধ্যানস্থ অবস্থায় তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

বদ্রীদাস—ইনি ১৮৩২ সালে লক্ষ্ণৌনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালে ইনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস এবং জহুরীর ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ মণিকার বলিয়া গণ্য হন। ভূতপূর্ব্ব সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজরূপে যখন কলিকাতায় আগমন করেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে লাটভবনে হীরা-জহরতের সমাবেশ করেন। লর্ড মেয়ো তাঁহাকে মুকিম উপাধি প্রদান করেন এবং লর্ড নর্থব্রুক্ মুকিম ও রাজকীয় মণিকার বলিয়া গণ্য করেন। মাণিকতলার জৈন মন্দির, পরেশনাথের মন্দির তাঁহারই সম্পত্তি এবং কলিকাতার পিঁজরাপোল তাঁহার দ্বারা স্থাপিত। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ এবং ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের তিনি সদস্য ছিলেন। দিল্লীর দরবারের সময় তিনি রায়বাহাদুর উপাধি এবং এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া পদক প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—ইঁহার প্রকৃত নাম ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১২২৭ সালে ফাল্গুন মাসে (১৮৬১ সালে) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁনি প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের, পরে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুরাগী হন এবং পরিশেষে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কিছুকাল সিন্ধুদেশে অবস্থান করেন। তথায় "কঙ্কর্ড ক্লাব" নামে একটি সমিতি স্থাপন এবং "কঙ্কর্ড" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে

করাচীতে "ফিনিক্স" ও "হার্ম্মান" নামক পত্রের কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন। পরে "Twentieth Century" ও "সন্ধ্যা" নামক দুই খানি পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইনি বিলাতে গিয়া কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে বেদান্ত, হিন্দুদর্শন ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে অক্সফোর্ডে বেদান্ত অধ্যাপনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিনি ইউরোপের নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিলে বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন-কার্য্যে তিনি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৩১৪ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯০৭ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল—ইনি শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে ইনি প্রথমে কলিকাতায় আসেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার মত নির্ভীক সুবক্তা, সুলেখক আধুনিক যুগে অতি বিরল। তিনি New India নামে খবরের কাগজ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা ছিলেন। মহামান্য তিলকের স্বমতাবলম্বনে চরমপন্থী দলের নেতা হইয়া মধ্যপন্থীদের সহিত পৃথক হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ' তাঁহারই কার্য্যকুশলতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলা ভাষায় তাঁহার ন্যায় বক্তৃতা দিতে ও যুক্তির সহিত লিখিতে আর কেহ পারে নাই। তিনি দুইবার ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তিনি ভারত-গভর্ণমেণ্টের এসেম্বলীর সভ্য ছিলেন। ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান না করায় তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। ১৩৩৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী—ইনি একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং এই কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে সাধারণের কতিপয় কার্য্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। ইনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের একজন ডিরেক্টর ছিলেন এবং বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক নামক বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কটির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার কর্ত্তব্যক্রটিতেই প্রতিষ্ঠানটি নষ্ট হইয়া যায়। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়া বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্যপদলাভ করেন। অল্পদিনের জন্য তিনি মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক—ইনি ১৮৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটি সরকারী কার্য্য গ্রহণ করেন এবং স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর পদ লাভ করেন। ১৮৫৮ সালে তাঁহার বন্ধু কানাইলাল পাইনের সাহায্যে কলিকাতার হুঁকাপটিতে মডেল স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইনি কিছুদিনের জন্য "এডুকেশন গেজেট" নামক পত্রিকার সম্পাদনভার লইয়াছিলেন। তিনি জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বীরেশ্বর পাঁড়ে—ইনি পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাংলায় আসিয়া বাস করেন। ১৮৪২ সালে যশোহর জেলার অন্তর্গত কামরা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি বঙ্গ ভাষার অনুরাগী ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর সেই সময় "লীলাবতী বা গণিতবিজ্ঞান" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া কতিপয় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কাব্যের প্রতিবাদ-স্বরূপ "ঊনবিংশ শতাব্দীর

মহাভারত" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কাশীতে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে কাশীতেই তাঁহার দেহান্ত হয়। সম্প্রতি তাঁহার পুত্র মনোমোহন পাড়ে-মহাশয় কাশীধামে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার পিতার নামে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন।

বিনয়কৃষ্ণ দেব (রাজা বাহাদুর)—শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র বিনয়কৃষ্ণ ১২৭৩ সালে শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাহিত্যানুশীলন ও জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন। সাহিত্য সভা এবং Sobhabazar Benevolent Society তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি History and Growth of Calcutta নামক একখানি কলিকাতা সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কৈশর-ই-হিন্দ্ পদক এবং রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য এবং Calcutta Historical Societyর সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৩১৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে, ইং ১৯১২ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ভোলানাথ বসু—ইনি প্রথম বাঙ্গালী বিলাতের এম্-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ভুবনমালা—মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রী।

ভবানী—জনৈক শাঁখা-বিক্রেতা এই নামে খ্যাত ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ, দেবীর প্রত্যাদেশে প্রাপ্ত পাষাণময়ী পদাঙ্গুলী ও মূর্ত্তি ইনি প্রতিষ্ঠা করেন। কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠার ইহা অন্যতম কিংবদন্তী।

ভবানী দাস—ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার সেবায়েৎ ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর জামাতা ভবানী দাসের নাম হইতেই ভবানীপুর নাম হইয়াছে, অনেকে ইহাই অনুমান করেন। ইঁহার বংশই কালীমাতার বর্ত্তমান সেবায়েৎ হালদার-বংশ বলিয়া পরিচিত।

ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী—প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি কালীঘাটের কালীমাতার সেবায়েৎ ছিলেন। কালীপীঠ-দর্শনার্থিগণ তাঁহাকে "গুরু ব্রহ্মচারী" বলিতেন। কথিত আছে, ইঁহার শিষ্য যশোহরাধিপতি রাজা বসন্ত রায় সর্ব্বপ্রথম পর্ণকুটীর ভাঙিয়া একটি ক্ষুদ্র মন্দির নিম্মাণ করাইয়া দেন।

ভুবনমোহন সরকার—ইনি একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটী নামক সভার সম্পাদক ছিলেন।

ভোলানাথ চন্দ্র—১২২৯ সালে আষাঢ় মাসে নিমতলা ষ্ট্রীটে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি শিক্ষা শেষ করিয়া কিছু দিনের জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার জ্ঞাতিভ্রাতা মহেশচন্দ্রের সহিত একটি ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কাশীপুরস্থ চিনির কলের এজেণ্ট হন। এই শেষোক্ত কার্য্যের

জন্য তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার বিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকের সূত্রপাত হয়। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। তিনি ইংরেজীতে অন্যান্য গ্রন্থও

লিখিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালে আষাঢ় মাসে (১৯১০ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু—ইনি ১৮৫৯ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম-এ পরীক্ষা শেষ করিয়া এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ব্যবহারাজীব হিসাবে ইঁহার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যে ২৮ জন কর্পোরেশনের সদস্য-পদ ত্যাগ করেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইহার পর হইতেই ইনি স্বদেশসেবায় মনোনিবেশ এবং কংগ্রেসে যোগদান করেন। ইনি প্রাদেশিক সভাসমিতিতে একবার সভাপতি, জাতীয় মহাসমিতিতে একবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং একবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৭ সালে ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভায় বেসরকারী সদস্য মনোনীত হইয়া বিলাত গমন করেন, তৎপরে সহকারী ভারত-সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে ইনি জেনেভার জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রয়েল কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। এই কার্য্য পরিত্যাগের পর স্বদেশে আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৪ সালে ইঁহার দেহান্ত ঘটে।

ভোলা ময়রা—ভোলানাথের প্রকৃত উপাধি দে, পিতা কৃপানাথ খাবারের দোকান করিয়াছিলেন সেই কারণ ইহাকে ময়রা বলিত। ভোলানাথ লেখাপড়া সামান্য জানিলেও পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। তিনি একজন সুরসিক কবি ছিলেন। সমাজের দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া শ্লেষাত্মক গান বাঁধিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনি একজন বড় কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৮৫১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১২৩১ সালে ফাল্গুন মাসে (১৮২৫ সালে) কলিকাতার হরীতকীবাগানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজে পাঠ শেষ করেন, কিন্তু পরে তিনি চুঁচুড়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই সময় তিনি স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া বাঙালীর ছেলেদের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি চন্দননগরে প্রথম এইরূপ একটি স্কুল স্থাপন করেন এবং নিজে তথায় শিক্ষকতা করেন। লোকের উৎসাহ ও যত্নের অভাবের সহিত নিজের অর্থাভাববশতঃ তাঁহাকে এই মহদুদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে তিনি ৫০৲ টাকা বেতনে গভর্ণমেণ্টের স্কুলে

শিক্ষকতা করিতে নিযুক্ত হন এবং পর পর পদোন্নতি হইয়া অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ পদ প্রাপ্ত হন। পরিশেষে ইন্স্পেক্টর ও কিছুদিনের জন্য বাংলার অস্থায়ী Director of Public Instruction পদে

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

দ্বাদশ অধিবেশন, কলিকাতা

অভ্যর্থনা-সমিতি

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি

অভ্যর্থনা-সমিতি

ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায়

সম্পাদক

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

সহঃ সম্পাদক

অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

প্যারীচরণ সরকার এডুকেশন্ গেজেটের সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলে ভূদেববাবু দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ে পাঠ্য বহু পুস্তক এবং "সামাজিক প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি কতিপয় গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ দানশীলতা দুর্লভ। সংস্কৃতশাস্ত্রের চর্চ্চাকল্পে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, "বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড্" নামে একটি ফাণ্ড্ গঠন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" নামে একটি টোল ও "ব্রহ্মময়ী-ভেষজালয়" নামে দাতব্য বৈদ্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই মনীষা, চরিত্রবত্তা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩০১ সালে (১৮৯৪ সালে) তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

মুক্তারাম বাবু—'বাবু' পূর্ব্বে একটি উচ্চ সম্মান-সূচক উপাধি ছিল। প্রথম যাঁহারা এই উপাধি পাইয়াছিলেন মুক্তারাম বাবু তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার নামে চোরবাগানে একটি পথ আছে।

মদন কোলে—ইঁহার নিবাস ছিল সাহানগর। ১৮৫৮ সালে কালীঘাটের দোলমঞ্চ ইঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

মনোমোহন ঘোষ—ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ১২৫৫ সালে (১৮৪৪ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি ইংলণ্ড গমন করেন, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারায়, ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইনি আরও চারিবার বঙ্গের প্রতিনিধি-রূপে ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন এবং ইঁহার দেশানুরাগ প্রবল ছিল। ইনি কংগ্রেসের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ৬ষ্ঠ অধিবেশনে উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৩০৪ সালে (১৮৯৬ সালে) ইঁহার মৃত্যু হয়।

মধুসূদন গুপ্ত—ইনি এবং রাজকৃষ্ণ দে মেডিক্যাল
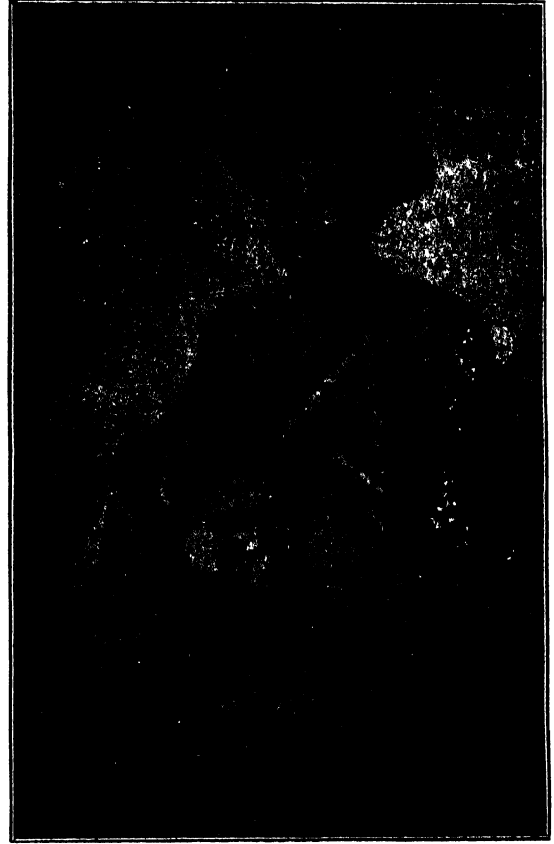
কলেজে প্রথম মড়া কাটেন। যেদিন প্রথম এই কার্য্য করেন সেদিন কেল্লা হইতে তোপ পড়িয়াছিল।

মদনমোহন দত্ত—ইনি হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশ-সম্ভূত। ইঁহারা বালির দত্ত বলিয়া খ্যাত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দশরণ আন্দুল হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। প্রবাদ আছে, ইঁহার

নাম হইতেই গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি। কথিত আছে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ইঁহাদের সম্পত্তি বিনিময় করিয়া ইঁহারা হাটখোলায় উঠিয়া আসেন। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় রামদুলাল দে বিত্তায় ও ধনে এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আমতা, মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যে সকল কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে গয়ার প্রেতশীলা পাহাড়ের সোপানশ্রেণী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

মোহনচাঁদ বসু—ইনি বাগবাজারে বাস করিতেন। নিধুবাবুর মৃত্যুর পর আথড়াই গান ভাঙিয়া হাফ-আখরাই সৃষ্টি হয়, ইনিই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—১২২২ সালে নদীয়া জেলার বিল্বগ্রাম নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া ইনি গভর্ণমেণ্ট পাঠশালায় ১৫৲ টাকা বেতনে কার্য্য করেন। পরে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করিয়া শেষে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপকের কার্য্য করেন। কলিকাতার জল-বায়ু সহ্য না হওয়ায় মুর্শিদাবাদে জজপণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ছয় বৎসর পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। "বাসবদত্তা" ও "রসতরঙ্গিণী" নামে দুইখানি কাব্য এবং ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "সর্ব্বশুভঙ্করী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

মুক্তা মেন্দি—ইনি একজন ধনাঢ্য শিয়া ব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি মহাসমারোহের সহিত মহরম মিছিল বাহির করিতেন। ইঁহার নামে একটি পথ আছে।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী—ইনি ১৮২৫ সালে মাণিকতলায় মধুসূদন চক্রবর্ত্তী একাডেমী নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ স্কুলে পাচ মাস পড়িয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার—ইনি ১২৪০ সালে ১৮ই কার্ত্তিক, ইং ১৮৩৩ সালে হাওড়ার অন্তর্গত পাইকপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ইনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় এম-ডি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি এলোপ্যাথিতে শিক্ষালাভ করিলেও
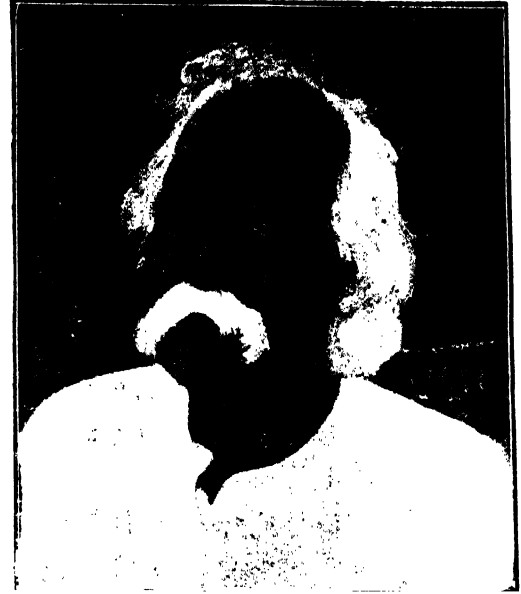
হোমিওপ্যাথি মতেই চিকিৎসা করিতেন এবং তাঁহার ন্যায় হোমিওপ্যাথিতে খ্যাতিপন্ন চিকিৎসক বাঙালীর মধ্যে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। Calcutta Journal of Medicine নামে একখানি পত্রিকা তিনি ১৮৬৮ সালে প্রকাশ করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি Indian Association for the Cultivation of Science নামক বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, শেরিফ, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যবস্থাপকসভার সদস্য, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, যাদুঘরের ট্রাষ্টী এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সদস্য ছিলেন। কলেরা ও প্লেগ সম্বন্ধে

তাঁহার দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি বৈদ্যনাথে তাঁহার স্ত্রীর নামে একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১৩১০ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯০৪ সালে) তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

মতিলাল শীল—ইনি ১৭৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিছু বাঙলা শিখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে সামান্য একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই
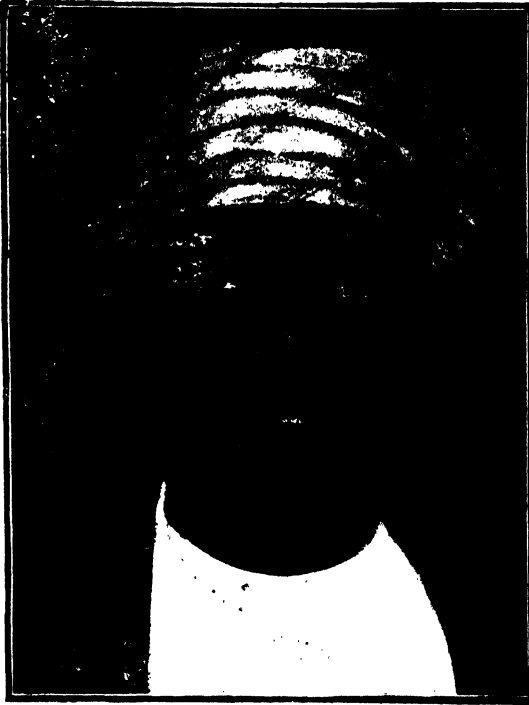
স্থানে থাকিতেই বোতল ও কর্কের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং পরে জাহাজের মুচ্ছুদ্দির কার্য্য করেন। অবশেষে তিনি কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের বাজারে শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান শীলস্ ফ্রী কলেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয়টি তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫৪ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মধুসূদন ১২৩০ সালে ১২ই মাঘ (১৮২৪ সালে) যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি গ্রীক্ ও লাটিন্ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ সালে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তদবধি তাঁহার নামের পূর্ব্বে

মাইকেল যোগ হয়। তিনি মাদ্রাজে বাসকালে Captive Lady প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি কলিকাতার পুলিস কোর্টে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। তৎপরে কয়েক বৎসরের মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। ১৮৬২ সালে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য তিনি বিলাত যাত্রা করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান কালে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এ-কার্য্যে কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। শেষ জীবনে অর্থাভাবে তিনি অশেষ কষ্ট ভোগ করেন এবং ১২৮০ সালে ১৬ই আষাঢ় (১৮৭৩ সালে) হাসপাতালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

মতিলাল রায়—১২৩৯ সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাস্তারা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। কিছু লেখাপড়া

শিখিয়া কলিকাতা জোড়াসাঁকো থানায় কিছু দিন কাজ করিয়া, পরে নবদ্বীপের স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তৎপরে জেনারেল পোষ্ট অফিসে কিছু দিন কাজ করেন। এই সময় তিনি একখানি নাটক রচনা করেন। তৎপরে দোগাছিয়া-নিবাসী হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর অনুরোধে যাত্রার দলে একখানি নাটক লেখেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া একটি যাত্রার দল বাঁধেন। পরে তিনি স্বতন্ত্রভাবে একটি যাত্রার দল প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দ অধিকারী ও রাধাকৃষ্ণ দাসের দলের পর কোন যাত্রার দল এইরূপ খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয় নাই। "রাম বনবাস", "রাবণবধ", "নিমাই সন্ন্যাস" প্রভৃতি কতকগুলি পালা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৫ সালে কাশীধামে তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন—১২৪৩ সালে (১৮৩৬ সালে) হাওড়া জেলার নারাট গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, বেদান্ত, উপনিষদাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রথম কলিকাতায় একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। পর বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং পরিশেষে তথাকার অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ও সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহারই চেষ্টায় সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। তিনি নিজ গ্রামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৩১২ সালে চৈত্র মাসে (১৯০৬ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

মন্মথচন্দ্র বসুমল্লিক—ইনি ১২৬০ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া বিলাত যান এবং তথায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে অধিকাংশ সময়ই ইংলণ্ডে যাপন করিয়াছিলেন। তিনি দুইবার পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। "Orient and Occident", "Study in Ideals", "Impressions of a Wanderer", "Problems of Existence" প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল যে দশজন ব্যক্তিকে "Immortal Tne" আখ্যা দিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

মনোমোহন বসু—২৪ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ১২৫২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকাল হইতে বাংলা রচনায় অভ্যস্ত হন এবং প্রভাকর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। "বিভাকর" নামে প্রথম একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তৎপরে "মধ্যস্থ" নামে সাপ্তাহিক, পরে পাক্ষিক ও মাসিক পত্র প্রচার করেন। তিনি "রামাভিষেক" "হরিশ্চন্দ্র" "প্রণয়পরীক্ষা" প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক এবং "দুলীন" নামে একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালী প্রভৃতি সকল বিষয়েই সঙ্গীত-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৩১৮ সালে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (মহারাজা)—কলিকাতার শ্যামবাজারে ১২৬৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৬০ সালে) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ সালে মহারাণী স্বর্ণময়ীর পরলোকপ্রাপ্তির পর উত্তরাধিকারী-সর্ত্তে মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কাশিমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া বাস করেন। গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাশিমবাজার রাজবংশের উত্তরাধিকারী-হিসাবে তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। দয়াদাক্ষিণ্য, দানশীলতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা বাঙালী মাত্রেরই প্রিয় ও সমগ্র বাংলার গৌরব ছিলেন। তাঁহার মহানুভবতা যেমন অতুলনীয়, তাঁহার বিপুল দানেরও তেমনি তুলনা হয় না। কলিকাতায়, কাশিমবাজারে ও ভারতময় তাঁহার দানের পরিমাণ এক কোটী টাকারও অধিক। দেশের শিল্প ও শিক্ষা বিস্তারের তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন।

সকল শ্রেণী লোকের কাছে তাঁহার ন্যায় সম্মানলাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং ভারত-গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট কে, সি, আই, ই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ঋষিকল্প মহাত্মা বাংলায় ধনীদিগের মধ্যে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির উপর নির্ম্মিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫,০০০ টাকা ও ইকরার মাইনিং স্কুল, পলিটেক্নিক ইন্‌ষ্টিটিউসন ইত্যাদি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থদান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৩৬ সালে কার্ত্তিক মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মতিলাল ঘোষ—ইনি সুপ্রসিদ্ধ শিশিরকুমার ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর, ১২৫৪ সালে ১২ই কার্ত্তিক যশোহর জেলার অমৃতবাজার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে বাঙালী-পরিচালিত সর্ব্বজনপ্রিয় ইংরেজী দৈনিক "অমৃতবাজার পত্রিকা" ১৮৬৮ সালে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় অতি ক্ষুদ্র বাংলা সাপ্তাহিক পত্র-রূপে তাঁহাদের গ্রাম হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সালে ইঁহারা কলিকাতায় আসেন এবং "অমৃতবাজার পত্রিকা" বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। পরে "ভার্ণাকুলার প্রেস য়্যাক্ট" পাস হওয়ার পর হইতে ইহা কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে। শিশিরকুমারের মৃত্যুর পর দ্বাদশ বর্ষকাল মতিলাল পূর্ব্ববৎ নির্ভীকতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি একজন চরমপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৩২৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহেশ-কানা—ইনি আনুমানিক ১২১০ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার উপাধি ঘোষ, জন্মান্ধ থাকায় মহেশ-কানা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ না হইলেও নানাবিধ সঙ্গীত-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ক্রমে কবিওয়ালা-সমাজে তাঁহার নাম বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠে। তিনি কলিকাতার তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া আমরণ নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গীত আলোচনা করিয়া দেশবাসীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—ইনি ১২৬০ সালে চৈত্র মাসে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আজীবন সাহিত্যসেবী ছিলেন। "সাহিত্য সভা" প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে তিনি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি "পুরোহিত" ও "অনুশীলন" নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি সামুয়েল্ হ্যানিম্যান্ ও অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী লিখিয়াছিলেন। ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯১২ সালে) ইঁহার দেহান্ত হয়।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (**মহারাজা**)—১২৩৭ সালে বৈশাখ মাসে (১৮৩১ সালে) যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের পর বাটীতে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। গীতবাদ্য-বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। এদেশে থিয়েটার সৃষ্টির প্রথম যুগে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরেজী রীতির অনুকরণে ঐকতান-বাদন এদেশে তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পিতার বিপুল সম্পত্তি এবং খুল্লতাত প্রসন্নকুমারের সমস্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব নিজ চেষ্টায় অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দানের সীমা ছিল না। হিন্দু বিধবাদের সাহায্যকল্পে তাঁহার মাতার নামে এক লক্ষ টাকা এবং মূলাজোড় মন্দিরের সেবাদির জন্য ৮০,০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিবিধ সৎকার্য্যের জন্য এবং সরকারের সহযোগিতার জন্য মহারাজা, সি-এস-আই, কে-সি-এস্-আই ও মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। পরিশেষে (মহারাজা) তাঁহার বংশানুক্রমিক উপাধি হয়।

তিনি জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, সিণ্ডিকেটের সভ্য,

যাদুঘরের ট্রাষ্টি ও সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও বড়লাটের সভার সদস্য, এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সদস্য, বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সভাপতি প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কাশীতে দশাশ্বমেদ ঘাটের নিকট একটি মনোরম মন্দিরে শিব স্থাপনা করেন। তাঁহার 'প্রাসাদ', 'টেগর কাস্‌ল্' ও দমদমাস্থিত 'এমারেল্ড্ টাওয়ার' নামক সুন্দর ভবনগুলি কলিকাতার সম্পদ।

যতীন্দ্রমোহনের ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল, এবং অন্তরে-বাহিরে একজন হিন্দু ছিলেন। ১৩১৪ সালে পৌষ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বসু—ইনি ১৮৩৫ সালে বর্দ্ধমান জেলার ইলসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চুঁচুড়ায় অক্ষয়কুমার সরকারের সাধারণী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে শিক্ষানবিশরূপে প্রবেশ করেন। তৎপরে কলিকাতায় গমন করিয়া তথা হইতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" প্রকাশ করেন। একখানি বাংলা দৈনিকও দশ বৎসর প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে হিন্দুধর্ম্মের বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের রচিত রাজলক্ষ্মী, মডেল ভগিনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও বিশেষ আদৃত ছিল। ১৯০৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যাদবেন্দু শেঠ—ইনি কলিকাতার আদি-বাসিন্দা শেঠবংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। চৈতন্যচরণ ও নন্দলাল শেঠ ইঁহারই বংশ-সম্ভূত ছিলেন। যাদবেন্দু বৃন্দাবন বসাকের সহিত কোন ইংরেজী সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। কথিত আছে, শেঠেরা দূরদেশে গঙ্গাজল পাঠাইয়া বহুধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেকালে তাঁহাদের মোহরাঙ্কিত বোতলে গঙ্গাজল দূরদেশে বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত।

রামকৃষ্ণ পরমহংস—হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১২৪২ সালে ৬ই ফাল্গুন রামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গদাধর নামে অভিহিত হইতেন। তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার একাদশ বৎসর বয়সে স্বগ্রামের নিকট এক জনহীন প্রান্তরে নীরদবরণী মায়ের অদ্ভুত জ্যোতিঃ দেখিয়া রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম ভাব-সমাধি। কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিনের পর রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর পূজারী নিযুক্ত হন এবং এই স্থানেই থাকিয়া তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হয়। এই স্থানেই তাঁহার ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব ইঁহার মধ্যেই প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। শুনা যায়, কেশবচন্দ্র ইঁহার নিকটেই এই ভাব গ্রহণ করিয়া নববিধান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমত শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, বৈদান্তিক ইহার কিছুই ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম মুসলমানের দেবতা ও ইংরেজের দেবতারও উপাসনা করিয়াছিলেন। কামিনী-

কাঞ্চন ত্যাগ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। অল্প বয়সেই তিনি ভার্য্যা সারদা দেবীর সম্মতি লইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি একজন পরম যোগী ও সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু কখনও সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন নাই। তিনি নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিয়াই নিরক্ষর হইয়াও নানা উপমার দ্বারা অতি সহজ ভাষায় ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল সমাগত জনমণ্ডলীকে যে ভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা তুলনাহীন। তাঁহার ভক্তের সংখ্যা অনেক এবং শুধু বাংলা, এমন কি ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; সুদূর আমেরিকাতেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন লোক অনেক আছেন। রামকৃষ্ণের নাম-সংযুক্ত ভারতের নানা স্থানে যত অধিক সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জগতের কোন দেশে অন্য কোন একজনের নামে তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে কি না সন্দেহ। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যের তুলনা হয় না। ১২৯২ সালে ১লা ভাদ্র (১৮৮৬ সালে) তাঁহার নশ্বর দেহের অবসান হয়। যে সকল অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহামানবের উদ্ভবে ভারত ধন্য হইয়াছে রামকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম।

রাধাকান্ত দেব (রাজা)—ইনি ১২৭৪ সালে ৭ বৈশাখ (১২৬৮ সালে) শোভাবাজার রাজবাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত হইয়াও তিনি বিদ্যানুশীলনে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, পারসী, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় তিনি অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশ তাঁহার বহু পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় হইলেও এই মহাগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি ইউরোপের নানা সভাসমিতি হইতে সম্মান প্রাপ্ত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া একটি স্বর্ণপদক ও ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডরিক্ কারুকার্য্য-সমন্বিত হারযুক্ত একটি স্বর্ণপদক তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এই বিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজের সহিত ইনি বরাবর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সভাপতি ছিলেন। ইনি প্রথম রাজা বাহাদুর পরে কে-সি-এস-আই

উপাধিতে ভূষিত হন। এই শেষোক্ত সম্মান বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম লাভ করেন। তিনি একজন

সর্ব্বজন-সমাদৃত মনীষী ছিলেন। জীবনের শেষ দশায় বৃন্দাবনে বাস করেন এবং ১৮৬৭ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

রামপ্রসাদ সেন—ইনি ১৭২৩ সালে কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, পারসী ও হিন্দী ভাষা কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ভক্তিপ্রবণ ছিলেন। তিনি অবকাশ পাইলেই শ্যামা-বিষয়ক গীত রচনা করিতেন এবং হিসাবের খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁহার গুণগ্রাহী ধর্ম্মপরায়ণ প্রভু খাতায়—

"আমায় দাও মা তহবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।" ইত্যাদি

গানটি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রামপ্রসাদকে মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া, স্বগৃহে গিয়া ধর্ম্মচিন্তা ও শ্যামা-বিষয়ক গীত রচনা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। নদীয়ার গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্করভূমি দান করেন এবং তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য উপহার পাইয়া তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার ন্যায় সাধক, ভক্তি-মূলক গীত রচয়িতা ও গায়ক বাংলায় আর কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। তিনি তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন। ১৭৭৫ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

রামতনু লাহিড়ী—ইনি ১২১৯ সালে (১৮১৩ সালে) কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে, পরে হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব ইঁহার চরিত্রে যথেষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা

শেষ করিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন
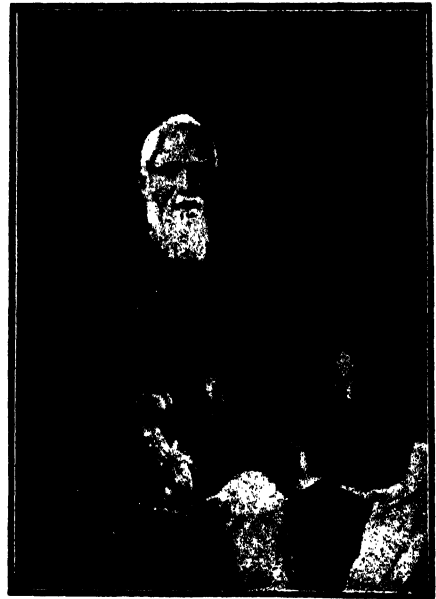
এবং বৰ্দ্ধমান, বারাসত, উত্তরপাড়া বরিশাল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বহু জনহিতকর কার্য্যে ও সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৩০৫ সালে (১৮৯৮ সালে) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রমানাথ ঠাকুর (মহারাজা)—শেরবোর্ণ স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা করিয়া বাটীতে সংস্কৃত, পার্সী ও বাংলা শিক্ষা করেন। তিনি প্রথম কিছুদিন সওদাগরী অফিসে ও ব্যাঙ্কে কার্য্য করেন। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া "The Reformer" নামক একখানি ইংরেজী পত্র প্রকাশ করেন। তিনি জমিদার সভার সভ্যরূপে অনেক কাজ করিয়াছেন এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশ্যনের প্রথম সহকারী সভাপতি, পরে দশ বৎসর সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও পরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পদ প্রাপ্ত হন এবং রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৮৭৪ সালে C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হন। বেলগেছিয়ার দেশীয় সম্প্রদায় রাজপুত্রকে যে অভ্যর্থনা করেন তিনি সেই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে যুবরাজ তাঁহাকে অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার, ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৭৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাসবিহারী ঘোষ—১২৫২ সালে পৌষ মাসে (১৮৪৫ সালে) বৰ্দ্ধমান জেলার তোরকোণা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। প্রথম বাঁকুড়ায় পরে কলিকাতায় তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এম-এ, বি-এল পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তথায় খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হন। ১৮৭১ সালে তিনি Honours in Law নামক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ঠাকুর-আইন অধ্যাপক হইয়াছিলেন এবং বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ আইন জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা-শক্তি প্রভৃতি গুণে তিনি তাঁহার সময়ে বাঙালীর ভূষণ-স্বরূপ ছিলেন।

আইন-সংক্রান্ত কয়েকখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি জাতীয় মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি একবার ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ টাকা ও

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে ষোল লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। উইলের দ্বারা তিনি আরও বহু বিষয়ে অনেক টাকা দান করেন। তিনি ডি-এল্, সি-আই-ই ও সি-এস-আই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৩২৭ সালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—১৭৪৫ সালে ২৪ পরগণার

অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তথায় তিনি শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। নাট্যকার হিসাবেই তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব", "বেণী সংহার" "মালতী মাধব", "নবনাটক", "শকুন্তলা" প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় এতগুলি নাটক আর কেহ রচনা করেন নাই। ১৮৮৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামকমল বসু—ইঁহার বাসস্থান চন্দননগর, ফিরিঙ্গীদের সহিত জাহাজে দ্রব্য-বিনিময় ব্যাপার লইয়া লোকে ইঁহাকে ফিরিঙ্গী রামকমল বসু বলিত। প্রাচান কলিকাতার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে ইঁহার নাম বারংবার উল্লেখ পাওয়া যায়। চিৎপুর রোডে ইঁহার একটি বাটী ছিল; তাহাই তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ করিয়াছিল। এই বাটীতেই মহাত্মা রামমোহন রায় "ব্রাহ্মসভা" নামে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানেই জেনারেল এসেমব্লীস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠার পর এই বাটীতে উঠিয়া আসে।

রূপচাঁদ রায়—ইনি সেকালের একজন ধনী লোক ছিলেন। বেনিয়ানের কাজ করিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জন করেন। বড়বাজারে তাঁহার আবাস ছিল। তাঁহার নামে একটি রাস্তা আছে।

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত—১২২৫ সালে (১৮১৮ সালে) সুপ্রসিদ্ধ অক্রুর দত্তের বংশে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি চিকিৎসার দ্বারা পরোপকার সাধনের জন্য মেডিক্যাল কলেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচারের জন্যও তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৫৩।৫৪ সালে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ নামে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই তাহার অগ্রণী ছিলেন।

১২৯৬ সালে (১৮৮৯ সালে) তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

রজনীকান্ত গুপ্ত—১২৫৬ সালে ভাদ্র মাসে ঢাকা

জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়

ইনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং এই নগরীতেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 'জয়দেব চরিত', 'নবভারত', 'ভীষ্মচরিত' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হন। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ইঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৩০৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রূপচাঁদ পক্ষী—উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের নিকট ইঁহাদের আদি বাসস্থান। ইঁহারা গৌড়েশ্বর ষড়াঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। ১২২১ সালে রূপচাঁদের জন্ম হয়। শাস্ত-রসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনা ও সঙ্গীত দ্বারা ইনি খ্যাতিপন্ন হইয়াছিলেন।

রসিকলাল দত্ত—হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে ১৮৪৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি R. L. Dutt নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। প্রথম কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া দুইবার বিলাত যান এবং তথা হইতে আই, এম, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াই চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার ন্যায় খ্যাতিপন্ন চিকিৎসক বাঙালীর মধ্যে প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। তিনি সুবর্ণ বণিক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শেষে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু তাঁহার স্বজাতি ও স্বজনপ্রীতি বরাবরই ছিল। সুবর্ণ বণিক জাতীয় বিধবাদের সাহায্যার্থে তিনি একটি সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বহুস্থানে সিবিল্ সার্জ্জনেরও কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

রাজকৃষ্ণ রায়—১২৬২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। কবি ও নাট্যকাররূপে তিনি অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতির মধ্যে **'প্রহ্লাদ চরিত্র,' 'নরমেধ যজ্ঞ', 'হিরণ্ময়ী', 'কিরণ্ময়ী'** রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার পূর্ব্বে সংখ্যায় এত অধিক পুস্তক বাংলায় আর কেহ

লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। ১৩০০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামমোহন রায় (রাজা)—ইনি ১১৮১ সালে বৈশাখ মাসে, ইং ১৭৭৪ সালে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি অল্প বয়সেই পাটনায় থাকিয়া পারসী ও আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত হন। কথিত আছে, তথায় অবস্থানকালেই হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তৎপরে তিনি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শেষে তিব্বত পর্য্যন্ত যান। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরে রঙপুরের কলেক্টর সাহেবের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮১৪ সালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ধর্ম্মসংস্কার-বিষয়ে আন্দোলন সুরু করেন। ১৮১৫ সালে তিনি আত্মীয় সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ইহার পর হইতে তিনি সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে বিশেষরূপে আত্মনিয়োগ করেন এবং

কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদাদি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে একেশ্বরবাদ-প্রতিবাদক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করায় হিন্দুসাধারণের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়া উঠেন।

দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন এবং একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা গদ্য সাহিত্য যে আজ এত উন্নত হইয়াছে তাহার এবং দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের মূলেও তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ও সহায়তা ছিল। দেশ হইতে সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি "কৌমুদী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৩০ সালে দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ কর্ত্তৃক তাঁহার নিজ প্রয়োজনের জন্য ইংলণ্ডে দূতরূপে প্রেরিত হন। সেই সময় তিনি বাদশাহ কর্ত্তৃক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। বিলাতে গিয়া তিনি ভারতের জন্য অনেক কার্য্য করেন এবং সকলের নিকট সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন। ১৮৩৩ সালে সেই স্থানেই তাঁহার প্রাণান্ত ঘটে। রামমোহন একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরূপ সম্পন্ন মনীষী বাংলায় অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সার্কুলার রোডে ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের প্রাসাদে সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তরফলক প্রোথিত আছে।

রমাপ্রসাদ রায়—ইনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ১২২৪ সালে রাধানগরের নিকট রঘুনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় শিক্ষা শেষ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং প্রথম নদীয়া তৎপরে বর্দ্ধমান, হুগলী ও ২৪ পরগণার ডেপুটী কলেক্টর হন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এ-কার্য্য পান। পরে তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অবসর গ্রহণের পর সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি তৎকালীন শিক্ষাপরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহারও একজন সদস্য নিযুক্ত হন। হাইকোর্টে একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করা স্থির হইলে লর্ড এল্‌গিন তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই পদের জন্য মনোনীত করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বেই বহু গুণের আধার এই কর্ম্মী পুরুষ ইহধাম ত্যাগ করেন।

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি রাজা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোটিয়ারী নামক গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাসস্থাপন করেন। গভর্ণমেণ্টের অধীনে পাটনার অফিসের কুঠীর দেওয়ান হইয়া প্রচুর অর্থ-সংগ্রহ করেন। নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দির ও একটি স্নানের ঘাট তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু—১২৩৩ সালে ভাদ্র মাসে, ইং ১৮২৬ সালে বোড়াল গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইনি একজন সমাজ ও ধর্ম্ম-

সংস্কারক ছিলেন। ইঁহার রচিত "সেকাল ও একাল", "আত্ম চরিত" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষার মূল্যবান্ সম্পদ। ইনি ১৩০৭ সালে ভাদ্র মাসে (১৯০৪ সালে) পরলোকপ্রাপ্ত হন।
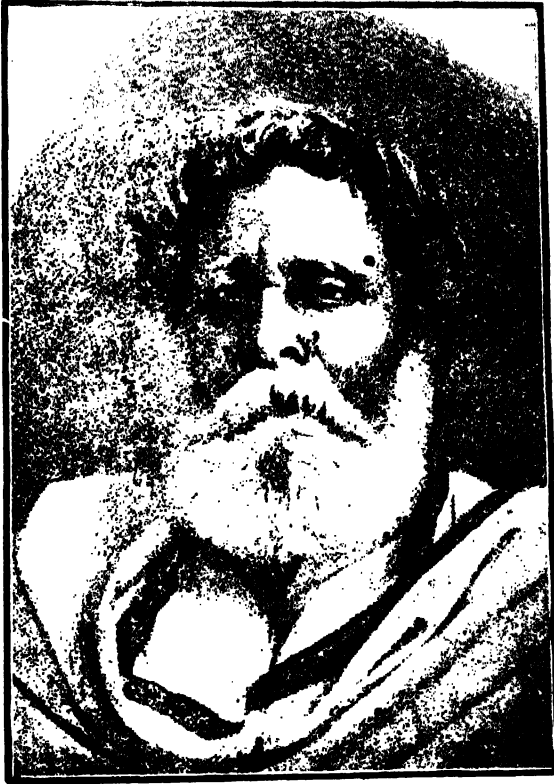
রামসুন্দর মিত্র—ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ব্যারাকপুরে কমি-সারিয়েটে কার্য্য করিতেন। বাংলার নবাব নাজিমের নিকট হইতে তিনি বংশ-পরম্পরায় রায় উপাধি পাইয়াছিলেন।

রামকমল সেন—ইনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। ইনি ১১৮৯ সালে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৭৯৫ সালে) গৌরীভা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০১ সালে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮১৮ সালে এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে কর্ম্মে প্রবেশ করেন। তথাকার দেশীয় সম্পাদক ও কমিটীর সভ্য মনোনীত হন। অবশেষে টাকশালের দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ

হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের সদস্য ছিলেন, কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে মেডিক্যাল্ কমিশন নিযুক্ত হয় তিনি তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি একখানি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৫১ সালে (১৮৪৪ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত—১২৫৫ সালের ৩০শে শ্রাবণ (১৮৪৮ সালে) রামবাগানের সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশে ইঁহার জন্ম হয়। এখানকার শিক্ষা শেষ করিয়া ১৮৬৭ সালে সিবিল্ সার্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বিলাত যান এবং সিবিলিয়ান্ হইয়া ফিরিয়া আসেন। তিনি একে একে বহু স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কাজ করিয়া ডিভিসন্যাল্ কমিশনার পদে নিযুক্ত হন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পুনরায় লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। তথা হইতে ফিরিয়া বরোদা রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন এবং এ-কার্য্যে যথেষ্ট যশোলাভ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন, তাঁহারই স্মৃতিতে রমেশ-ভবন গঠিত। এ সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও "বঙ্গবিজেতা", "মাধবীকঙ্কণ", "সমাজ" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ১৩১৬ সালে ১৩ই অগ্রহায়ণ তাঁহার দেহান্ত হয়।

রামগোপাল ঘোষ—১২২১ সালে আষাঢ় মাসে (১৮১৫ সালে) বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অবস্থা মন্দ থাকায় পরের অর্থ-সাহায্যে তিনি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনি ইংরেজী ভাষায় সুন্দর কথা কহিতে ও লিখিতে পারিতেন এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুবক্তারূপেই তাঁহার প্রধান খ্যাতি ছিল। কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া প্রথম তিনি এক ইহুদীর কার্য্যে নিযুক্ত হন, পরিশেষে নিজে

স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন সকল সভা-সমিতি ও রাজনীতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "লিপি লিখন সভা" ও "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভা" নামে যে সভা স্থাপিত হয় রামগোপাল তাহার প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন-বিষয়ে

তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি অতিশয় বন্ধুবৎসল ছিলেন। ১২৭৪ সালে মাঘ মাসে (১৮৬৮ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে তাঁহার বন্ধুগণের গৃহীত ৪০,০০০৲ টাকা ঋণ তিনি ছাড়িয়া দেন।

রামকৃষ্ণ কর্ম্মকার—১২৩৫ সালে হাবড়া জেলার দরফপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ ইঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়-বলে কলকারখানার কাজ, এঞ্জিন, বয়লার, জাহাজ, ষ্ট্যাম্প কাগজের কল প্রভৃতিতে ইনি যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহা বাঙালীর মধ্যে গৌরবের কথা। কাশীপুর ও দমদম গান্-ফাউণ্ডারীতে কামান বন্দুকের কাজ শিক্ষা করিয়া অল্পকাল মধ্যেই এখানকার হেড-মিস্ত্রী হন। তৎপরে নেপাল রাজ্যে রাজার কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং তিনিই প্রথম সেখানে যন্ত্রযোগে মুদ্রা প্রস্তুত করেন এবং আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি কাবুলেও আমীরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তথায় কল বসাইয়া কামান বন্দুকের কারখানা

স্থাপন করেন। আমীর এজন্য তাঁহাকে বহু পুরস্কার দান করেন। তথা হইতে রাজার আহ্বানে তিনি পুনরায় নেপালে আসেন এবং তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারখানার বহুল উন্নতি সাধন করা ভিন্ন কাঠের কারখানা, বৈদ্যুতিক আলোক, উন্নত প্রণালীর কামান, কামানের গাড়ী, মেসিন গান্ প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। মহারাজা তাঁহার কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাপ্তেন উপাধি এবং একটি সুদৃশ্য পাগড়ী উপহার দেন।

রামমোহন বসু—ইনি কলিকাতার পরপারে শালিখা গ্রামে ১১৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভবানী বেণের দলের জন্য গীত রচনা আরম্ভ করিয়া তদানীন্তন অন্যান্য কবিওয়ালাদের দলের গান বাঁধিয়া প্রথমাবস্থায় উপার্জ্জন করিতে থাকেন। শীঘ্রই তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে তিনি নিজে একটি সখের দল করিয়া পরে উহা পেশাদারীতে পরিণত করেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে ছিল। তাঁহার রচিত বিরহ, সখীসংবাদ, লহর, সপ্তমী প্রভৃতি গানগুলি বাংলা সাহিত্যে অমূল্য রত্নস্বরূপ। ১২৩৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রসময় দত্ত—ইনি কলিকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তাঁহার সময়ে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। সেকালের কোর্ট অব্ রিকোয়েষ্ট নামক যে বিচারালয় ছিল তিনি তাহার একজন বিচারক ছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (রাজা)—বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১২২৮ সালে ফাল্গুন মাসে (১৮২৪ সালে) শুঁড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। প্রপিতামহ পীতাম্বর মিত্র মোগল বাদশাহের নিকট হইতে বংশানুক্রমে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রলাল দশ-বারটি ভাষা জানিতেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত এবং বহু ভাষাবিৎ বাঙালী আর কেহ ছিলেন না। তিনি প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক ও অন্যান্য বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও "রহস্য সন্দর্ভ" নামক দুইখানি সাময়িক পত্র তিনি

সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশন্ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সরকার কর্তৃক একজন

কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সালে তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভাপতি এবং পরে বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব্ ল এবং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রায় বাহাদুর, সি-আই-ই এবং রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকা বিশেষ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ৬নং মাণিকতোলা ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসভবন ছিল। ১২৯৮ সালে শ্রাবণ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামমোহন মল্লিক—বড়বাজারের মল্লিক-বংশের নিমাইচরণ মল্লিক-মহাশয়ের ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৭৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। লবণের ব্যবসায় দ্বারা তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট দাতা ও সদাশয় ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ১৮৫৫ সালে তাঁহার পিতার নামে বড়বাজারে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

রামনিধি গুপ্ত—নিধুবাবু নামে ইনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চাঁপড়া গ্রামে ১১৪৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতার কুমারটুলীতে বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন এবং পরে টপ্পা-গায়ক ও টপ্পা-সঙ্গীত রচয়িতারূপে তিনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১২৩৫ সালে ইঁহার দেহান্ত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—১২৭১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রবেশিকা হইতে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষা পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া পরে অধ্যক্ষ হন। তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। "প্রবৃত্তি", "জিজ্ঞাসা", "কর্ম্মকথা,' "চরিত-কথা" নামে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

রামরাম বসু—বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার প্রথম যুগে বসু-মহাশয় "প্রতাপাদিত্য চরিত" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের বাংলা বিভাগে ইনি শিক্ষকতা করিতেন।

রামনারায়ণ মিত্র—দেড় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জোড়াবাগানে ইনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি সামান্য ইংরেজী জানা এক উকিলের কেরাণী ছিলেন।

রামজয় দত্ত—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কলুটোলায় একটি বিদ্যালয় ইঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে ইংরেজী পড়ান হইত। যতদূর জানা যায়, ইহাই বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয়। রামকমল সেন ১৮০১ সালে এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি প্রথম বাঙালী বেলুনে উঠেন।

রাজেন্দ্র মল্লিক (রাজা)—ইনি খ্যাতনামা নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের দত্তক পুত্র ছিলেন। তিনি ১২২৬ সালে আষাঢ় মাসে (১৮১৯ সালে) জন্মগ্রহণ করেন।
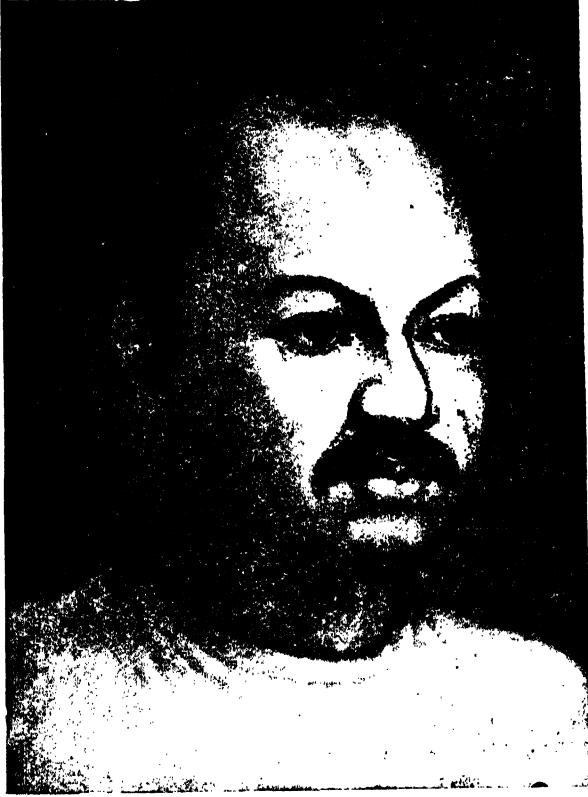
মল্লিক-মহাশয়দের আদিবাস ছিল সুবর্ণরেখা নদীতীরে কোন স্থানে, তৎপরে সপ্তগ্রাম এবং শেষে হুগলী ও চুঁচুড়া হইতে কলিকাতায় আসেন। চোরবাগানের জগন্নাথজীর বর্ত্তমান ঠাকুরবাটী আছে এবং অতিথিশালা নীলমণি মল্লিক-মহাশয় দ্বারা স্থাপিত হয়। মার্ব্বেল্ হাউস্ নামক অতুলনীয় প্রাসাদটি রাজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক মূল্যবান প্রস্তরমূর্ত্তি ও তৈলচিত্রাদি আছে। সমগ্র বাংলার মধ্যে এরূপ আর-একটি সুরম্য অট্টালিকা আছে কি না সন্দেহ। ইহার সংলগ্ন চিড়িয়াখানাও কলিকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য। তিনি বদান্যতার জন্য যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, সঙ্গীতকলা, চিত্র, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যায় তেমনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কলিকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বুভুক্ষুদের জন্য বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া তাঁহাদের রক্ষা করেন। এই সময় পাঁচ-ছয় সহস্র লোককে তিনি অন্নদান করিতেন। এখনও শত শত দীনদুঃখী অন্ন পায়। এই দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" এবং পরে "রাজা বাহাদুর" উপাধি-ভূষিত করেন। ১২৯৪ সালে বৈশাখ মাসে (১৮৮৭ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামলোচন ঘোষ পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ প্রথম ইংরেজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৭৭৮ সালে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

রাজীবলোচন রায়চৌধুরী—ইনি বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর। কথিত আছে, কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দিরটি তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি—দক্ষিণেশ্বর তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধা রাণী রাসমণির ন্যায় মহাপ্রাণা মহিলা বাংলায় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কাশীযাত্রার দিনস্থির করিয়া পূর্ব্বদিন রাত্রে স্বপ্নে জগন্মাতার দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরে নবরত্ন মন্দির, নাটমন্দির, ভোগঘর, বিষ্ণুঘর প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিন শ্রীশ্রীভবতারিণী কালীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কালীমূর্ত্তি ভিন্ন শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ, দ্বাদশ শিবলিঙ্গ শ্রীশ্রীগণেশ প্রভৃতি আরও বহু দেবদেবী বিরাজ করিতেছেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব পূজকরূপে তথায় অবস্থিতি করেন এবং এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কালনার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে ১২৩৮ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮২৬ সালে ইঁহার জন্ম হয়। হুগলী কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া কবিতা রচনায় বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন। "বাধিনী" "কর্ম্মদেবী" "শূরসুন্দরী" ও "কাঞ্চীকাবেরী"

নামক কাব্য চতুষ্টয় রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন। ইংরেজী রচনাতেও ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেক দিন যাবৎ এডুকেশন্‌ গেজেটের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং কিছু দিন "রসসাগর" নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি ইনকম্‌ ট্যাক্সের এসেসর হইয়া পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। কটকে অবস্থানকালে কয়েকটি তাম্র শাসনের আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি সরকারের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১২৯৪ সালে বৈশাখ মাসে, ইং ১৮৮৭ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

রামকমল সেন—ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। ইঁহার দর্জ্জীপাড়ার বাটীতে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা হইত। তখনকার দিনে এত বড় প্রতিমা আর কোথাও হইত না।

রাজবল্লভ (মহারাজা)—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজা রাজবল্লভ মহারাজা দুর্ল্লভরামের পুত্র। নবাবী আমলে ইনি ঢাকার ডেপুটী গভর্ণর ছিলেন এবং কিছুকালের জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্য ছিলেন। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস ইংরেজ গভর্ণরের আশ্রয় লাভের জন্য কলিকাতায় আসেন এবং এই ব্যাপার লইয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত মনোমালিন্য ঘটে। নবাবের কলিকাতা আক্রমণ ইহাও অন্যতম কারণ। মহারাজা রাজবল্লভ বাগবাজারে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

রতন সরকার—প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। কথিত আছে, ১৬৭৯ সালে "ফ্যাকন্‌" নামক জাহাজখানি কলিকাতায় পৌছিলে তাহার অধ্যক্ষ একজন দ্বিভাষী অন্বেষণ করায়, তাঁহার কথা না বুঝিয়া একজন ধোপার আবশ্যক মনে করিয়া ধোপা রতন সরকারকে আনয়ন করা হয়। তিনি ইংরেজীর দুই-দশটা কথা মাত্র জানিতেন, কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকায় অধ্যক্ষের প্রিয়পাত্র হন। বড়বাজারে তাঁহার নামে দুইটি পথ আছে।

রাধানাথ শিকদার—১৮১৩ সালে জোড়াসাঁকোর শিক্‌দারপাড়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ব্রাহ্মণ বংশ-সম্ভূত, বংশ-পরম্পরাক্রমে মুসলমান নবাবদিগের সময় পুলিস কমিশনারের কাজ করার জন্য এই উপাধি। তিনি সার্ভে অফিসে একটি সামান্য চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া পরে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বহু বৎসর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার তেজস্বিতা, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান

ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি ইংরেজদিগের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হিমালয়ের উচ্চতা নিরূপণের কৃতিত্ব বহুলাংশে তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি বঙ্গভাষারও একজন সুহৃদ ছিলেন। তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত একত্রে "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দশায় চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটি বাগান-বাটীতে বাস করিয়াছিলেন এবং ১৮৭০ সালে সেই স্থানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

রসিকলাল ঘোষ—ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল চন্দননগরে। ইঁহার পিতা রামধন ঘোষ দেশীয়দিগের মধ্যে প্রথম বিহার প্রদেশে নীলকুঠী স্থাপন করেন। শিক্ষকরূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া একাউণ্টেণ্টএর প্রধান সহকারী পদে উন্নীত হন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বাটীতে সমারোহের সহিত সকল প্রকার পূজা হইত।

রাধাকৃষ্ণ মিত্র—ইনি দর্জ্জিপাড়ায় বাস করিতেন। ইনি ধার্ম্মিক এবং একজন খাঁটি হিন্দু ছিলেন। কাশীতে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির আছে।

রামচন্দ্র ঘোষ—ইনি কুমারটুলীর মজুমদার বংশের আদি পুরুষ ছিলেন। তিনি হুগলীর নিকটবর্ত্তী আকনা হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাসস্থাপন করেন। তাঁহার কৃত বহু সৎকর্ম্মের জন্য নবাবের নিকট হইতে তিনি মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মজুমদার-পরিবার কাশীতে শিবস্থাপন, মাহেশে দ্বাদশ মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং কুমারটুলীতে স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

রামসুন্দর মিত্র—কোম্পানীর পাটনার আফিংএর কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র মোহনলাল ও শ্যামলালের নামে বাগবাজারে দুইটি পথ আছে।

রামদুলাল দেব—রামদুলাল সরকার নামেই ইনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। ইনি প্রথম হাটখোলার মদনমোহন দত্তের বাটীতে ৫৲ টাকা বেতনে বিল-সরকাররূপে কাজ আরম্ভ করিয়া শেষে কোটীপতি

হইয়াছিলেন। তিনি যখন ১০৲ টাকা বেতনে জাহাজ-সরকারের কাজ করেন সেই সময় নিলামে তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে একখানি জলমগ্ন জাহাজ ১৪,০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন এবং উহার মূল্য জমা দিবার পূর্ব্বেই এক সাহেবকে এক লক্ষ টাকায় উহা বিক্রয় করেন। তিনি এই লাভের টাকা তাঁহার প্রভুকে দিতে চাহিলে তিনি রামদুলালের সততা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত টাকা তাঁহাকে দান করেন। ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের ভিত্তি। তৎপরে অন্যান্য কার্য্যের দ্বারা বিপুল ধন উপার্জ্জন করেন।

তিনি মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে একলক্ষ টাকা, হিন্দু কলেজ নির্ম্মাণে ত্রিশ হাজার টাকা এবং কাশীতে ত্রয়োদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠায় ২২,২২,০০০৲ টাকা ব্যয় করেন। তিনি দুই পুত্র (আশুতোষ ও প্রমথনাথ, যাঁহারা সাতুবাবু ও লাটুবাবু নামে খ্যাত) ও এককোটী বাইশ লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হন।

রমেশচন্দ্র মিত্র—ইনি ১২৪৬ সালে ফাল্গুন মাসে, ইং ১৮৪০ সালে ২৪ পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেওয়ানী আদালতে উকিলরূপে প্রবেশ করিয়া পরে হাইকোর্টের জজ ও

অস্থায়ী চীফ্ জাষ্টিস্ হন। তিনি লাটসাহেবের কাউন্সিলের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে "নাইট্" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৩০৬ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮৯৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহারই সুপ্রতিষ্ঠিত দুইটি পুত্র (স্যর বি, সি, মিত্র ও স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র) ছিল।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ উদ্বোধনের প্রথম দিবসে ইনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী-মহাশয় ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার—ইংরেজ আগমনের পূর্ব্ব হইতেই মজুমদার-বংশ বিশেষ বিখ্যাত ছিল। জব চার্ণকের কলিকাতায় আগমনকালে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান লালদীঘি পুষ্করিণীটি ও তৎপার্শ্বে তাঁহার একটি পাকা কাছারি বাড়ী ছিল এবং শ্যামরায় বিগ্রহের ঠাকুরবাড়ী ছিল। কোম্পানীর সেরেস্তা রাখিবার জন্য তাঁহার কাছারি বাড়ীটি প্রথম ভাড়া লওয়া ও পরে ক্রয় করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেবের পিতামহ জন্ এণ্টনি তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত ধর—পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ধর সাধারণতঃ নকুধর নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাদের আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম। লক্ষ্মীকান্ত জব্ চার্ণকের সহিত হুগলী হইতে সুতানুটীতে আসেন। তিনি তৎকালে একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন বন্ধু ছিলেন। কোম্পানীর অর্থের অভাব হইলে তিনি কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করিতেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি ক্লাইবকে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন এবং প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। শোভা-বাজারের রাজা নবকৃষ্ণের উন্নতির মূলে তিনি। তিনিই রাজা নবকৃষ্ণকে প্রথম ক্লাইবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়।

লালবিহারী দে (রেভারেণ্ড)—১২৩১ সালে (১৮২৫ সালে) বর্দ্ধমান জেলায় ইঁহার জন্ম হয়। ডাক্তার ডফের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী হন এবং ১৮৪৩ সালে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন, তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে "গোবিন্দ সামন্ত" নামক ইংরেজী গ্রন্থখানি সর্ব্বজন-প্রশংসিত। ১৮৬০ সালে কলিকাতায় একটি গির্জ্জার ভার পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাল্নায় ছিলেন। কেশবচন্দ্রের নবধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে Antidote to Brahmoism নামে এবং ইহার পূর্ব্বে বেদান্ত সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম

প্রচারোদ্দেশ্যে "অরুণোদয়" ও Indian Reformer নামে এবং পরে "Friday Review" নামে তিনখানি

পত্রিকা দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার দেহান্ত হয়।

লালাবাবু—ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। ইনি পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র ছিলেন। কথিত আছে, লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের সময় স্বর্ণফলকে লিখিয়া পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ধনবানের পুত্র হইয়াও পিতার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন মনস্থ করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গভর্ণমেণ্টের সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হন, তৎপরে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল হইতে থাকে এবং শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও পণ্ডিতগণের সহিত আলাপনে রত হন। তৎপরে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণের শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করেন এবং তথায় সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি বৃন্দাবন ধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীউর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া যান এবং সুন্দর ও সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিগ্রহ স্থাপন করেন। কথিত আছে, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে মহারাজা উপাধি দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে সর্ব্বত্যাগী ভিখারী জানাইয়া তাহা গ্রহণে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সত্যই তখন "মাধুকরী" ব্রত গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা দৈনিক আহার্য্য আহরণ করিতেন। ৪০ বৎসর বয়সে অপঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লালমোহন ঘোষ—জন্ম ১২৫৪ সালে, মৃত্যু ১৩১৬ সালে। ইনি স্বনাম-প্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি একবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে তথায় ভারতের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার মত সরল ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিতে খুব কম

লোকই পারিতেন। তিনি একবার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন নির্ভীক ও সুবক্তা ছিলেন।

শঙ্কর ঘোষ—ইনি দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ঠন্ঠনিয়ায় বাস করিতেন। ইঁহার পূর্ণনাম রামশঙ্কর ঘোষ। ইনি একজন কালীভক্ত ছিলেন। সুবুদ্ধির কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ঠন্ঠনিয়ার বর্ত্তমান কালীমন্দির, পাষাণময়ী মূর্ত্তি ও পার্শ্বস্থিত শিবমন্দিরটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরগাত্রে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

"শঙ্কর হৃদয় মাঝে
কালী বিরাজে।"

শিবচন্দ্র দেব—ইনি ১৮১১ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হইয়া হিন্দু কলেজে শেষ হয়। তথায় তিনি ১৬৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করিয়া পরে দীর্ঘকাল ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কোন্নগর হিতৈষিণী সভা, ইংরেজী স্কুল, বাংলা স্কুল, পোষ্ট অফিস্, রেল ষ্টেশন, ডিস্পেন্সারী, ব্রাহ্মসমাজ, পুস্তকাগার প্রভৃতি স্থাপিত হয়। একটি বালিকা বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃব্য হরিমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া আরব্য উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং শিশুপালন ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শান্তিরাম সিংহ—ইনি কোম্পানী-আমলে দেওয়ান ছিলেন। নানাবিধ পুণ্য কার্য্যের দ্বারা তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বারাণসীতে তিনি একটি শিবস্থাপনা করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার পৌত্র ছিলেন।

শিশিরকুমার ঘোষ—ইনি যশোহর জেলার মাগুরায় জন্মগ্রহণ করেন। নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ ১৮৬৮ সালে "অমৃতবাজার পত্রিকা" নামে একখানি বাংলা সংবাদপত্র তাঁহার দেশ হইতে প্রকাশ করেন। গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
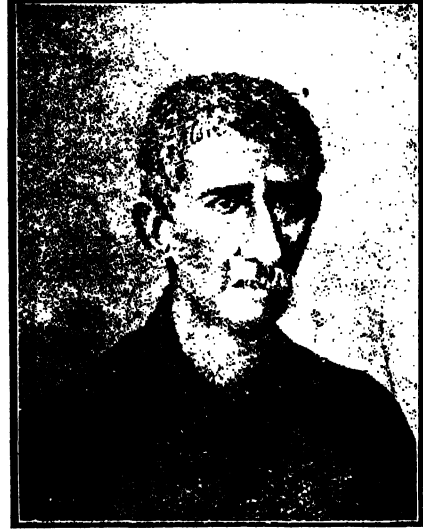
করিয়া আইন প্রণয়ন করিলে তিনি উহা ইংরেজীতে প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৮১ সালে পত্রিকা কার্য্যালয় কলিকাতায় আসে। Hindu Spiritual Magazine নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার "অমিয় নিমাইচরিত" এবং Lord Gauranga নামক গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বজনসমাদৃত।

শিবনাথ শাস্ত্রী—ইনি ১২৫৩ সালে মাঘ মাসে চাঙড়িপোতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্মানের সহিত এম্-এ ও শাস্ত্রী উপাধি লইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হন। তাঁহার পঠদ্দশায় ভবানীপুরে বাসকালে বাসার নিকটে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্য দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই সময়েই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ হইলে সোমপ্রকাশ সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। "সমদর্শী" নামক একখানি মাসিকপত্রও তিনি বাহির করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা-

বিষয়ে তিনি একজন উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনিই আচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং ছয় মাস তথায় থাকিয়া ফিরিয়া আসেন। ইনি নানা বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। ১৩২৬ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৯১৯ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—ইনি ১২২৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা শেষ করিয়া প্রথমে কুড়ি টাকা বেতনের একটি সামান্য চাকুরী গ্রহণ করিয়া পরে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন এবং প্রায় পাঁচ বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। এ-দেশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদ প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুদিন যাবৎ প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক পদেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। ১২৭৪ সালে তাঁহার
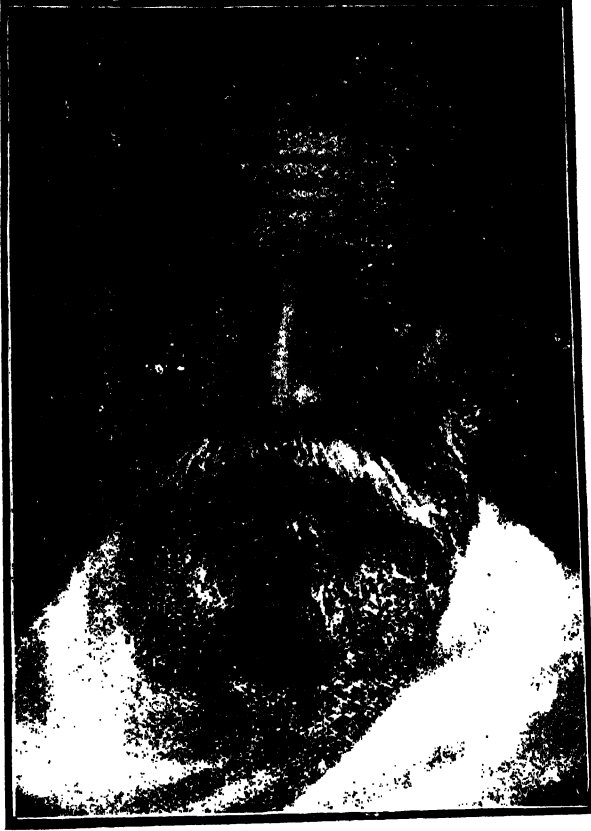
দেহান্ত ঘটে। ভবানীপুরে তাঁহার নামে একটি হাসপাতাল তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

শোভারাম বসাক—অষ্টাদশ শতাব্দীর বসাকদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। হলওয়েল সাহেব শ্যামবাজারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চার্লস্ বাজার করিয়াছিলেন, কিন্তু শোভারাম তাঁহার এক আত্মীয় শ্যাম বসাকের নামে শ্যামবাজার নাম দেন। তাঁহার নামে একটি পথ আছে।

শ্যামাচরণ লাহা—ইনি ১৮২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ধনীর সন্তান হইলেও তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায় কার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলের একজন ডিরেক্টর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর পরামর্শ সভার একজন সভ্য ছিলেন। তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং ২৪ পরগণার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কয়েক বৎসর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্যও ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য দানের মধ্যে

মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু-চিকিৎসা শ্যামাচরণ দ ভবনের জন্য ৬০,০০০৲ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। ১৮৯১ সালে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

শিবরাম সন্ন্যাস—ইনি যশোহর হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। হাটখোলার দত্তদের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবসায় কার্য্যের দ্বারা তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে তিনি চব্বিশটি নীলের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রায় ষাট লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিয়াছিলেন।

শ্রীহরি ঘোষ—ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ মনোহর ঘোষ অন্যত্র হইতে চিৎপুরে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। তিনি রাজা টোডরমলের অধীনে সামান্য কার্য্যে প্রবেশ করিয়া পরে বহু অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হন। তিনি সর্ব্বমঙ্গলা ও চিত্তেশ্বরী দেবীর একটি ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনোহরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামসন্তোষ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলরাম কিছুদিন এখানে-ওখানে থাকার পর চন্দননগরে বাস করেন। বলরামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা কলিকাতার বাগবাজারস্থিত কাঁটাপুকুর পল্লীতে উঠিয়া যান এবং প্রায় কুড়ি বিঘা জমি লইয়া এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন।

শ্রীহরি ঘোষ বলরামের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি মুঙ্গেরের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন এবং এই কার্য্যের দ্বারা প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তিনি দানধ্যান ক্রিয়া-কলাপে বহু অর্থব্যয় করিতেন এবং বহু স্বজাতীয় ও আত্মীয়কে বাটীতে আশ্রয় দিতেন। এতদ্ভিন্ন অনাহূত রবাহূত বহুলোকেও তাঁহার বাটী সদা কোলাহল-মুখরিত করিয়া রাখিত। এই সকল কারণে লোকে তাঁহার বাটীকে "হরিঘোষের গোয়াল" বলিত। শেষাবস্থায় তিনি কাশীবাসী হন এবং তথায় পরলোকগমন করেন।

শিবচন্দ্র গুহ—ইনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতার বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত। এই গুহ-বংশ প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ১৭৯৩ সালে শিবচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি একটি সওদাগরী অফিসে কেরাণীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, পরে মুচ্ছুদ্দি হইয়া এবং স্বতন্ত্র ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সৎকার্য্যে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ভীম ঘোষের ষ্ট্রীটে শিবমন্দির ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও ২৪ পরগণায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য কতিপয় জলাশয় প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক—ইনি ১২৪৭ সালে পটলডাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন এবং অচিরে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি দীন-দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। দুস্থ হিন্দুবিধবাদের সাহায্যকল্পে তাঁহার জননী বিন্দুবাসিনীর নামে একটি তহবিল স্থাপন করেন। বেদান্তচর্চ্চার সাহায্যকল্পে তিনি মৃত্যুকালে বেদান্ত-বৃত্তি স্থাপনের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি উইল করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তাহারই ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "শ্রীগোপাল', ফেলোশিপ লেকচারের আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৩০৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শম্ভু চন্দ্র শেঠ—ইনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া ছয় টাকা বেতনে একটি দোকানে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে কোন আত্মীয়-প্রদত্ত সামান্য

মূলধন লইয়া ছোট একখানি লোহার দোকান করেন। ক্রমে তাঁহার সততা, সত্যবাদিতা ও অধ্যবসায়-গুণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শম্ভুচন্দ্র শেঠ এণ্ড সন্স্ কলিকাতার মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বাঙালীকে লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির আমদানী ব্যবসায়ের প্রধানতঃ ইনিই পথ-প্রদর্শক। শুধু ভারতে নয়, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি যে সকল দেশে ইঁহাদের ব্যবসায়-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই সকল স্থানেই ইঁহাদের নাম সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিল। কলিকাতা ও ইউরোপের ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহাকে সকলে এত অধিক বিশ্বাস করিত যে, তিনি কখনও কোন চুক্তিপত্রে সহি করেন নাই। তিনি একজন ধার্ম্মিক ও দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

শ্রীনাথ রায় (রাজা)—ঢাকা জেলার ভাগ্যকুল গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কুণ্ডবংশে ১৮৪১ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দানশীলতার জন্য ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ নবাব কর্ত্তৃক রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। শ্রীনাথবাবু প্রথমে ঢাকা পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইনি ইকনমিক মিউজিয়মের ট্রাষ্টী, জুলজিক্যাল গার্ডেনের আজীবন সভ্য, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রোডসেস্ ও শিক্ষা সমিতির সদস্য, মিটফোর্ড হাসপাতালের আজীবন গভর্ণর এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সহোদর রাজা জানকীনাথ রায় ও রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের সহিত মিলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে চক্ষু চিকিৎসালয়, সীতাকুণ্ড ওয়াটার ওয়ার্কস্ ও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা কলিকাতায় দরিদ্রদের জন্য একটি আদর্শ বস্তি বিল্ডিং নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতায় তাঁহাদের বহু ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান আছে। ঢাকা ও কলিকাতায় একটি ষ্টীমার সার্ভিসও তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের ন্যায় ধনী বাংলায় অতি অল্পই আছেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীনাথবাবু রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি ১২৪৬ সালে বৈশাখ মাসে, ইং ১৮৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজ ছাড়িয়া হিন্দু পেট্রীয়ট্ পত্রিকার প্রথম সহকারী সম্পাদক পরে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পীড়িত হইলে সম্পাদকের কার্য্য করেন। "সমাচার হিন্দুস্থান", Mookerjee's Magazine এবং Reis and Rayyet" পত্রের পরিচালক ও সম্পাদক তিনিই ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌয়ে "তালুকদার এসোসিয়েশনে"র সম্পাদক ছিলেন এবং বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া "ইণ্ডিয়ান লীগ" নামক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও সুলেখক বাঙালীর মধ্যে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৩০০ সালের মাঘ মাসে, ইং ১৮০৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শুকদেব মল্লিক—নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে বহু ইংরেজ ও দেশীয় বাসিন্দার সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়। নবাব মীরজাফর এজন্য কোম্পানীকে মোট এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দিয়াছিলেন। যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালী আক্রমণের সময় কলিকাতা ত্যাগ করেন নাই এবং কোম্পানীর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই; তাঁহাদিগকে উক্ত টাকার অংশ দেওয়া হয়। ইহা বিতরণের জন্য যে কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে শুকদেব মল্লিক অন্যতম। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিশনার ছিলেন। নয়নচাঁদ মল্লিক, নীলমণি মিত্র, গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক, রতন সরকার, দুর্গাদাস দত্ত, আইমুদ্দিন, মহম্মদ সাদেক, দয়ারাম বসু, রামসন্তোষ, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, রঘুনাথ মিত্র ও আলিজান ভাই।

শরৎকুমার বসুমল্লিক—ইংলণ্ডে গিয়া ইনি বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং তথায় চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া এম্ বি সি এম্ উপাধি প্রাপ্ত হন। বিলাতে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তথায় উচ্চ রাজকার্য্যেও তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাঙালী পল্টন সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—ইনি একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন। ১৩০৮ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত একত্র "বঙ্গদর্শনে"র নবপর্য্যায় প্রকাশ করেন। ইঁহার পৈত্রিক নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বৈদ্য-নওপাড়া গ্রাম।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—ইনি ১৮৬৯ সালে পাবনা জেলায় বারেঙ্গ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার শিক্ষা শেষ করিয়া প্রথমে পাবনায়, পরে কলিকাতায় শিক্ষকতা করেন। তৎপরে "প্রতিবেশী" "পিপল্ এণ্ড প্রতিবেশী", "বন্দেমাতরম্", "সার্ভেণ্ট" প্রভৃতি পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উহাদের সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। তিনি একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং দেশের কার্য্যে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি একবার নির্ব্বাসিত, একবার ইণ্টার্ণ ও একবার কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সন্তোষ রায়চৌধুরী—বড়িশার সাবর্ণ গোত্রজ সুপ্রসিদ্ধ চৌধুরী-বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা সন্ধ্যাকালে ভাগীরথী-বক্ষে নৌকাযোগে যাইতে যাইতে গভীর বনমধ্যে শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ শ্রবণে কৌতূহলী হইয়া তথায় গমন করেন এবং এক ব্রহ্মচারীকে একটি পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তির সন্ধ্যাকালীন আরতি করিতে দেখেন। তদবধি জনসমাজে কালীমূর্ত্তির কথা প্রচারিত হয়।

সীতারাম ঘোষ—ইনি বেহালা-বড়িশার ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা, খ্যাতনামা হরচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার নামে একটি পথ আছে।

সুখময় রায় (মহারাজা)—পোস্তার রাজবংশের আদি পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ধরের দৌহিত্ররূপে ইনি তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি জনহিতকল্পে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন। এই সকলের মধ্যে উলুবেড়িয়া হইতে পুরীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত ২৮০ মাইল পথ ও তৎপার্শ্বে বহুসংখ্যক ইষ্টক নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত ধর্ম্মশালা ও কূপ ১,৫০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করান, বৃন্দাবনস্থ তাঁহার কুঞ্জে অতিথি-অভ্যাগতদের সেবার জন্য ১৫ ০০০৲ এবং সুতোবাদীতে গোপালজীর পূজার জন্য ১৪,০০০৲ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর বাদশাহ কর্ত্তৃক তিনি মহারাজা উপাধি এবং পালকি ব্যবহারের অধিকার প্রাপ্ত হন। বেঙ্গল্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে তিনিই প্রথম বাঙালী ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। ১৮১১ সালে তিনি লোকান্তরিত হন।

স্বর্ণময়ী (মহারাণী)—ইনি ১৮২৭ সালে বর্দ্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্বামী রাজা বাহাদুর কৃষ্ণনাথ নন্দী তাঁহার কলিকাতার চিৎপুরের বাটীতে আত্মহত্যা করিবার পর, রাজার উইল অনুসারে স্বর্ণময়ীর স্ত্রীধন ছাড়া সমস্ত সম্পত্তি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিকার করেন। স্বর্ণময়ী সামান্য বাংলা লেখাপড়া যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজ সম্পত্তি ও জমিদারীর কাজ বেশ বুঝিতে পারিতেন। তিনি স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সুপ্রীম্ কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন ; তিন বৎসর পরে আদালত উইল নামঞ্জুর করেন। স্বর্ণময়ীর দান অসাধারণ ছিল। তিনি বহরমপুরে জলের কলে ১,৫০,০০০৲, উত্তর বঙ্গের দুর্ভিক্ষে ১,২৫,০০০৲, মেডিক্যাল্ কলেজ ও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল্ স্কুলের ফিমেল্ হোষ্টেলে ১,১০,০০০৲ দান করিয়াছিলেন। বহরমপুর কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বৎসরে ১৬,০০০৲ হইতে

২০,০০০৲ টাকা দান করিতেন। এতদ্ভিন্ন জলাশয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, টোল প্রভৃতিতে অনেক দান করিয়াছেন। পৌষ ও চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনি সহস্র সহস্র বাঙালী দুঃখীকে ভোজন করাইতেন।

স্বর্ণময়ী সর্ব্বাংশে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-বিধবার ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রথমে রাণী, তৎপরে মহারাণী এবং পরিশেষে সি আই ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (রাজা)—ইনি ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া অতি অল্প বয়সেই সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় প্রদান করেন। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বৎসর বয়সে "ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত" এবং "মুক্তাবলী" নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। পরে তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রের বঙ্গানুবাদ, মণিমালা, ধাতুমালা প্রভৃতি গ্রন্থ সকল লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধি এসবের জন্য নহে। তিনি একজন সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষে নয়, সুদূর আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে কোন ভারতীয় কোন বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাহা পান নাই। তিনি ফিলাডেল্‌ফিয়া ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্তর অব্ মিউজিক্, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট সি আই ই এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। নেপাল হইতে "সঙ্গীত-শিল্প-সাগর" ও "ভারতীয় সঙ্গীত নায়ক" উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে রয়েল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটী ও রয়েল্ সোসাইটী অব্ লিটারেচার সভার সভ্য ছিলেন, এবং ফ্রান্স, ইটালী, সুইডেন, রাশিয়া, ডেনমার্ক, জার্ম্মানী, স্পেন, ঈজিপ্ট, জাপান, চীন প্রভৃতি প্রায় সমস্ত সুসভ্য দেশেও তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্ হইয়াছিলেন।

তিনি কলুটোলায় ও চিৎপুর রোডে বেঙ্গল মিউজিক্ স্কুল নামে দুইটি সঙ্গীত শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব্ মিউজিকে সুগায়ক ও সুগায়িকাকে সুবর্ণ পদক দিবার জন্য এককালীন অর্থ দিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী ও পিতার নামে বৃত্তি ও মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর দ্বীপে পিতার নামে একটি পুষ্করিণী খনন ও বরাহনগরে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বরিশাল বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি দান এবং লেডী ডফরিন্ হাসপাতাল-গৃহ ও আলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন।

সাতু রায়—ইনি ১২০৯ সালে নদীয়া জেলার বৈঁচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবিওয়ালাদের অবৈতনিক বাঁধনদাররূপে বিশেষ খ্যাতিপন্ন ছিলেন। ভোলা ময়রা, গরাণহাটার সখের দলের অধিকারী প্রভৃতি অনেকের গান বাঁধিয়া দিতেন। ১২৭৩ সালে ইঁহার প্রাণান্ত ঘটে।

সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী—ইনি ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত ছিলেন। ১৮২৬ সালে ঢাকা জেলার কনকসার নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক গুডিভ্ সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় সরকার হইতে একটি বৃত্তি পাইয়া ১৮৪৫ সালে চিকিৎসা শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। তথা হইতে সম্মানের সহিত এম্-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং মেডিক্যাল্ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসরের পর বেঙ্গল্ মেডিক্যাল সার্ভিসে চাকুরী প্রাপ্ত হন। ইঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙালী কভ্‌ন্যাণ্টেড্ সার্ভিসে প্রবেশ করেন নাই। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং একটি ইংরেজ-মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৭৪ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

সুরেশ বিশ্বাস (কর্ণেল)—ইনি ১৮৬১ সালে রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আনীত হন। লেখাপড়ায় মনোযোগী না হওয়ায় এবং

খ্রীষ্টানগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করায় পিতার সহিত মনোবিবাদ ঘটে। তৎপরে গৃহত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭ বৎসর বয়সে বি এস্ এন্ কোম্পানীর একখানি জাহাজে Assistant Steward রূপে তিনি লণ্ডন যান এবং তথায় সংবাদপত্র বিক্রয় ও পরে কুলীর কাজ করিয়া অতিকষ্টে দিন যাপন করেন। এই সময় তিনি গণিত, জ্যোতিষ, গ্রীক্, ল্যাটিন্ ও রসায়ন কিছু কিছু শিক্ষা করেন। তৎপরে তিনি একটি সার্কাসের দলে নিযুক্ত হন এবং হিংস্র পশুদমন শিক্ষা করিয়া ইনি লণ্ডন প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। সার্কাসের দলের সহিত তিনি জার্ম্মানী গমন করেন এবং তথায় জামবাক ও পরে জোগ কার্ল কর্ত্তৃক পশুদমন-কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় তথাকার জনৈক ভদ্রবংশ-সম্ভূতা যুবতীর সহিত প্রণয় সঞ্চার হওয়ায় যুবতীর আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক সুরেশের জীবন সংশয় হইলে তিনি একটি বড় সার্কাস দলের সহিত আমেরিকায় পলায়ন করেন। সেখানে যাইয়া পশুশালার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে এক চিকিৎসকের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। তথায় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইলে তিনি মাত্র পাঁচটি সেনা লইয়া অসীম সাহসের সহিত শত্রুগণকে পরাভূত করেন। এই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি প্রথম লেফটন্যাণ্ট্ পদে উন্নীত হন, ক্রমে মৃত্যুর পূর্ব্বে কর্ণেল্ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ১৩১২ সালে আষাঢ় মাসে (১৯০৫ সালে) রাইও ডি জেনারো নগরে প্রাণত্যাগ ঘটে।

সারদাচরণ মিত্র—১২৫৫ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮৪৮ সালে সারদাচরণের জন্ম হয়। ইনি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বি-এল্ পাস করিয়া ইনি
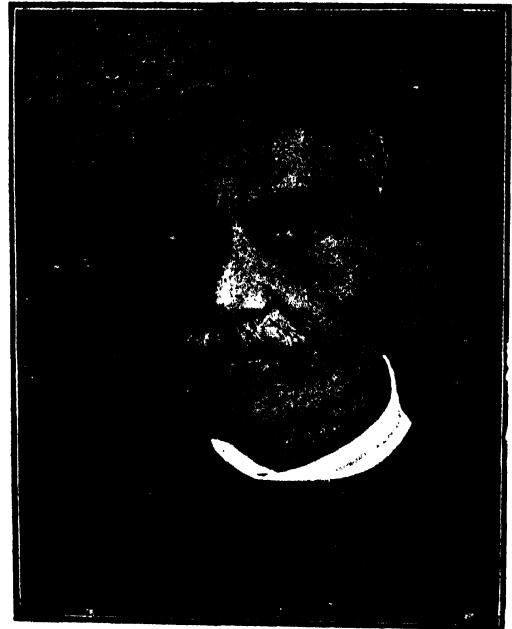
হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে প্রথম অস্থায়ীভাবে এবং শেষে স্থায়ীভাবে হাইকোর্টের

জজের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ও সভাপতি ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১২৫৫ সালে ২৮শে কার্ত্তিক, ইং ১৮৪৮ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাস করিয়া সিবিল্ সার্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি
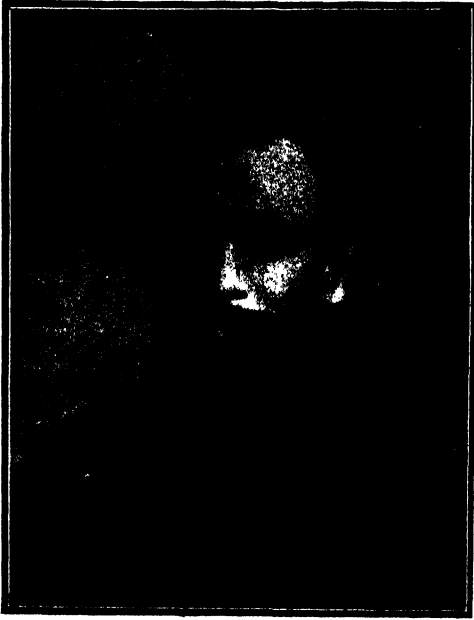
শ্রীহট্টের য়্যাসিষ্টাণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য পান, কিন্তু সামান্য ত্রুটির জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা অনুকম্পা-বৃত্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসারিত করেন। তৎপরে সিটি কলেজ, মেট্রপলিটান্ কলেজ প্রভৃতিতে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ১৮৮২ সালে বৌবাজারে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ইহাই পরে রিপন্ কলেজে পরিণত হয়। তিনিই আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যন্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাহার সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। বেঙ্গলী পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন এবং পরে উহা দৈনিকে পরিণত করেন। তিনি আজীবন ইহার সম্পাদক ছিলেন।

হাইকোর্টের জজ নরিস্ সাহেবের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করায় তাঁহাকে দুই মাস সিবিল জেল্ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারত-বিষয়ক আন্দোলনের জন্য তিনি ১৮৯০ সালে বিলাত যান। রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞানে তিনি অতুলনীয়। আধুনিক প্রণালীর রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চা ও অন্দোলনের তিনিই প্রধান প্রবর্ত্তক। জাতীয় মহাসমিতির তিনি অন্যতম স্রষ্টা এবং একাদশ ও অষ্টাদশ অধিবেশনে দুইবার ইহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় তেজস্বী নির্ভীক এবং অসাধারণ বাগ্মী বাংলা তথা ভারতে অধিক জন্মগ্রহণ করে নাই। তিনি বহুকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন এবং এই সভার প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ম্যাকেঞ্জি-ঘটিত একটি প্রতিবাদে ২৮ জন কমিশনারসহ কমিশনার পদ ত্যাগ করেন। কংগ্রেসের সহিত মতের অনৈক্য ঘটিলে উহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া Moderate Conference নামক একটি সমিতি সৃষ্টি করেন এবং পরে তাহার নাম রাখেন National Liberal League. জুরি নোটিফিকেশ্যন্ প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনের ফলে প্রত্যাহৃত হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষ্যে যে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তিনিই তাহার মূল ছিলেন, এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মর্লের Settled Fct of Bengal Partition তাঁহারই আন্দোলনে পরিবর্ত্তিত হয়। শেষ জীবনে গভর্ণমেণ্টের সহিত সাহচর্য্য করেন এবং মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিফর্ম্ম অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময় কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল আইন সংস্কার করিয়া প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। জীবন-সন্ধ্যায় সরকার তাঁহাকে স্যর উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩৩২ সালে ২২শে শ্রাবণ মণিরামপুর বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী—ইনি ১৮৩২ সালে রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু ও ঢাকা কলেজে সম্মানের সহিত শিক্ষা শেষ করিয়া মেডিক্যাল্ কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জি-এম-বি-সি উপাধি লাভ করেন। তিনি সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়া প্রথম ব্রহ্মদেশে যান, পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সৈনিক বিভাগে চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হইলে পূর্ব্বাহ্নেই সংবাদ পাওয়ায় তথাকার ইংরেজ কর্ম্মচারিগণকে ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ দেন। ইহাতে তাঁহার পদবৃদ্ধির সহায়তা করে এবং ক্রমে ব্রিগেড-সার্জ্জন্ পদে উন্নীত হন। লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য হ্যাভলকের সৈন্যদলে এবং বিহারে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী চিকিৎসাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ইহার পর উপরিতন কর্ম্মচারীদের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে প্রথম শ্রীরামপুর, পরে কলিকাতায় বিশেষ যশের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আর্ত্তবন্ধু মহাপ্রাণ চিকিৎসক খুব অল্পই দেখা যায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য, ফ্যাকালটী অব্ মেডিসিন্ ও মেডিক্যাল সোসাইটী এবং College of Surgeons and Physicians-এর সভাপতি হইয়াছিলেন। শেষোক্ত উভয় স্থানেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। সরকার তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি শেষাবস্থায় মধুপুরে বাস করিয়া তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার চিতাভস্মের উপর স্মৃতিস্তম্ভ ও শ্মশানে সুন্দর বিশ্রামাগার তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। স্বনামধন্য দেশগৌরব দেবপ্রসাদ ও সুরেশপ্রসাদ তাঁহার পুত্র।

সারদারঞ্জন রায়—ইনি বিদ্যাসাগর কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। একাধারে এত কৃতিত্বসম্পন্ন অধ্যাপক কমই দেখা যায়। গণিত ও সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ক্রীড়া-কৌতুকেও তিনি অসংখ্য ছাত্রের গুরু ছিলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট ক্রীকেট খেলোয়াড় ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তিনি ১২৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আই সি এস্ হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সেসনস্ জজ হইয়াছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ১৩২৯ সালে ২৪শে পৌষ তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী—এ-যুগের বাণীর সেবিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী শীর্ষস্থানীয়া, গদ্য সাহিত্যেও তিনি সাম্রাজ্ঞী। পদ্যেও তাঁহার প্রতিভা বিকশিত। ষাট বৎসর ধরিয়া গদ্যে ও পদ্যে সমানভাবে তাঁহার প্রতিভা বিকীর্ণ হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান যেমন বিপুল তেমনি বিচিত্র। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ১২৬৫ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। দশম বর্ষে (১৮৬৮ সালে) জানকী ঘোষাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১২৮২ সালে প্রথম গ্রন্থ 'দীপ নির্ব্বাণ' প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি বসন্ত উৎসব নাটক ১২৮২তে প্রকাশিত।

তিনি ইংরেজী ভাষায় Fatal Garland নামে এক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বিখ্যাত "জগত্তারিণী" পদক প্রদান করে। ইনিই প্রথম মহিলা এই পদক পাইয়াছিলেন। ১৩৩৮ সালে ভবানীপুরে উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। 'কনেবদল' 'ছিন্নমুকুল', 'স্নেহলতা', 'কাহাকে', 'ফুলের মালা' 'গীতসুধা', 'নিবেদিতা' আদি বহু উপন্যাস, নাটক, কবিতাপুস্তক ও শিশুপাঠ্য পুস্তকাদি তিনি লিখিয়াছিলেন। তিনি মাসিক পত্রিকার প্রথম মহিলা সম্পাদিকা। তিনি 'ভারতী' ১২৯০-১২৯২, ভারতী ও বালক ১২৯২-১৩০১ ও ১৩১৫ হইতে ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৩০২ হইতে ১৩১২ পর্য্যন্ত তাঁহারই কন্যা সরলা দেবী উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

জাতীয় মহা সমিতির তিনি প্রথম মহিলা প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে বালীগঞ্জের বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন তেজস্বী সাহিত্যিক এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল "সাহিত্য" নামক উচ্চাঙ্গের একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালন ও সম্পাদন করেন। তাহাতে যেভাবে সমালোচনা বাহির হইত তাহা অন্যত্র দেখা যাইত না। তাঁহার বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকও কয়েকখানি আছে। তিনি "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" ও কিছুদিন "বসুমতী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাংলায় সুন্দর বক্তৃতা করিবারও ইঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ১৯২০ সালে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—ইনি ১২৭৬ সালে পৌষ মাসে, ইং ১৮৬৯ সালে বৈদ্যনাথে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া সংবাদপত্র সেবায় নিযুক্ত হন এবং হিতবাদী পত্রিকার প্রুফ-রীডার রূপে প্রবেশ করিয়া পরে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পর ত্রয়োদশ বর্ষ কাল হিতবাদীর সম্পাদকের কার্য্য করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। "দেশের কথা" "ঝান্সীর রাজকুমার" "বাজীরাও" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৩১৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে, ইং ১৯১২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—ইনি ১৮৬৫ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরসুট্ বামুনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া মেডিক্যাল্ কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তথায় এম-ডি পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রথমে মেয়ো হাসপাতালে কার্য্য গ্রহণ করেন, কিন্তু শীঘ্র সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসাকার্য্যে লিপ্ত হন। ক্রমে তিনি কলিকাতার মধ্যে একজন প্রধান অস্ত্রচিকিৎসক হইয়া উঠেন। এ-বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বের কথা অবগত হইয়া বিলাতের বড় বড় চিকিৎসকেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, কালীকৃষ্ণ বাগচি প্রমুখ ব্যক্তির সহায়তায় সুরেশচন্দ্র College of Surgeons and Physicians of Bengal নামে চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গত মহাযুদ্ধের সময় আহতগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত যে "বেঙ্গল য়্যাম্বুলেন্স কোর" গঠিত হয় তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য, সিণ্ডিকেটের সদস্য ও মেডিক্যাল কলেজের অবৈতনিক ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২০ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড)—বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে ১৮৬৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আইন শিক্ষার্থ ইংলণ্ড গমন করেন। তথায় কলেজে কৃতিত্বের জন্য মোট ৫৫০ গিনি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ১৮৮৬ সালে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায়

প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯০৪ সালে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল্ এবং দুই বৎসর পরে য়্যাডভোকেট-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে তিনিই (প্রথম ভারতবাসী) ভারত-গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সমিতির ব্যবস্থা-সচিবের (Law Member, Viceroy's Council) পদ প্রাপ্ত হন। মহাযুদ্ধের সময় বিলাতের সামরিক মন্ত্রণাসভায় তিনি একজন সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম ভারতবাসী Under Secretary to the States of India হন। মহাযুদ্ধের অবসানে সন্ধি-বৈঠকে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। তৎপরে লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া সহকারী ভারত-সচিব রূপে পার্লামেণ্ট মহাসভায় আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বাঙালী লর্ড হন। পরিশেষে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রবর্ত্তিত সংস্কারের পর তিনি বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর নিযুক্ত হন। প্রথম বাঙালী বা ভারতীয় গভর্ণর তিনিই প্রথম হন। এক বৎসর পরে ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় এই পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি ইতিপূর্ব্বে "নাইট" হইয়াছিলেন এবং জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

সত্যব্রত সামশ্রমী—১৮৪৬ সালে ইনি পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশীতে থাকিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তথায় বুন্দির মহারাজার চেষ্টায় "সামশ্রমী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি প্রথম কাশ্মীরের মহারাজার পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তৎপরে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটীর বিব্‌লিয়োথিকা ইণ্ডিকার জন্য সামবেদ মুদ্রাঙ্কনের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। পরে সোসাইটী কর্ত্তৃক "নিরুক্ত" নামক বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের অভিধান প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হন। ইনি বেদ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, কবিতা, বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও বাংলায় মোট ষাট-সত্তর খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের :বেদের লেক্‌চারার ছিলেন। ১৯১১ সালে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে দেহত্যাগ করেন।

হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ ছিলেন। ইঁহার নামে বহুবাজারে একটি পথ আছে।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮২৪ সালে ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্রতা-নিবন্ধন ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। প্রথম দশ টাকা বেতনে টালক্ কোম্পানীর কার্য্যে প্রবেশ করেন, তৎপরে মিলিটারি অডিট অফিসে পঁচিশ টাকা বেতনের একটি চাকুরী পান, শেষে উহা মাসিক চারি শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে বাঙালীদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ইংরেজী ভাষায় দখল খুব কম লোকেরই ছিল। তিনি হিন্দুপেট্রিয়ট নামক সংবাদপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৬১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে সাধারণের চাঁদায় তাঁহার নামে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ ভবনে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

হরচন্দ্র ঘোষ—১২১৪ সালে বৈশাখ মাসে (১৮০৮ সালে) বেহালার ঘোষবংশে ইঁহার জন্ম হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের পর লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে গভর্ণর-জেনারেলের দেওয়ানের পদ দিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি নূতন সৃষ্ট মুন্‌সেফের পদে এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তৎপরে বাঁকুড়ার সদর আমিনের পদে উন্নীত হন। ইহার পর কয়েক বৎসর কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ১৮৫২ সালে জুনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং দুই বৎসর পরে ছোট আদালতের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই ছোট আদালতের প্রথম জজ হন। তিনি বাঁকুড়া ও বেহালায় দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি-ভূষিত করেন। ছোট আদালতের সম্মুখের বারান্দায় তাঁহার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১২৭৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১২৪৫ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতায় থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন এবং বরাবর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি কেরাণীর কার্য্য করিতে করিতে বি-এ, এবং বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে শ্রীরামপুর ও হাবড়ায় মুন্সেফের কার্য্য করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে Norton's
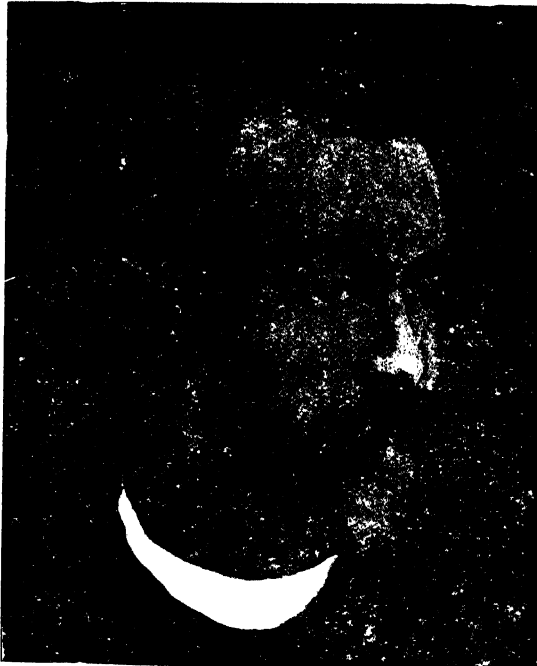
Law of Evidence নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন; এজন্য প্রায় দুই সহস্র টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। ১৮৬৪-৬৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুসারে ত্রিশ টাকা জমা দিয়া তিনি বি-এল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ-সবের জন্য হেমচন্দ্রের খ্যাতি নহে; তিনি তৎকালের একজন শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি ছিলেন। বৃত্র-সংহার, চিন্তা-তরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্য, ভারত-বিলাপ, ভারত-সঙ্গীত ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে শেষাবস্থায় তিনি অন্ধ হইয়া যান। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অতিরিক্ত দান হেতু কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিলেন। শেষাবস্থায় সরকারের বৃত্তি ও অপরের দানের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ১৩১০ সালে ১০ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

হরু ঠাকুর—ইঁহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ১১৫৪ সালে কলিকাতার সিমুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তিনি একজন স্বভাবকবি ছিলেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি একটি কবির দল গঠন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস নামক অপর একজন কবিওয়ালার নিকট তাঁহার স্বরচিত গানগুলি সংশোধন করাইয়া লইয়া গাওনা করিতেন। তাঁহার এই দলের দ্বারা যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হরু-ঠাকুরের সখী-সংবাদ প্রসিদ্ধ ছিল। সমস্যা-পূরণেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় বহুবার পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে বহু সমস্যা পূরণ করিয়া তিনি প্রচুর পুরস্কার ও যশ লাভ করিয়াছিলেন। ১২১৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় একপ্রকার নিঃসহায় অবস্থায় অপরের সহায়তায় কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "শাস্ত্রী" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইঁহার সময়ে কলেজের প্রভূত উন্নতি হয় এবং যোগ্যতার পুরস্কার-স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় ও সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার দানও কম নহে। "মেঘদূত", "কাঞ্চনমালা", "ভারত-মহিলা", "বেণের মেয়ে" প্রভৃতি এবং কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি এবং একবার সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

হরিনাথ দে—১২৮৪ সালের ২৯শে শ্রাবণ ২৪ পরগণা জেলার এড়েদা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি বহু ভাষাবিদ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবান্ ছাত্র ছিলেন। রায়পুরের প্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাদুর ভূতনাথ দে তাঁহার পিতা। এম-এ পরীক্ষায় ল্যাটিন ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ সালে ইংলণ্ড যান। আই, সি, এস, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া নানা ভাষা শিক্ষায় মন দেন। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Classical Tripos পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ফ্রান্স, জার্ম্মান, ইটালী ও পর্তুগালে অধ্যয়ন করিয়া ২০টি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতীয় ১৪টি ভাষার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ দখল ছিল। মোট ৩৪টি ভাষা তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বিদ্বৎসমাজের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ১৩১৮ সালের ১৪ই ভাদ্র, ইং ১৯১১ সালের ৩১শে আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্ষেমচন্দ্র বসু—শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইনি পাথুরিয়াঘাটায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—১২৭০ সালের পৌষ-সংক্রান্তিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের জন্ম হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিদ্যার কৃতি ছাত্র ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন। তাঁহার রচিত 'প্রতাপাদিত্য', 'নন্দকুমার', প্রভৃতি নাটক বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি "অলৌকিক রহস্য" পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ১৩৩৪ সালে১৮ই আষাঢ় তাঁহার মৃত্যু হয়।